বাঙলার কৃষকের কথা

অন্নং বহু কুর্ব্বীত
তদ্ ব্রতম্।

শ্রীহৃষীকেশ সেন

আশ্বিন, ১৩৩১
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস,
চন্দননগর।

[মূল্য এক টাকা

চন্দননগর, বোড়াইচণ্ডিতলা
প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস হইতে
শ্রীরামেশ্বর দে
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মানসী প্রেস
১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিষয় সূচী

পূর্ব্বাভাষ

বাঙলা দেশের ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫ শ [১] লোকের মধ্যে হাতেহেতেরে চাষ করে এমন লোকের সংখ্যা ১ কোটি ১২ লক্ষ ৪১ হাজার ২ শ ; আর এদের পোষ্য ২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ১ শ। এদের বেতনভোগী ভৃত্যের সংখ্যা ১৮ হাজার ৯ শ আর দিন-মজুরের সংখ্যা ৪৩ লক্ষ ২১ হাজার ১ শ। এরা রীতিমত কৃষক, কৃষিজাত প্রধান প্রধান দ্রব্যের উৎপাদনে নিযুক্ত। এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ শস্য এবং শাক-সব্জীর চাষে নিযুক্ত আছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৫ শ। এদের পোষ্যের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৫ শ। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা জমির চাষে কোন সাহায্য করেন না, কিন্তু জমি থেকেই জীবিকা সংগ্রহ করেন। তাঁরা জমিদার ; তাঁদের সংখ্যা ১৩ লক্ষ ১ হাজার ৭ শ ; আর তাঁদের ম্যানেজার, নায়েব, মুহুরি প্রভৃতি উপগ্রহের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৬ শ। এই সোপগ্রহ জমিদারেরা প্রত্যেক প্রজার কাছ থেকে গড়ে অন্ততঃ একার প্রতি ৩৲ টাকা করে' খাজনা পেয়ে থাকেন। তা'তে তাঁদের মোট আয় হয়, অন্ততঃ ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। জীব-বিজ্ঞানের একটা তত্ত্বকথা এই যে তা'র বংশবৃদ্ধিটা হয় তা'র অবস্থার সচ্ছলতার অনুপাতে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে থেকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, দশ বৎসরে, এই জমিদার বংশের বৃদ্ধি হয়েছে, শতকরা ৯ জনের হিসাবে, আর প্রজার সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩ জনের হিসাবে ; অর্থাৎ জমিদার বংশের বৃদ্ধি

---

(১) শ' এর নীচের অঙ্ক ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।—লেখক

প্রজাবংশের বৃদ্ধির তিনগুণ! ১৯০১ থেকে ১৯১১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে বৃদ্ধিটা হয়েছিল শতকরা ২৩ জনের হিসাবে।

বাঙলা দেশের চাষের জমির পরিমাণ ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮ শ একার; আর সর্ব্ববিধ কৃষকের সংখ্যা (পোষ্য বাদে) ১ কোটি ১৪ লক্ষ ৯১ হাজার ৭ শ। অর্থাৎ প্রত্যেক কৃষকের চাষের জমির পরিমাণ ২ একার বা ৬ বিঘার কিছু ওপর। সাধারণতঃ যে ভাবে আমাদের দেশে চাষ হ'য়ে থাকে, তা'তে একার প্রতি ১৫ মণের অধিক শস্য জন্মাবার আশা করা যায় না। পূর্ব্ববঙ্গের জলা-জমিতে যদি এর বেশী ফসল হয়, ত পশ্চিমবঙ্গের ডাঙ্গা-জমিতে এর অনেক কম। এর ওপর বিবেচনা করতে হবে যে, বাঙলাদেশে ফসল প্রধানতঃ একটিই—ধান। গম, যব প্রভৃতি রবিশস্য যা উৎপন্ন হয় তা খুব সামান্য। পাটও ধানের তুলনায় অতি অল্প। আর যে জমিতে পাট হয়, তা'তে পাট কেটে নেবার পর আর ধান হবার সময় থাকে না। সুতরাং সে জমিতে ফসল হয় ঐ একটিই। ২ একারে, ১৫ মণের হিসাবে, ধান হয় ৩০ মণ; ৩০ মণ ধানের দাম ২৲ টাকা করে' মণ হিসাবে ৬০৲ টাকা। অন্য কোন ফসল হ'লেও দাম প্রায় এই রকম। আক বা আলুর চাষে এর চেয়ে কিছু বেশী লাভ হয়, কিন্তু দেশের সমস্ত জমির তুলনায়, বিশেষতঃ জল সেচন ব্যবস্থার অভাবে আক এবং আলুর চাষের জমির পরিমাণ অতি অল্প; তা ছাড়া, এই সকল চাষ এত ব্যয়সাধ্য যে সাধারণ কৃষক তা পেরে ওঠে না। সুতরাং দেশের সমস্ত জমির ও সমস্ত কৃষকের অবস্থা বিবেচনা করলে ৩০ মণ ধানকেই সাধারণ কৃষকের আর্থিক অবস্থার মাপকাঠি ধরে' নেওয়া যেতে পারে। ধানের দাম দু টাকা মণ শুনে সহরবাসীরা, যাঁরা আট টাকা দশ টাকা মণ চা'ল কিনে খান, তাঁরা আশ্চর্য্যান্বিত হবেন। কিন্তু তাঁদের জানতে হবে যে ধানটা চাষার বাড়ীতে এসে চা'লে পরিণত

হতেই এক-তৃতীয়াংশ কমে' যায়; তারপর সহরে পৌঁছোতে পথের খরচ আছে এবং অসংখ্য লোকের মূল্যবান মধ্যবর্ত্তিতা আছে। সুতরাং চাষার ভাগ্যে সেই দু' টাকা মণের বেশী আর থাকে না। এও সম্ভব হয় যদি অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল প্রভৃতি ফসলের কোন বিঘ্ন না জন্মায়; কিন্তু এই সকল বিঘ্নের একটা-না-একটা প্রায়ই ঘটে থাকে, এবং সেইজন্য এ দেশে প্রতি তিন বৎসরে এক বৎসর অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষ হয়। সুতরাং ঠিক হিসাবে দু' বৎসরের আয়টা তিন বৎসরে হয়, অর্থাৎ দু' বৎসরে যে ৬০৲ টাকার হিসাবে ১২০৲ টাকার ধান হয়, সেটাকে তিন বৎসরের আয় বলে' ধরতে হবে। তা হ'লেই বাৎসরিক আয় হ'ল গড়ে ৪০৲ টাকা। এটা অবশ্য মোট আয়, এথেকে চাষের খরচ বাদ দিতে হবে। প্রধান খরচ লাঙ্গলের গোরুর খাদ্য যোগান। এর কতক অংশ ধানের খড় বা বিচালী থেকে চলে যেতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে এই খড় দিয়ে ঘর-ছাওয়া হয়। আর, সহরবাসী মানুষগুলি যেমন ধান উৎপাদন না করে' চাল খান, তেমনি সহরবাসী গাড়ীর গোরুগুলি খড় উৎপাদন না করেও খড় ভক্ষণ করে। যা হ'ক সমস্ত খড়টা গোরুকে খাওয়ালেও তা সমস্ত বৎসরের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আর, জমিদার প্রাসাদাৎ সে কালের মত গ্রামের চার দিকে চার শ' হাত পরিমিত গোচারণ নেই। জমিদার তা'র প্রত্যেক ইঞ্চি জমিকে চাষের জমিতে পরিণত করে' খাজনা আদায় কচ্ছেন। এই সকল কারণে কৃষককে গোরুর খাদ্য কিনতে হয়। এই খরচ ছাড়া ধান রোপবার সময় এবং কাটবার সময় মজুরি দিয়ে অতিরিক্ত লোকও নিযুক্ত করতে হয়। কৃষকের নিজের পরিশ্রমের মূল্যটা এ হিসাব থেকে বাদই দেওয়া গেল। এর ওপর আছে জমিদারের খাজনা। এই সমস্ত বাদ দিয়ে যা থাকে, তাইতে কৃষককে নিজের এবং পোষ্যবর্গের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে হয়।

বলা বাহুল্য, সেটা আবশ্যক অনুসারে হ'য়ে ওঠে না। তার জন্য কৃষককে ঋণ করতে হয়; আর, একবার ঋণ করলে তা পুরুষানুক্রমে চলে, শোধ কখন হয় না।

চাষের জমির পরিমাণের অত্যল্পতা কৃষকের দারিদ্র্যের মূল কারণ। জমির পরিমাণ, ওপরে দেখিয়েছি, মোট ছু' একারের কিছু বেশী। এই জমিটুকুর চাষে একটি একটি করে' দিন গণনা করলেও, বৎসরের মধ্যে মোট এক মাসও লাগে না। কৃষকের শ্রমশক্তিও সমস্তটা লাগে না; জল, সার ও উন্নত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির অভাবে জমির উৎপাদিকা শক্তিরও অপচয় হয়। বাঙলার কৃষক সাধারণতঃ শ্রমবিমুখ নয়। কিন্তু কোথায় কোন্ কাজে তা'র পরিশ্রমের সুবিধা আছে? গ্রামে কোন পূর্ত্তকার্য্য নেই, কলকারখানা নেই, বিস্তৃত শিল্পবাণিজ্য নেই যে কৃষিকর্ম্মের অবসরে গ্রামের সমস্ত কৃষককে কর্ম্ম দিতে পারে। অপর দিকে, তা'র পিতা-পিতামহ ভোগদখল করে' যে জমিটুকু উত্তরাধিকার সূত্রে তা'কে দিয়ে গেছে, সে জমিটুকুর মায়া ত্যাগ করে' সে দূর সহরের কলকারখানায় কাজ করতে যেতে পারে না। আর গেলেই বা সে সেখানে কি কাজ করতে পারে? যে কোন কাজে বিশেষ দক্ষতার আবশ্যক, অভিজ্ঞতার আবশ্যক, সে কাজ করবার জন্য সে শিক্ষিত হয় নি। সুতরাং তা'র ভাগ্যে সামান্য কুলীগিরি ছাড়া আর কোন কাজ জুটতে পারে না। যদি জোটে, তা'ও অস্থায়ী ভাবে। গ্রামে কৃষকের যে একটা প্রতিপত্তি আছে, মানসম্ভ্রম আছে, মর্য্যাদা আছে—কারখানার সামান্য কুলীগিরি সে সকলের হানিজনক। তারপর, কারখানার সামান্য কুলীগিরিতে সে যা উপার্জ্জন করতে পারে, তা'তে তা'র সেখানকার আবশ্যক ব্যয়ও সমস্ত নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন—সেখানে জিনিষপত্র এতই দুর্ম্মূল্য।

কৃষক কৃষিকর্ম্মের অবসরে অন্য কাজ করতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু কাজটা

তা'র বাড়ীর কাছে হওয়া আবশ্যক এবং এমন হওয়া আবশ্যক যা'তে তা'র সামাজিক মর্য্যাদার হানি না হয়। বিদেশী কলকারখানাওয়ালাদের কাছে সামাজিক মর্য্যাদা বলে' কোন পদার্থ নেই, তাদের কাছে সকলেই কুলী। কিন্তু আমাদের কাছে কৃষকের একটা মর্য্যাদা আছে এবং থাকা উচিত। আমরা যখনই কৃষককে তা'র প্রাপ্য মর্য্যাদা দিতে শিখব, তখনই আমাদের ভদ্রবংশীয় শিক্ষিত যুবকেরা কৃষিকর্ম্মকে নীচ বৃত্তি বলে' অবহেলা করবে না। সেকালে কৃষি ছিল বৈশ্যের বৃত্তি, এখন হয়েছে শূদ্রের। এই সকল বিবেচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, চরকায় সূতাকাটা এবং হাতের তাঁতে কাপড় বোনাই সব চেয়ে সহজ কুটীর শিল্প যা কৃষক সপরিবারে ঘরে বসে করতে পারে। চট ও কম্বলও বুনতে পারে। এর একটা সুবিধা এই যে, এই কাজের মধ্যে যখনই আবশ্যক তখনই কৃষক আপনার জমি-টুকুতে চাষের কাজ করতে পারে। দূরস্থ কারখানায় কাজ করলে তা হ'তে পারে না। একটা সামান্য দৃষ্টান্তদ্বারা এটা বেশ বুঝতে পারা যাবে। মাঘ মাসের বৃষ্টি কৃষকের কাছে বড় মূল্যবান। সেই বৃষ্টির সময় যদি সে কারখানার কাজে নিযুক্ত থাকে, তা হ'লে তা'কে ছুটী নিয়ে বাড়ী আসতে হয়। আসতে আসতে হয় ত জমিতে চাষের উপযোগী আর্দ্রতা থাকে না। আবার আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হবে আশা করে' সে ছুটি নিয়ে বাড়ী এল, কিন্তু তখন বৃষ্টি হ'ল না। সে কাজে ফিরে গেল, ফিরে যাবার পরেই বৃষ্টি নামল। তখন আবার তা'কে ছুটি নেবার চেষ্টা করতে হ'ল। ছুটি পেলে ত ভালই; না হ'লে হয় তা'র চাষ, নয় তা'র কারখানার চাকরী গেল।

জগতে আর্থিক উন্নতির যত উপায় আছে, সবই অধিকতর উন্নতির পথে চলেছে। কেবল কৃষিই কি চিরকাল অনুন্নত থাকবে? কিন্তু কৃষককে উন্নত করতে হ'লে, তা'কে বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালীর জ্ঞান দিতে হবে, আর দিতে হবে তা'কে মূলধন, যা দিয়ে সে তা'র জমির,

গোরুর এবং লাঙ্গলের উন্নতি বিধান করতে পারবে। কিন্তু এ দুটিরই অত্যন্ত অভাব। অন্যান্য সকল বিষয়ের মত এ বিষয়েও গবর্ণমেণ্টের অবশ্য সহানুভূতি আছে, কিন্তু টাকা নেই। কাজেই এই অর্থহীন সহানুভূতি প্রকট হয়েছে—একার-প্রতি বাৎসরিক অর্দ্ধ আনা ব্যয়রূপে! গভর্ণমেণ্টের নিজের কথায়,—

The Imperial Department of Agriculture .... is maintained at a cost of slightly more than £ 96,000; while the total expenditure of all the Provincial Departments amounted in 1921-22 to £ 10,47,870. This works out at a total charge on the country of about *one half-penny per acre per annum* [২] (Italics the writer's)

এই ত গেল কৃষির উন্নতিকল্পে ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যয়। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও সম্প্রতি কৃষকের দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়েছেন। সে দিন (১৪ই মে, ১৯২৪) পার্লামেণ্টের শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের একজন সদস্য মিঃ গ্রাণ্ডি (Grundy) বলেছেন যে, ভারতীয় শ্রমজীবীর এবং কৃষকের আয় অতি অল্প এবং যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাদেকে কাজ করতে হয়, তা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে মহা হানিজনক। এর প্রতিকার করতে হ'লে, ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে যা'তে তা'রা নিজের প্রতিনিধি পাঠাতে পারে, তা'র জন্য যথোচিত বিধিব্যবস্থা করা অত্যন্ত আবশ্যক। তাঁর কথা,—"The condition and wages of labour in India are

(২) India in 1922-23 by Rushbrook Williams, Director of Public Information, Government of India. P. 149

so serious as to call for such changes of the Indian constitution as to secure votes for, and representations of, the workers and peasants of India in the Assembly and the Legislative Councils." এই কথার সমর্থন করে' মিঃ ওয়ার্ডল মিলন্ (Wardlaw Milne) বলেছেন,—"ভারতীয় কৃষকের অবস্থার উন্নতির প্রধান অন্তরায় তা'র জমী সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থা, আর তা'র চির ঋণগ্রস্ততা।" এখন ইংরেজ শ্রমজীবীর কর্ত্তব্য তা'কে সেই অবস্থা থেকে মুক্ত করা। অগুার সেক্রেটারি মিঃ রিচার্ডস্ (Richards) বলেছেন, ভারতবর্ষে শ্রমজীবীর অবস্থা আশ্চর্য্যজনক (amazing), শোকজনক, দুঃখজনক, কি ভয়জনক নয়, আশ্চর্য্যজনক! আশ্চর্য্যজনক বোধ করি এই হিসাবে যে গবর্ণমেণ্টের তাদের দুঃখ মোচনের জন্য এত অর্থব্যয় ও যত্ন করা সত্ত্বেও তাদের দুঃখ দূর হচ্ছে না।

সরকারী হিসাবে এখন ভারতীয় কৃষকের আয় লোক প্রতি ৬০৲ টাকা। কিন্তু আমি ওপরে দেখিয়েছি, আমাদের দেশের কৃষকের আয় বছরে ৬০৲ টাকার চেয়ে ৪০৲ টাকারই বেশী কাছাকাছি। এর সঙ্গে একবার অন্য দেশের—এই বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরেই—কৃষকের আয়ের তুলনা করে' দেখা যা'ক। কানাডার কৃষকের আয় ৫৫০৲ টাকা আর ইংরেজ কৃষকের আয় ৭২০৲ টাকা। ইংলণ্ডে চাষের জমির পরিমাণ ২ কোটি ৬০ লক্ষ একার, আর কৃষকের সংখ্যা (১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেন্সস্ অনুসারে) ১২ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮ শ। এ হিসাবে প্রত্যেক কৃষকের জমির পরিমাণ হয় ২১ একর, অর্থাৎ বাঙলার কৃষকের জমির দশগুণেরও বেশী। দক্ষিণ আফরিকায় ইউরোপীয়ের সংখ্যা সমস্ত লোক সংখ্যার শতকরা ১১ জন মাত্র। এদের জমির পরিমাণ কিন্তু প্রত্যেকের ৪৬০ একার। এর মধ্যে কৃষির উপযোগী জমি ৮৩

একার বা বাঙালী কৃষকের জমির ৩৮ গুণেরও বেশী। হাতের পরিশ্রম বাঁচাবার জন্য এখন কৃষিকর্ম্মেও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির ব্যবহার হচ্ছে। সেইজন্য ইংলণ্ডে কৃষি-মজুরের তত আবশ্যক নেই। তথাপি গড়ে প্রত্যেক ইংরেজ কৃষকের ৩ জন করে' মজুর আছে। আর বাঙালী কৃষক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি কখনো চোখে না দেখলেও তা'র মজুরের সংখ্যা একটি মজুরের পাঁচ ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ পাঁচ জন কৃষক মিলে একজন মজুর রাখতে পারে।

ভারতবর্ষে মূলধনের বড় অভাব, মূলধন বাড়াতে না পারলে ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনাও নেই, এবং এই গুরুতর সমস্যার একটা সমাধান শীঘ্রই করা আবশ্যক—এ সকল কথাও অণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ রিচার্ডস্ বলেছেন। এখানকার পল্লীবাসী সাধারণতঃ কল কারখানায় কাজ করতে অনিচ্ছুক, কিন্তু অবস্থাদ্বারা বাধ্য হ'য়ে কখন কখন তা'কে কারখানায় কাজ করতে হয়। যেখানে কাজ করতে বাধ্য হ'তে হয়, সেখানে মজুরী যে অতি অল্প হবে তা বলাই বাহুল্য—এ সকল কথা বলতেও মিঃ রিচার্ডস্ বিস্মৃত হন নি। ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী লর্ড উইণ্টারটন (Winterton) বলেছেন যে ভারতীয় কৃষকের দুরবস্থার প্রধান কারণ জমিতে-খাটান-যায়-এমন-মূলধন এদেশে নেই।

"কৃষক" শব্দটি নিরীহতা-ব্যঞ্জক; "শ্রমজীবী" শব্দটিতেও কোন দোষের গন্ধ নেই। কিন্তু এই দু'টির সমবায় হ'লে যা হয়—"কৃষক ও শ্রমজীবী"—ইংরেজীতে "Peasant and Worker"—তা'তে বোলসেবিজ্মের (Bolshevism-এর) গন্ধ পাওয়া যায়। কারণ, রুশিয়ার বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের নাম হচ্ছে Soviet Republic of Workers and Peasants—ইংলণ্ডের বর্ত্তমান শ্রমজীবী গবর্ণমেণ্টের নামান্তর

সোসিয়ালিষ্টিক (Socialistic) বা গণতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট। এঁরা "কৃষক ও শ্রমজীবী" লোকের অভাব, অভিযোগ, দুঃখ, দারিদ্র্য মোচন করতে খুব যত্নবান্ হয়েছেন। এ দেশের নেতারাও এঁদের সম্বন্ধে নানা আন্দোলন, আলোচনা আরম্ভ করেছেন। কাজেই শান্তির রাজত্ব স্থাপন করতে হ'লে এখন কৃষক ও শ্রমজীবীকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। তাই আজ ভারতীয় কৃষক ও শ্রমজীবীর জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সুপ্ত সহানুভূতি জেগে উঠেছে। কিন্তু তা বলে' যে শীঘ্র কোন পরিবর্ত্তন হবে এমন কোন ভরসা নেই। বর্ত্তমান ভারত-সচিব লর্ড অলিভিয়ার ফেবিয়ান সোসাইটির (Fabian Society) এক জন সদস্য। এই সমিতির কর্ম্মনীতি সোসিয়ালিষ্টদের (Socialist) মতই। এঁরাও জমিতে ব্যক্তিগত স্বত্ব উঠিয়ে দিয়ে দেশের সমস্ত জমি রাষ্ট্রীয়-সম্পত্তি করতে চান। কিন্তু অতি ধীরে, মৃদুমন্দগতিতে—কারণ, গতির ক্ষিপ্রতাই সকল বিবর্ত্তনকে (evolution) আবর্ত্তনে (revolution) পরিণত করে। সেইজন্য লর্ড অলিভিয়ারের পরামর্শ এই যে, ভারতীয় কৃষকের হিতৈষীরা যেন ফেবিয়ান-নীতি অনুসারে কাজ করেন। সেইজন্যই বোধ হয় ব্রিটিশ শ্রমজীবী গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় কৃষক সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে এই আলোচনা মাত্র করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। কোন কাজ করবেন বলে' আশা দেন নি।

এ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম-নীতি কিন্তু অন্য প্রকার। তাঁরা প্রথমতঃ স্বীকারই করেন না যে, ভারতীয় কৃষক ও শ্রমজীবী দরিদ্র। তাঁরা বলেন, ভারতীয় জনসমূহের সমৃদ্ধি বাড়ছে [৩]। কিন্তু তা হ'লেও

---

(৩) There is considerable evidence as to a growing prosperity rather than to an increasing poverty. Indeed since the war, the unexpected and unprecedented wealth of the cultivator in certain parts of India has stimulated his tendency to hoard

তাঁরা অস্বীকার করেন না যে জনসমূহের মধ্যে দারিদ্র্যও অনেক পরিমাণে আছে। কিন্তু তাদের দারিদ্র্যের হেতু হচ্ছে তাদের অমিতব্যয়িতা, ভাবপ্রবণতা এবং অজ্ঞতা [৪]। অমিতব্যয়িতার একটা দৃষ্টান্ত, কর্তৃপক্ষ দেখিয়ে থাকেন, বিবাহাদিতে অত্যধিক ব্যয়। তাঁদের মতে বোধ হয়, কৃষকাদি জন-সাধারণের পক্ষে একমাত্র গান্ধর্ব্ব-বিবাহই প্রশস্ত। কারণ, তা'তে ছেলেটির এবং মেয়েটির পরস্পরের প্রতি অনুরাগ ছাড়া আর কিছুরই আবশ্যক হয় না। ভাবপ্রবণতার উদাহরণ ধর্ম্মকার্য্যের আনুষঙ্গিক উৎসবাদিতে ব্যয়। এ সকল উপদেশ নিশ্চয়ই হিতজনক। নিরন্নের ঘরে বিবাহেই হ'ক, আর পূজা-পার্ব্বণেই হ'ক, উৎসবের আনন্দ নিতান্তই বিসদৃশ এবং অশোভন। এ সম্বন্ধে আরও একটি কথা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে বলা হয়। সেটি এই যে এদেশের কৃষক ও শ্রমজীবী বংশবৃদ্ধি বিষয়ে বড় অসংযত। আহারের সংস্থান নেই, কিন্তু সন্তানের সংখ্যা অনিয়ন্ত্রিত। ফল, অনিবার্য্য দারিদ্র্য। দারিদ্র্য-বৃদ্ধির আরও একটি কারণ, তাঁরা বলেন, এই যে—এ দেশের নারী পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে না। পিতা, স্বামী, ভাই বা অন্য আত্মীয়কে তাদের ভরণপোষণ করতে হয়। নারী প্রজা-সংখ্যার অর্দ্ধেক। সুতরাং প্রজার অর্দ্ধেক কর্ম্মশক্তির অপচয় হচ্ছে। অধ্যাপক রাশব্রুক উইলিয়মসের এই মত [৫]। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় বোধ হয় দেখেন নি যে পাঞ্জাবের সেন্সাস্-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এর একটা সুন্দর যুক্তিযুক্ত উত্তর

---

either bullion or ornaments.—India in 1922-23 by Rushbrook Williams. p. 196.

(৪) The principal factors which still bind India to poverty are extravagance, sentiment and ignorance—India in 1922-23, p. 199.

(৫) India in 1922-23, p. 201.

পূর্ব্বেই দিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেন যে, লোকের জীবিকা-বৃত্তিকে 'কাজ করা' এবং 'বসে খাওয়া' এই দু' ভাগে যে বিভক্ত করা হয়েছে, সেটা পুরুষের দ্বারা হয়েছে, নারীর দ্বারা নয়। অনেক নারীকে 'বসে খাওয়া' শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে, যারা প্রকৃতপক্ষে পরিশ্রম করে' খায়। তা'রা জল তোলে, বাসন মাজে, ধান ভানে, ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে, রাঁধে, রোগে সেবা শুশ্রূষা করে এবং, সর্ব্বোপরি, সন্তান ধারণ করে ও পালন করে। এই সুপারিন্টেণ্ডের কথাগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলে' উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি— "The classification of workers and dependants was made by men and not by women. Many women who appear as unemployed when they should be classed as actual workers, engaged in domestic duties, in cooking, grinding corns, drawing water from wells, taking food to their families in the field, preparing and mending clothes, and, last but not least, in child-bearing."

কৃষকের অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এই ধারণা পোষণ করেন এবং অধ্যাপক রাশব্রুক উইলিয়ম্‌স্ প্রতি বৎসর "ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে এই ধারণা এবং প্রমাণের নামে এর সমর্থক মতামত সঙ্কলন করে' পার্লামেণ্টের সদস্যদের অবগতির জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এই ধারণার হেতু, যা গবর্ণমেণ্ট দেখান, তা অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ এবং আংশিকভাবে মাত্র সত্য। স্পষ্ট, সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বতোভাবে সত্য হেতু নির্ণয় করতে হ'লে তন্ন তন্ন করে' একটা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বহুবার এই অনুসন্ধানের জন্য আবেদন নিবেদন করা হয়েছে। সেদিনও শ্রীযুক্ত ফেরোজ শেঠনা কৌন্সিল-অভ-ষ্টেটে এই প্রার্থনা করেছিলেন। বলা

বাহুল্য প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নি। বরং লক্ষ্মী চাইতে দারিদ্র্য বেড়েছে। গবর্ণমেণ্টের হুকুম হয়েছে একটা বৈজ্ঞানিক কর-নির্দ্ধারণী গবেষণা বা Scientific Enquiry into the System of Indian Taxation [৬] করা হবে। এই হ'ল শাসকবর্গের কথা। পরবর্ত্তী কয়েক পৃষ্ঠায় **কৃষকের কথা** যথাযথ বর্ণন করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

কাশী
ভাদ্র ১৩৩১

শ্রীহৃষীকেশ সেন

(৬) Government of India Resolution No 1412 F. of 1924.
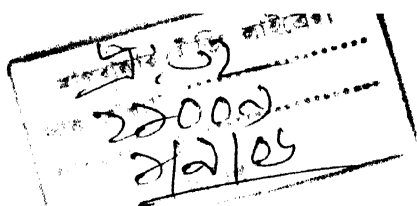
বাঙলার কৃষকের কথা

প্রথম অধ্যায়

ভারতবর্ষে আর্য্যদের আগমন—কৃষিকর্ম্মের উপযোগী ভূমিসংগ্রহ—কৃষিকর্ম্মের আরম্ভ।

মানুষ যে দিন যাযাবর-বৃত্তি ত্যাগ করে' গৃহস্থ হবার ইচ্ছায় গৃহের ভিত্তি স্থাপন করলে সেইদিন সভ্যতার ভিত্তিও স্থাপিত হ'ল। আহার্য্যের জন্য বনে বনে ফলমূলের বা পশুর অন্বেষণের পরিবর্ত্তে কৃষিকার্য্য ও পশু-পালন আরম্ভ হ'ল। এই উদ্দেশ্যে নূতন দেশ-আবিষ্কারের চেষ্টায় যখন আর্য্যেরা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমার বাইরের কোন্ সুদূর দেশ থেকে এসে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তখন তাঁদের সহচর অনুচরেরা বনাচ্ছাদিত নদীবহুল, তৃণশষ্পপূর্ণ উর্ব্বর ভূমির বন পরিষ্কার করে' শস্যোৎপাদনের উপযোগী ক্ষেত প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। যে দেশের মধ্য দিয়ে সিন্ধু প্রবাহিত হয়েছে সেই দেশই এঁদের দৃষ্টিকে প্রথম আকর্ষণ করে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দেখতে পাওয়া যায় ঋষি ঘোরকণ্ব সিন্ধুর স্তুতি করে' বলছেন "সিন্ধু চিরযৌবন ও সুন্দর;

তাঁর উৎকৃষ্ট ঘোড়া, উৎকৃষ্ট রথ এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, সুবর্ণের অলঙ্কার আছে, তিনি উত্তমরূপে সজ্জিত হ'য়ে আছেন, তাঁর বিস্তর অন্ন আছে, বিস্তর পশুলোম আছে, তাঁর তীরে সীলমা-তৃণ আছে। তিনি মধু-প্রসবকারী পুষ্পদ্বারা আচ্ছাদিত।" (ঋগ্বেদ ১০।৭৫।৮) সিন্ধুক্ষিৎ ঋষি বলছেন "হে সিন্ধু, যখন তুমি অন্নশালী অর্থাৎ শস্যশালী প্রদেশ লক্ষ্য করে' ধাবিত হ'লে, তখন বরুণ দেব তোমার যাবার নানা পথ করে' দিলেন। (ঋ ১০।৭৫।২) শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদেকে নিয়ে যাও, পথে যেন নূতন সন্তাপ না হয়। (ঋ ১০।৪২।৮) আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে সমর্থ হও, আমাদের গৃহ পরিপূর্ণ কর, অভীষ্ট বস্তু দান কর, আমাদেকে তীক্ষ্ণতেজা কর, আমাদের উদর পূরণ কর।" (ঋ ১০।৪২।৯) এইরূপে আর্য্যেরা উর্ব্বর ভূমিখণ্ডসকলকে অধিকৃত করে' ক্রমে কৃষির বিস্তার করতে লাগলেন। বামদেব ঋষি ক্ষেত্রপতি-শুনাসীর-সীতা দেবতার স্তব করে' বলছেন "আমরা বন্ধু সদৃশ ক্ষেত্র-পতির সহিত ক্ষেত্র জয় করব, তিনি আমাদেকে গরু ও ঘোড়ার পুষ্টি প্রদান করুন, কারণ তিনি উক্ত প্রকার দান করে' আমাদেকে সুখী করেন। (ঋ ৪।৫৭।১) হে ক্ষেত্রপতি, ধেনু যেমন দুগ্ধ দান করে, সেইরূপ তুমি মধু-দ্রাবী, সুপবিত্র, ঘৃত তুল্য মাধুর্য্যোপেত ও প্রভূত জল দান কর। (ঋ ৪।৫৭।২) শস্য সমূহ আমাদের জন্য মধুযুক্ত হ'ক, দ্যু-লোক সমূহ, জল সমূহ ও অন্তরীক্ষ আমাদের জন্য মধুযুক্ত হ'ক, ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত হ'ন। আমরা অহিংসিত হ'য়ে তাঁকে অনুসরণ করব। (ঋ ৪।৫৭।৩) বলীবর্দ্দসমূহ সুখে বহন করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক। প্রগ্রহসমূহ সুখে বদ্ধ হ'ক এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর। (ঋ ৪।৫৭।৪) হে সৌভাগ্যবতী সীতা, তুমি অভিমুখী হও, আমরা তোমাকে বন্দনা করছি, তুমি আমাদেকে সুন্দর ধন

প্রদান কর ও সুফল প্রদান কর। (ঋ ৪।৫৭।৬) ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন, পূষা তাঁ'কে পরিচালিত করুন, তিনি জলবতী হ'য়ে বৎসরের পর বৎসর শস্য দোহন করুন। (ঋ ৪।৫৭।৭) ফাল সকল সুখে কর্ষণ করুক, রক্ষকগণ বলীবর্দ্দের সহিত সুখে গমন করুক, পর্জ্জন্য মধুর জলদ্বারা পৃথিবী সিক্ত করুন। হে শুনাসীর, আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।" (ঋ ৪।৫৭।৮) ১।

এইরূপে সুজলা ভূমিতে কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত হ'তে লাগল। এই ক্ষেত্রে তাঁরা শস্য উৎপাদন করতেন এবং তারই নিকটে গোষ্ঠ করে' পশুপালন করতেন, এবং গ্রাম স্থাপন করে' বাস করতে লাগলেন। দেশটি নদীমাতৃক। স্থানে স্থানে সময়ে সময়ে কৃষির জন্য জলের অভাব হ'ত, সেইজন্য জলদেবতার এত স্তুতি দেখতে পাওয়া যায়।

---

(১) সীতা অর্থে লাঙ্গলের দ্বারা চিহ্নিত ভূমিতে রেখা। ঋষি স্তুতি করছেন যে সেই লাঙ্গল-কর্ষিত রেখা বৎসর বৎসর শস্য দান করুক। শুক্ল যজুর্ব্বেদেও এইরূপ সীতার উপাসনা আছে। "হে কামদুঘে সীতে ···ওষধির সম্পাদন বিষয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ কর।" (১২।৭২) পণ্ডিতপ্রবর সত্যব্রত সামশ্রমীর অনুবাদ। ঋক্‌গুলির অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্তের হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পল্লী ও পল্লীসমাজের উৎপত্তি, স্থিতি ও উন্নতি।

এইরূপে বহুকাল গত হ'ল। ক্রমে সিন্ধুতীর থেকে সরস্বতীতীর; সেখানথেকে দৃষদ্বতীতীর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশগুলি তাঁদের অধিকৃত হ'ল, কোন উপদ্রব রইল না। দস্যু তস্করেরা আর গোরু চুরি করে না, যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করে না। বনে হরিণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। সরস্বতী-দৃষদ্বতীর মধ্যস্থ দেবনির্ম্মিত এই দেশের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। তারপর, পূর্ব্বে সমুদ্র, পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমবান্, দক্ষিণে বিন্ধ্য, এই বিস্তীর্ণ দেশে তাঁদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং দেশের নাম হ'ল আর্য্যাবর্ত্ত। দ্বি-জাতীয়েরা এই দেশে বাস করলেন, আর শূদ্রেরা নিজ নিজ বৃত্তি দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে এখানে এবং অন্য দেশেও বাস করতে লাগলেন [১]। নিরুপদ্রব শান্তিতে বাস করে' আর্য্যদের সমাজ গঠিত হ'তে লাগল। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য—সকল বিষয়েরই উন্নতি হ'তে লাগল। গুণ-কর্ম্ম

---

(১) সরস্বতী দৃষদ্বত্যো দে'বনদ্যো র্যদন্তরম্
তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।
কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরম্।
এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্ বৃত্তি কর্ষিতঃ॥

মনু ২-১৭, ২৩, ২৪

বিভাগের দ্বারা বর্ণভেদ হ'ল। কৃষক তৃতীয় শ্রেণীতে অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণে স্থান পেলেন।

এইরূপে পরস্পর-সন্নিহিত কতকগুলি কৃষিক্ষেত্র এবং কৃষক নিয়ে গ্রাম হ'ল। তা'তে ক্রমে ক্রমে সূত্রধর, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, চর্ম্মকার প্রভৃতি শিল্পী ও কারুকার এসে বাস করলেন। পরে এই সকল লোকের যাজন এবং পৌরোহিত্যের জন্য ব্রাহ্মণও এলেন। ক্রমে গ্রাম্যসমিতি গঠিত হ'ল; সমিতির সদস্যেরা গ্রামবাসীদের প্রতিনিধি; তাঁরা আবার তাঁদের অধিপতি নির্ব্বাচন করে' নিতেন। গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণ, শাসন, বিচার প্রভৃতি সমস্ত কাজই এই সমিতিদ্বারা নির্ব্বাহিত হ'ত। এক একটি পল্লীসমাজ ছিল এক একটি ক্ষুদ্র প্রজা-সাধারণতন্ত্র রাজ্য। সকল কাজেই এঁরা স্বাবলম্বী; কোন কাজের জন্য বাইরের সাহায্য নেবার এঁদের আবশ্যক হ'ত না। পুরোহিত, শিল্পী কারুকার সকলেই পল্লীসমাজের সামাজিক, সেবক ও ভৃত্য। তাঁদের পারিশ্রমিক দেওয়া হ'ত ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য দিয়ে। অনেককে জমিও দেওয়া হ'ত। দেশে কত রাষ্ট্রবিপ্লব হয়েছে, কত রাজবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু পল্লীসমাজ যেমন ছিল—বৈদেশিক আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—তেমনি ছিল। এখনও বহু পল্লীগ্রামে, যেখানে নাগরিক-সভ্যতার প্রভাব পৌঁছয় নি, সামান্যরূপ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে এই প্রথাই প্রচলিত আছে। ইংরাজেরা এদেশে আসবার কিছু পরে এই সকল পল্লীসমাজকে যে ভাবে দেখতে পেয়েছিলেন তার একটি বিবরণ এই—

"The village communities are little republics having nearly everything they want within themselves, and almost independent of foreign relations. They seem to last when nothing else lasts. Dynasty

after dynasty tumbles down ; revolution succeeds revolution ; Hindu, Pathan, Mughal, Maratha, Sikh, English, all are masters in turn ; but the village communities remain the same. In times of trouble they arm and fortify themselves. An hostile army passes through the country ; the village communities collect their cattle within their walls, and let the enemy pass unprovoked. If plunder and devastation be directed against themselves, and the force employed be irresestible, they flee to friendly villages at a distance ; but when the storm has passed over, they return and resume their occupations. If a country remain for a series of years the scene of conti nued pillage and massacre so that the villages cannot be inhabited, the scattered villagers nevertheless return whenever the power of peaceable possession revives A generation may pass away but the succeeding generation will return. The sons will take the places of their fathers ; the same site for the village, the same positions for their houses, the same lands will be reoccupied by the decendants of those who were driven out when the village was depopulated : and it is not a trifling matter that will drive them out, for they will often maintain their post through times of disturbance and convulsion, and acquire strength sufficient to resist pillage and oppression with success. This union of the village communities, each one forming a little state in itself, has, I conceive, contributed more than any other cause to the

preservation of the people of India, through all the revolutions and changes which they have suffered, and is in a high degree conducive to their happiness and to the enjoyment of a great portion of freedom and independence. [২] ”

আর একটি ইংরেজ প্রদত্ত বৃত্তান্ত এইরূপ—

"I have several times spoken of them (village communities) as organised and self-acting. They in fact include a nearly complete establishment of occupations and trades for enabling them to continue their collective life without assistance from any person or body external to them. Besides the Headman or council exercising quasi-judicial, quasi-legislative, power, they contain a village-police....... They include several families of hereditary traders; the blacksmith, the harness-maker, the shoe-maker. The Brahman is also found for the performance of ceremonies, and even the dancing girl for attendance at festivities ....But the person practising any one of these hereditary employments is really a servant of the community as well as one of its component members. He is sometimes paid by an allowance in grain, more generally by the allotment to his family of a piece of cultivated land in hereditary possession. [৩]"

---

(২) Minute No 84 dated 7th November 1830

(৩) Village communities in the East and West by Sir Henry Sumner Maine, p. 125

এই সময়ে যখন গ্রামগুলি সুসংস্থাপিত হয়েছে, তখন কৃষকের কৃষ্ট ভূমির কর নির্দ্ধারিত হ'ল। কর হ'ল উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ বা অষ্টমাংশ। এর নাম রাজভাগ বা রাজস্ব। রাজ-নিয়োগ-প্রাপ্ত গ্রামপতি, দশ গ্রামাধিপতি, বিংশতি গ্রামাধিপতি, শত গ্রামাধিপতি, সহস্র গ্রামাধিপতি এই রাজস্ব আদায় করতেন এবং এর পারিশ্রমিকস্বরূপ গ্রামপতি অন্ন পান ইন্ধনাদি এবং অন্যে কিছু ভূমি পেতেন। তার নাম কুলভূমি [৪]। কৃষক প্রদত্ত করে তাঁদের কোন অংশ ছিল না। গ্রামপতি কোনরূপ অন্যায় কার্য্য না করেন তা দেখবার জন্য উপরিতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হতেন। অসাধুতা চিরকালই আছে, তখনও ছিল। যে সকল পাপবুদ্ধি রাজকর্ম্মচারী কার্য্যার্থিদের কাছ থেকে কৌশল করে' অর্থ গ্রহণ করত, রাজা তাদের সর্ব্বস্ব নিয়ে তাদেকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করে' দিতেন [৫]। কৃষকের গরু চরাবার জন্য গ্রামের চারিদিকে চার শ' হাত জমি এবং নগরের চারিদিকে এর তিনগুণ পরিমিত ভূমি রাখা হ'ত [৬]। তখন রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী উপস্বত্ব

---

(৪) গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতি মেব চ॥
যানি রাজপ্রদেয়ানি প্রত্যহং গ্রামবাসিভিঃ।
অন্নপানেন্ধনাদীনি গ্রামিকস্তান্যবাপ্নুয়াৎ॥
দশী কুলন্তু ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চ কুলানি চ।
গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিঃ পুরম্।
—মনু ৭।১১৫, ১১৮, ১১৯

(৫) যে কার্য্যিকেভ্যোঽর্থমেব গৃহ্ণীয়ুঃ পাপচেতসঃ
তেষাং সর্ব্বস্ব মাদায় রাজা কুর্য্যাৎ প্রবাসনম্॥—মনু ৭।১২৪

(৬) ধনুঃশতম্ পরীহারো গ্রামস্য স্যাৎ সমন্ততঃ।
শম্যাপাতা স্ত্রয়ো বাপি ত্রিগুণো নগরস্যতু॥—মনু ৮।২৩৭

ভোগী বা রাজস্বভাগী কেউ ছিল না। রাজস্ব যথারীতি যথা সময়ে আদায় হ'ত। বাকী খাজনার মোকদ্দমা বা সার্টিফিকেট জারি ছিল না। যে-যে বিষয় নিয়ে মোকদ্দমা হ'ত তা এই—ঋণ গ্রহণ, গচ্ছিত ধন, অস্বামিক বস্তু বিক্রয়, পাঁচজনে মিলে বাণিজ্য-কার্য্যানুষ্ঠান, দত্তবস্তুর পুনর্গ্রহণ, ভৃত্যকে বেতন না দেওয়া, প্রতিজ্ঞার উল্লঙ্ঘন, ক্রয়-বিক্রয় জন্য অনুতাপ, স্বামী ও পশুপালের বিবাদ, সীমা বিবাদ, গালাগালি, মারামারি, চৌর্য্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তি, পরস্ত্রীহরণ, স্ত্রীপুরুষের নিয়ম, পিতৃধনবিভাগ, পণপূর্ব্বক পাশক্রীড়া বা পক্ষী মেষ প্রভৃতি প্রাণীর যুদ্ধ। এই আঠার রকম বিবাদের বিষয় [৭]। এই তালিকায় বাকী খাজনার কথা দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে বাকী খাজনার মোকদ্দমা তখনকার কালে ছিল না। এর মধ্যে আবার কৃষকগণ, বণিকগণ, পশুপালকগণ, কুসীদিগণ এবং শিল্পজীবিগণ নিজ নিজ দলের মধ্যেও বিচারস্থান (পঞ্চায়ত) নির্দ্দিষ্ট করতে পারতেন [৮]।

---

(৭) তেষামাদ্য মৃণাদানং নিঃক্ষেপোঽস্বামিবিক্রয়ঃ।
সম্ভূয় চ সমুত্থানং দত্তস্যানপকর্ম্ম চ॥
বেতনস্যৈব চাদানম্ সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ
ক্রয়বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ॥
সীমাবিবাদধর্ম্মশ্চ পারুষ্যে দণ্ডবাচিকে।
স্তেয়ঞ্চ সাহসঞ্চৈব স্ত্রীসংগ্রহণ মেবচ॥
স্ত্রীপুংধর্ম্মো বিভাগশ্চ দ্যূতসহায় এবচ।
পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ॥
এষু স্থানেষু ভুয়িষ্ঠং বিবাদঞ্চরতাং নৃণাম্।
ধর্ম্মং শাশ্বত মাশ্রিত্য কুর্য্যাৎ কার্য্যে বিনির্ণয়ম্॥
—মনু ৮।৪, ৫, ৬, ৭, ৮

(৮) কর্ষকবণিকপশুপালকুসীদিকারবঃ স্বে স্বে বর্গে।
গৌতমীয় (গৃহ্যসূত্রম্,) ১১ অধ্যায়, ২১ সূত্র

বাকী খাজনার মোকদ্দমা যেমন ছিল না, বাকী খাজনার সুদও তেমনি ছিল না। কিন্তু ঋণের আদান প্রদান ছিল এবং সুদও ছিল। তবে তা রাজবিধিকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হ'ত। বশিষ্ঠের ব্যবস্থা এই যে, বৃদ্ধিজীবী উত্তমর্ণ বিনা বন্ধকে প্রতিমাসে শতকরা আশীভাগের একভাগ সুদ নেবেন, অথবা উত্তমর্ণ সাধুদের ব্যবহার স্মরণ করে' প্রতিমাসে শতকরা দু পণ সুদ নেবেন। উত্তমর্ণ অধমর্ণের নিকট মাসে মাসে সুদ না নিয়ে একবারে নিলে মূল ও সুদে দু'গুণের অধিক নিতে পারবেন না। চক্রবৃদ্ধি অর্থাৎ সুদের সুদ, কালবৃদ্ধি অর্থাৎ দ্বিগুণের অধিক সুদ, কারিকাবৃদ্ধি অর্থাৎ অতিশয় দোহন ও বাহনাদি দ্বারা বৃদ্ধি ও কারিকা বৃদ্ধি অর্থাৎ বিপৎসময়ে পীড়ন করে' বৃদ্ধি—এই চার প্রকার বৃদ্ধি অশাস্ত্রীয়, তা নেবে না। তখনকার মহাজনের সহিত অন্য অন্য লোকের মত কৃষকেরও এই সম্বন্ধ ছিল।

গৃহস্থাশ্রমের প্রধান ব্যক্তিই কৃষক। বিহার ও আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশে কৃষকের নামান্তর গৃহস্থ। বণিক, শিল্পী, চাকরী-উপজীবীকে গৃহস্থ বলে না। গুরুপুরোহিত হ'তে আরম্ভ করে' পথের ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলেই এই গৃহস্থের বা কৃষকের দ্বারে অন্নের জন্য উপস্থিত হ'য়ে থাকে। কৃষকও যথাসাধ্য অন্নদান করে' সকলকে পরিতুষ্ট করতে চেষ্টা করে। পারস্পরিক সাহায্য হিসাবেও কৃষককে গ্রামের ধোবা, নাপিত, মালী, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, চর্ম্মকার সকলকেই প্রতিপালন করতে হয়। সহরে এই সকল লোকের পরিশ্রমের মূল্য নগদ পয়সায় দেওয়া হয়। গ্রামে কৃষক নগদ পয়সার পরিবর্ত্তে ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যের অংশ দিয়ে থাকে। পৌষ মাসে শস্য গৃহাগত হ'লে কর্ম্মকার আসেন লাঙ্গল গড়ে' দেবার পারিশ্রমিক নিতে; প্রত্যেক লাঙ্গলের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শস্যই পারিশ্রমিক। ধোবা কৃষক-পরিবারের প্রত্যেকের কাপড় ধোবার জন্য একটা

নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শস্য পেয়ে থাকেন। তাঁর প্রাপ্য নিতে তিনিও এই সময় উপস্থিত হ'ন। নাপিত প্রত্যেকের ক্ষৌরকার্য্য করবার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শস্য পেয়ে থাকেন। তাঁকেও এই সময় তাঁর প্রাপ্য দিতে হয়। মালী বিবাহাদি উৎসবে ফুল যোগান, তাঁরও একটা প্রাপ্য আছে এবং তা এই সময় দিতে হয়। এইরূপ সকলকেই তাঁদের প্রাপ্য দিতে হয়। এই আদান প্রদান উভয়পক্ষেই পুরুষানুক্রমে চলে' আসছে। এই সমস্ত নিয়ে পল্লীসমাজ। পল্লীসমাজ বুঝতে হ'লে এই সমস্ত ভাল করে' বুঝতে হবে। অন্য সকল আশ্রমীরা কেমন করে' কৃষকের উপর নির্ভর করে তা এই চিরাগত আচার থেকে বুঝতে পারা যায়। সেই জন্য আশ্রমীদের মধ্যে সংহিতাকারগণ গৃহস্থাশ্রমীকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন [৯]। কারণ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি এই আশ্রমীদিগকে ভিক্ষা দানাদি দ্বারা গৃহস্থই পোষণ করেন।

কৃষক যে পল্লীসমাজের মেরুদণ্ড, তা পৌরাণিক যুগের ও তা'র পরবর্ত্তী যুগের হিন্দু রাজারা সকলেই বুঝতেন এবং তা বোঝবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে রাজাদের প্রতি নানা অনুশাসন, উপদেশ ও আদেশ আছে। ক্রমে প্রজা ক্ষমতাশালী হ'য়ে উঠলে প্রজার দাসত্বই রাজার গৌরব হয়েছিল, প্রজাপ্রদত্ত করগ্রাহী বলে' কোন সম্মান ছিল না। রাজাকে বলা হ'ত—

"গণদাসস্য তে গর্ব্বঃ
ষড়্ ভাগেন ভৃত্যস্য কঃ।"

---

(৯) সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তি হি॥—মনু ৬।৮৯

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলমানের আগমন—ভূমিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা—ভূমিকর—আবওয়াব ।

হিন্দু আমলে কৃষককে কেন্দ্র করে' পল্লীসমাজ এইরূপে গড়ে' উঠেছিল ; পৌরাণিক যুগে এবং তা'র পরেও ভারতবর্ষে বহু রাষ্ট্র ছিল। অনেক রাজাই সমগ্র ভারতবর্ষকে একছত্র করতে চেষ্টা করেছিলেন। তা'র ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে অনেক সময় রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটত। বিজেতা রাজা বিজিত রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করিয়ে, কখনও বা কিছু কর নিয়ে তাঁর রাজ্যে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত রাখতেন। বিজিতের রাজ্য অধিকার করে' নিতেন না। সুতরাং কৃষকের তা'তে সামান্য সাময়িক অশান্তি ভিন্ন কোন সবিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হ'ত না। কৃষক রাজভাগ দিয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা পিতামহ থেকে প্রাপ্ত ভূমি নির্ব্বিঘ্নে স্বাধীনভাবে ভোগ করত।

কিন্তু চিরকাল এ অবস্থা থাকল না, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পৎ ও কৃষি-বাণিজ্য-সমৃদ্ধি বিদেশীর লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ভারতবর্ষের সীমান্তে যে সকল মুসলমান দলপতি ছিলেন তাঁরা ভারত বিজয় করতে এলেন। এবং একে একে ক্ষুদ্র রাজাদের সহিত যুদ্ধ করতে লাগলেন। তখনকার যুদ্ধ বিগ্রহ রাজায় রাজায় হ'ত। প্রজার তা'তে বড় একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকত না। যুধ্যমান রাজারা জানতেন

প্রজাই তাঁদের সর্ব্বস্ব। সুতরাং প্রজার উপর প্রত্যক্ষ ভাবে কোন অত্যাচার করতেন না। কিন্তু মুসলমান রাজারা অন্য দিগ্বিজয়ী রাজাদের মত এখানে আসেন নি, দিগ্বিজয় করে' তাঁরা স্বদেশে ফিরে যান নি। হিন্দু রাজারা যেমন ক্ষুদ্রতর বিজিত রাজাকে বশ্যতামাত্র স্বীকার করিয়ে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখতেন, মুসলমান বিজেতারা তা করলেন না। তাঁরা দেশ জয় করে' এই দেশেই বাস করে' রাজত্ব করতে লাগলেন। কাজেই তাঁদের রাজোচিত ব্যয় এবং তাঁদের সৈন্য সামন্তের ব্যয় বিজিত হিন্দু রাজাকেই দিতে হ'ল। বিজিত রাজা অবশ্য প্রজার নিকট প্রাপ্য তাঁর নিজের অংশ থেকে এই নূতন ব্যয়টা দিলেন না। কৃষককেই প্রধানতঃ এই ব্যয়ভার বহন করতে হ'ল। ভূমিকরের বৃদ্ধি প্রথম এইরূপেই আরম্ভ হয়। তারপর রাজার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা অনুসারেই করের বৃদ্ধি হ'তে লাগল। এতে কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী ছিল বলে' বোধ হয় না।

মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে বিজিত দেশের লোককে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হ'ত। প্রথম, 'শিল্লী' অর্থাৎ শান্ত শিষ্ট। দ্বিতীয়, 'জিম্মী' অর্থাৎ বশীভূত কিন্তু 'অবিশ্বাসী' (অমুসলমান)। তৃতীয়, 'হার্বী' অর্থাৎ মুসলমানবিদ্বেষী। দেশ জয়ের পর যদি দেশবাসীকে দেশে বাস করতেই দেওয়া হ'ত, তা হ'লে তার মাথার উপর 'জিজিয়া' ও জমির উপর 'খিরাজ' বসান হ'ত। এই কর দিলে জমি প্রজারই থাকত। এই করের মাত্রা সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। আলাউদ্দীন খিলজী একদিন তাঁর সভা-কাজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাজী সাহেব, হিন্দুদের কাছ থেকে কিরূপ বশ্যতা ও কিরূপ কর আদায় করা যেতে পারে?" শাস্ত্রজ্ঞ কাজী সাহেব উত্তর করলেন "ইমান হানিফ বলেন 'জিজিয়া' স্থাপন করা হয় মৃত্যুদণ্ডের বিকল্পে। সুতরাং যত সহ্য করতে পারে,

'অবিশ্বাসীদের' উপর কর তত গুরুভারই হওয়া উচিত। এমনও আদেশ আছে সে 'খিরাজ'-ও 'জিজিয়া' আদায়ের জন্য 'অবিশ্বাসী'র শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ দণ্ডটা যেন মৃত্যু-দণ্ডের কাছাকাছি হয় [১]।"

'খিরাজ' শব্দের অর্থ শস্য উৎপাদন করবার ব্যয় বাদে যা থাকে তাই—খরচ-খরচা বাদে কৃষির নেটলাভ। পরে দেখা যাবে ম্যলথাস (Malthus)-ও খাজনার এই অর্থ করেছেন। 'খিরাজ' অনেক প্রকারের ছিল। তা'র মধ্যে এক প্রকারের নাম 'খিরাজ মুক্সিমা' অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যের অংশ, রাজ-প্রাপ্য এক-পঞ্চমাংশ। এটি হিন্দু রাজার প্রাপ্য এক-ষষ্ঠাংশের অতি নিকটবর্ত্তী। শস্য সংগ্রহ করে' তা'কে প্রচলিত মুদ্রার সঙ্গে বিনিময় করা হ'ত। তখন এর নাম হ'ত 'খিরাজ-মু-ওয়াজিফা' অথবা সংক্ষেপে 'ওয়াজিফা'। আলা-উদ্দিনের সভাকাজীর পরামর্শ অনুসারে যদিও সমস্ত উৎপন্ন শস্যই 'খিরাজ' বলে' নেওয়া যেতে পারত, তবুও আলাউদ্দীন অর্দ্ধেক নিয়েই সন্তুষ্ট হতেন। ব্রিগ (Brigg) বলেন উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক ছিল আলাউদ্দীনের সময়ের 'খিরাজ' [২]। কিন্তু আকবরের সময়েই ভূমি-করনির্দ্ধারণ প্রণালীবদ্ধ হয় এবং কর আদায়ের সুব্যবস্থা হয়। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে জরিপের দ্বারা বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। গুণানুসারে জমির শ্রেণী-বিভাগ হয়—(১) 'পলেজ', অর্থাৎ যে জমিতে ক্রমাগত চাষ চলতে পারে, কখনও পতিত রাখতে হয় না। (২) 'ফিরাওটি' অর্থাৎ শস্যপর্য্যায়ের জন্য যে জমি মধ্যে মধ্যে পতিত রাখতে হয়। (৩) 'চিচর' অর্থাৎ বন্যাপ্লাবিত হওয়ায় বা অন্য কোন কারণে যে জমিকে তিন চার বৎসর

---

(১) Beames Elliot's Glossary Vol II, Sub Vol "Jazia."
(২) Brigg's Ferishta, Vol I, p 347.

পতিত রাখতে হয়। (৪) 'বনজর' অর্থাৎ যে পতিত জমিতে পাঁচ বৎসরের অধিককাল চাষ হয় নি। প্রথম তিন শ্রেণী আবার উত্তম মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকারে বিভক্ত হ'ত। এই সকল জমিতে যে শস্য উৎপন্ন হ'ত, রাজা তা'র এক তৃতীয়াংশ পেতেন। 'বনজর' বা পতিত জমির খাজনা প্রথম বৎসর উৎপন্ন শস্যের এক সের বা দু' সের, এইরূপে বেড়ে বেড়ে শেষে পূর্ণ মাত্রায় দাঁড়াত। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জমিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শস্য কি পরিমাণ উৎপন্ন হ'ত এবং তা'র দাম কত, তা'রও ১৯ বছরের হিসাব করে' একটা গড়পড়তা ঠিক করা হয়েছিল। প্রজা ইচ্ছানুসারে শস্যের অংশ বা তা'র বিনিময়ে তখনকার প্রচলিত মূল্য খাজনাস্বরূপ দিতে পারত। কিন্তু এর পরে দশ বৎসরের জন্য নগদ টাকায় জমির খাজনা নির্দ্ধারিত করা হয়েছিল। আকবরের রাজত্বের ১৫ থেকে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত যে রাজস্ব প্রকৃতপক্ষে আদায় হয়, সেই মোট আদায়ের এক-দশমাংশই পরবর্ত্তী দশ বৎসরের করের হারস্বরূপ গৃহীত হয়েছিল। আইন-ই-আকবরীতে এর বিশেষ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। এই বিবরণ থেকে দুটি বিষয় বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। প্রথমতঃ, ভূমির অধিকারী ছিল কৃষক; দ্বিতীয়তঃ, রাজা ও কৃষকের মধ্যবর্ত্তী উপস্বত্বভোগী আর কেউ ছিল না।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে হিন্দু রাজাদের সময়ে রাজস্ব আদায় করবার জন্য রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হ'ত। স্থানভেদে এই কর্ম্মচারীকে গ্রামপতি, প্রধান, দেশমুখ্য প্রভৃতি নাম দেওয়া হ'ত। কোন কোন স্থানে তাদেকে চৌধুরীও বলা হ'ত। পাঠানদের রাজত্বকালেও এদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয় নি। পাঠানরাজত্বের শেষভাগে বাঙলাদেশে বারোজন 'ভুঞা' ছিলেন। ইঁহাদিগকে 'বারভুঞা' বলত।

'ভুঞা' শব্দটা বোধ হয় 'ভৌমিক' শব্দের অপভ্রংশ। এই ভৌমিকেরা সাধারণতঃ অৰ্দ্ধ স্বাধীন রাজার মত থাকতেন। সুযোগ পেলে পূর্ণ স্বাধীনতাও গ্রহণ করতেন। এঁদের সৈন্য ছিল, দুর্গ ছিল, নদীবহুল স্থানে বা সমুদ্রতীরে রণতরীও ছিল। শান্তিরক্ষা এবং বিচারকার্য্যও এঁরা করতেন। এই ভৌমিকেরা রাজস্ব আদায়ের জন্য তালুকদার নিযুক্ত করেন। এইরূপে মোগলরাজত্বের শেষভাগে বাঙলা দেশে রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারীর সৃষ্টি হয়। মুসলমান সম্রাটগণ এক ভূম্যধিকারীর পরে অন্য ভূম্যধিকারীকে সনন্দ দেবার অধিকার আপনার হাতে রাখলেও কার্য্যতঃ উত্তরাধিকারসূত্রেই ভূম্যধিকারত্ব প্রাপ্তি ঘটত। আকবরের বঙ্গবিজয়ের কিছুকাল পরে ভৌমিকদের প্রভাব তিরোহিত হয়। কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট তালুকদারগণের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

রাজা প্রজার মধ্যবর্ত্তী এই তালুকদারের সৃষ্টি থেকে প্রজা যে প্রাচীনকালে রাজাকে ষড়ভাগ দিত তা'রও বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠল। প্রজাদত্ত রাজস্ব সমস্তই রাজাকে দিলে মধ্যবর্ত্তী তালুকদারের কিছু লাভ হয় না। সুতরাং তালুকদার তাঁর দায়িত্বের জন্য, তাঁর পারিশ্রমিক প্রভৃতির জন্য কিছু অতিরিক্ত কর আদায় করতেন। এই সময়ে আসল খাজনা কত ছিল এবং তালুকদারের অতিরিক্তই বা কত ছিল তা জানা যায় না। কিন্তু মুরশিদ কুলি খাঁ এর একটা প্রণালী নিবদ্ধ করে' দেন। তাঁর সময়ে সমস্ত বাঙলা দেশটা পরগণায় বিভক্ত করা হয়। এবং জমির গুণাগুণ অনুসারে খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট করে' দেওয়া হয়। এই হার অনুসারে মুসলমান রাজ সরকার থেকে খাজনা আদায় করা হ'ত। আর রাজ সরকারের ব্যয় প্রধানতঃ এই রাজস্ব থেকেই নির্ব্বাহিত হ'ত। কিন্তু মুসলমান

রাজত্বের অধঃপতন ও ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুত্থানের সময় এই ব্যয় অত্যন্ত বেড়ে যায়। নানা কারণে তখনকার নবাবগণ কোম্পানীকে সন্তুষ্ট রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কোম্পানীর এই বহুমূল্য সন্তুষ্টি লাভ করতে অনেক অর্থের আবশ্যক হ'ত। বলা বাহুল্য, প্রজার কাছ থেকেই এই অর্থ শোষণ করা হ'ত। মুরশিদ কুলি খাঁ এর কিছু পূর্ব্বেই তাঁর নিজের নির্দ্ধারিত নিরিখের উপর নিজেই এক অতিরিক্ত কর স্থাপন করেন। এই অতিরিক্ত করের নাম 'আবওয়াব খাসনবিসী'। 'আবওয়াব' অর্থে অতিরিক্ত কর। নিজ সরকারের খালসা সেরেস্তার কর্ম্মচারীদের পার্ব্বণী দেবার জন্য এর সৃষ্টি হয়। এক বারের আদেশ দ্বিতীয় বারের নজীর হ'য়ে থাকে। সুজা খাঁ নবাবী ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আর চার প্রকার 'আবওয়াব' আদায় করবার আদেশ দিলেন। সে গুলি এই—

(১) 'নজর-আনা মোকররী' অর্থাৎ স্থায়ী নজর-আনা।

(২) 'জার মাথট'।

(৩) 'মাথট ফিলখানা' অর্থাৎ হাতীশালার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কর।

(৪) 'আবওয়াব ফৌজদারী'।

'জার মাথটে'র মানেটা একটু কৌতূহলজনক। 'জার' মানে টাকা আর 'মাথট' কথাটা আরবী 'মৎ হেট' কথার অপভ্রংশ। এর অর্থ এই যে, শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়ে অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গিয়ে শস্য নষ্ট করবে না, এই অনুগ্রহের জন্য ক্ষেতের মালিককে কিছু দিতে হ'ত। পশ্চিম অঞ্চলে কোন কোন স্থানে একে 'নজর সওয়ারী' বলত, কোন কোন স্থানে 'নাল বন্দীও' বলত। ব্যুৎপত্তিগত মানে এই হ'লেও যার ক্ষেতের উপর দিয়ে অশ্বারোহী সৈন্য যেত না তা'র কাছ থেকেও এটা আদায় করা হ'ত। ক্রমে সকলের কাছ

থেকেই আদায় হ'ত। পুণ্যাহের দিন জমিদার যে তাঁর জমিদারীতে প্রতিষ্ঠিত থাকলেন, তা'র চিহ্নস্বরূপ তাঁকে একটা 'খেলাত' দেবার প্রথা ছিল। সেই 'খেলাতে'র মূল্যটা এই থেকেই দেওয়া হ'ত। আর মুরশিদাবাদে কেল্লার সম্মুখে গঙ্গার উপর পোস্তাবন্দী করবার ব্যয়টাও এই থেকে দেওয়া হ'ত। অন্য তিনটি 'আবওয়াবে'র ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

সুজা খাঁর পরে আলিবর্দ্দী খাঁ 'চৌথ মারাঠা', 'আহুক' ও 'নজর-আনা মনসুরগঞ্জ' নামে আরও তিনটি 'আবওয়াবে'র সৃষ্টি করেন। আলিবর্দ্দীর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাঙলার মসনদে আরোহণ করবার পূর্ব্বে কিছু দিনের জন্য বিহারের শাসনকর্ত্তা হয়েছিলেন। সেই সময় আলিবর্দ্দী তাঁর স্থল-বিহারের জন্য একটি প্রমোদভবন এবং জল-বিহারের জন্য একটি হ্রদ, এবং একটি বাজার তৈরী করে' দেন। প্রমোদভবনের নাম মনসুরগদী, হ্রদের নাম হীরাঝিল এবং বাজারের নাম মনসুরগঞ্জ। এই সকলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য একটা 'আবওয়াবে'র আবশ্যক হয়। তারই নাম 'নজর-আনা মনসুরগঞ্জ'। এর পরিমাণ ৫,০১,৫৯৭৲ টাকা। দ্বিতীয়টির দ্বারা মুরশিদাবাদের কেল্লা ও রাজবাড়ীর চূণ আনার খরচ দেওয়া হ'ত। এই চূণ শ্রীহট্ট থেকে আনা হ'ত। এর পরিমাণ ১,৮৪,১৪০৲ টাকা। তৃতীয়টি বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণের জন্য। হাঙ্গামাহুজ্জুত করবার কষ্ট স্বীকার না করে' কিঞ্চিৎ নিয়ে বাঙলাদেশে বর্গীরা আর না আসেন সেইজন্য এটা উপহার স্বরূপ তাঁদের দেওয়া হ'ত। এই কিঞ্চিতের মূল্য ১৫,৩১,৮১৭৲ টাকা। তারপর মীরকাসেম আরও চারটি 'আবওয়াব' স্থাপন করেন—

(১) 'কেয়াফৎ হস্তবুদ'।

(২) 'কেয়াফৎ ফৌজদারান'।

(৩) 'তৌজির জাগিরদারান্'।

(৪) 'সেরফ সিক্কা'।

এ ছাড়া, বাণিজ্য-শুল্কাদিও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। মোট বৃদ্ধির পরিমাণ ১,১০,৩৬,০৫৮৲ টাকা। বাঙলার বসুমতী সর্ব্বংসহা, বাঙলার প্রজা এই বিবৃদ্ধ করভারটি সহ্য করে' নিলে।

এই বৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই—১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে বাঙলার সুবাদার সুজা খাঁ ১ কোটি ৭ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা বাড়িয়ে দেন। এর পরে মুরশিদকুলি খাঁর সময়ে একবার বৃদ্ধি হয়। মুরশিদকুলি খাঁ দেখলেন মধ্যবর্ত্তী লোকের দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ না করিয়ে রাজকর্ম্মচারী দ্বারা করালে সরকারের বেশী লাভ হ'তে পারে। সেইজন্য তিনি মধ্যবর্ত্তী জমিদার সরিয়ে দিয়ে সরকারী কর্ম্মচারী দ্বারাই রাজস্ব আদায় করবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। কিন্তু সে বন্দোবস্ত স্থায়ী হয় নি। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দীন আবার রাজস্ব বৃদ্ধি করলেন। রাজস্বের পরিমাণ হ'ল ১ কোটি ৪২ লক্ষের উপর। মীরকাসেমের সময় হয় শেষ বৃদ্ধি। তখন বর্দ্ধিত রাজস্বের পরিমাণ হয় ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সুজা খাঁর সময়ে যে রাজস্ব ছিল তা'র দ্বিগুণ! নবাব-সরকার এই বৃদ্ধি জমিদারের কাছ থেকে আদায় করতেন। জমিদার যে এটা আবার প্রজার কাছ থেকে আরও কিছু লাভের সহিত আদায় করে' নিতেন তা সহজেই অনুমান করে' নেওয়া যেতে পারে। এর উপরে ছিল 'সিবাই' অর্থাৎ অতিরিক্ত। নবাব-সরকারের স্থায়ী কর্ম্মচারীরা এটা জমিদারের কাছ থেকে আদায় করতেন এবং প্রজার কাছ থেকে আদায় করে' নিতে জমিদারকে ক্ষমতা দিতেন। এই প্রকার 'আবওয়াব' বা অতিরিক্ত কর যখন সংখ্যায় ও প্রকারে অনেক হ'য়ে উঠত তখন সেগুলিকে আসল জমার সঙ্গে যোগ করে' দেওয়া হ'ত এবং এই যোগফল হ'ত 'মাল'। এই 'মাল' মাত্র আদায় করেই জমিদার ক্ষান্ত হতেন না। নবাব-সরকারের অনুকরণে তাঁরা নিজের জন্যও অনেক 'আবওয়াব' আদায় করতেন। সরকারী

'আবওয়াব' থেকে পৃথক জমিদারের নিজ 'আবওয়াবে'র একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা এইরূপ—

(১) 'মাঙ্গন'—জমিদারের ঋণ পরিশোধের জন্য।

(২) 'নাজাই'—কোন প্রজা পলাতক হ'লে তা'র কাছে প্রাপ্য খাজনা অন্য অন্য প্রজার উপর হারাহারি করে' আদায় করা হ'ত। কারণ, জমিদার সকলের খাজনার ঠিকা নিয়েছেন, কারও খাজনা আদায় না হ'লে জমিদারকেই তা দিতে হ'ত।

(৩) 'পার্ব্বণী'—পর্ব্বোপলক্ষে জমিদারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য।

(৪) 'পুলবন্দী'—জমিদারীর মধ্যে জমিদারের ভ্রমণের সুবিধার জন্য পুল বাঁধা ব্যয়।

প্রজা যখন এই সকল 'আবওয়াবে'র গুরুভারে প্রপীড়িত এবং নবাব, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে অপরিশোধ্য ঋণজালে জড়িত, তখন কোম্পানী বাঙলা-বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়ানী পেলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাঙলা-বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়ানী-লাভ—কোম্পানির পুণ্যাহ—ছেয়াত্তুরে মন্বন্তর—ভূমিসংক্রান্ত নানাবিধ ব্যবস্থার পরীক্ষা।

তখন দিল্লীতে শাহ্ আলম সম্রাট। মুরশিদাবাদে বাঙলা-বিহার-ওড়িষ্যার সুবাদার নজমুদ্দৌলা। কা'র কি ক্ষমতা, কা'র কি অধিকার কোম্পানী তা বেশ জানতেন এবং বুঝতেন। সেইজন্য প্রথমে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নজমুদ্দৌলাকে হস্তগত করে' কোম্পানীর কর্ম্মচারী দিল্লীতে সম্রাটের কাছে গেলেন। সম্রাট তখন বিপৎ-সাগরে নিমজ্জমান, আত্মরক্ষার জন্য তৃণগাছটির আশ্রয় নিতেও প্রস্তুত। কাজেই কোম্পানীর কর্ম্মচারীর সঙ্গে আর বেশী কথাবার্ত্তার আবশ্যক হ'ল না। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই সকল কথাবার্ত্তা স্থির হ'য়ে গেল যে, একজন মুসলমান লেখক বলেন, সেই সময়ের মধ্যে একটা গাধা-বিক্রীর কথাও শেষ হয় না। কোম্পানী বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা সম্রাটকে এবং ৫৩,৮৬,১৩১॥৴০ (তিপ্পান্ন লক্ষ ছিয়াশী হাজার একশ' একত্রিশ টাকা ন' আনা) নজমুদ্দৌলাকে দেবার অঙ্গীকার করে' সম্রাটের কাছ থেকে বাঙলা, বিহার ও ওড়িষ্যার দেওয়ানী ফরমান নিলেন। নজমুদ্দৌলা পূর্ব্বেই সম্মত হয়েছিলেন, এখনও এই বন্দোবস্তে রাজী হ'য়ে একখানা নিয়োগ-পত্র লিখে দিলেন। বাঙলা-বিহার-ওড়িষ্যার রাজস্বে কোম্পানীর অধিকার এই দলিলের উপর স্থাপিত। দিল্লীর সম্রাট যে ফরমান দেন তা এই—

"At this happy time our Royal Firmand, indispensably requiring obedience, is issued that whereas in consideration of the attachment and services of the high and mighty, the noblest of the exalted nobles, the chief of illustrious warriors, our faithful servants and sincere well-wishers worthy of our Royal favors, the English Company, we have granted them the Dewany of the Provinces of Bengal, Bihar and Orissa from the beginning of the Fassel rubby of the Bengal year 1172 as a free gift and altangan without the association of any other person and with an exemption from the payment of the customs of the Dewany which used to be paid by the Court. It is requisite that the said Company engage to be security for the sum of Twenty-six lakhs of Rupees a year for our Royal revenue which sum has been appointed from the Nabab Nudjumud Dowla Bahadur and regularly remit the same to the Royal Circar and in this case as the said Company are obliged to keep up a large army for the protection of the provinces of Bengal, Bihar and Orissa we have granted to them whatsoever may remain out of the said Provinces, after remitting the sum of Twenty-six lakhs of Rupees to the Royal Circar and providing for the expenses of the Nizamat. It is requisite that our decendants, the Viziers, the bestowers of dignity the Omrahs high in rank, the great officers, the Muttasaddes of the Dewany, the managers of the business of Sultanat, the Jaghirdars and

Crories, as well the future as the present, using their constant endeavors for the establishment of this our Royal command, leave the said office in possession of the said Company from generation to generation for ever and ever. Looking upon them to be assured from dismission or removal they must on no account whatsoever give them any interruption and they must regard them as excused and exempted from the payment of all the customs of the Dewany and Royal demands, Knowing our orders on the subject to be most strict and positive, let them not deviate thereof.

Written the 24th Suphar of the 9th year of the Jaloo:, the 12th August 1765.

সংক্ষেপে এর তাৎপর্য্য এই যে মহান্ বলশালী, মহোচ্চ মহাত্মাদের মধ্যে মহাত্মতম প্রভৃতি "সর্ব্বোপমাদ্রব্য সমুচ্চয়েন" নির্ম্মিত ইংরেজ কোম্পানীকে বিশ্বস্ত ভৃত্য এবং অকপট মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলে' দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম বাঙলা-বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়ানী দান করলেন। সর্ত্ত এই যে, ঐ প্রদেশের তখনকার শাসনকর্ত্তা নবাব নজমুদ্দৌলা বাহাদুর সম্রাটকে যে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দেবেন বলে' স্বীকার করেছিলেন, কোম্পানীকে তা'র জামিন হ'তে হবে, আর নবাব বাহাদুরের নিজামতের ব্যয় নির্ব্বাহ করতে যা লাগে তা নবাব বাহাদুরকে দিতে হ'বে, আর এইসব বাদে ঐ প্রদেশের রাজস্বের যা বাকী থাকে তা কোম্পানী নিজে নেবেন। এই দেওয়ানী কোম্পানীর দখলে পুরুষানুক্রমে চির-চিরকাল (For ever and ever) াকবে।

সম্রাটের আদেশে নবাব নজমুদ্দৌলা কোম্পানীকে যে নিয়োগ-পত্র দিয়েছিলেন তা এই—

"The king having been graciously pleased to grant to the English Company the Dewany of Bengal, Bihar and Orissa with the revenues there of, as a free gift for ever, on certain conditions whereof one is that there shall be a sufficient allowance out of the said revenues for supporting the expenses of the Nizamat. Be it known to all whom it may concern, that I do agree to accept of the annual sum of sicca rupees 53,86,131-9-0 as an adequate allowance for the support of the Nizamat, which is to be paid regularly as follows viz. the sum of rupees 17,78,854-1-0 for all my house-hold expenses servants etc, and the remaining sum of Rupees 36,07,227-8-0 for the maintenance of such horses, sepoys, peons, barkundazes etc. as may be thought necessary for my sawarry the support of my dignity only, should such an expense here after be found necessary to be kept up, but on no account ever to exceed that amount: and having a perfect reliance on Mina-ud-Dowla I desire he may have the disbursing of the above sum of Rupees 36,07,227-8-0 for the purpose before-mentioned this agreement (by the blessing of God) I hope will be inviolably observed, as long as the English Company's factories continue in Bengal."

Fort William
The 30th September 1765.

এর মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে নবাবের এই অঙ্গীকার ততদিন পর্য্যন্ত বাহাল থাকবে যতদিন বাঙলা দেশে কোম্পানীর কুঠি থাকবে। কিন্তু তা হ'লেও নবাব নজমুদ্দৌলার মৃত্যুর পর যখন সৈফ উদ্দৌলা সুবাদার হলেন, কোম্পানী তাঁর কাছেও একটা অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়ে নিলেন। তা'তেও এই কথা লেখা হ'ল যে, নবাবের স্বার্থ, পদমর্য্যাদা, মানসম্ভ্রম এবং দেশের হিতের জন্য দেশরক্ষার ভার কোম্পানীকে দেওয়া হ'ল। প্রভেদ এই রইল যে, নজমুদ্দৌলার বৃত্তি ছিল ৫৩,৮৬,১৩১৷৷৴০, সৈফ উদ্দৌলার বৃত্তি হ'ল ৪১,৮৬,১৩১৷৷৴০ অর্থাৎ ১২ লক্ষ টাকা কমে গেল। এ অঙ্গীকার সম্বন্ধেও কথা থাকল যে বাঙলা দেশে কোম্পানীর কুঠী যতদিন থাকবে এই অঙ্গীকারও ততদিন অলঙ্ঘনীয় থাকবে। কিন্তু সৈফ উদ্দৌলার মৃত্যুর পর মোবারক উদ্দৌলা যখন সুবাদার হলেন কোম্পানী আবার নূতন অঙ্গীকার-পত্র চাইলেন, মোবারক উদ্দৌলাও দিলেন। অন্য অন্য সর্ত্তগুলি পূর্ব্ববৎ রইল, কেবল তাঁর নিজের বার্ষিক বৃত্তি আরও দশ লক্ষ টাকা কমে গিয়ে ৩১,৮৬,১৩১৷৷৴০ হ'ল। একথাও অবশ্য থাকল যে এই অঙ্গীকার চিরকালের জন্য অলঙ্ঘনীয় হ'য়ে থাকবে। এই সকল অঙ্গীকারের সঙ্গে কোম্পানীও প্রতিবারে অঙ্গীকার করেছিলেন যে—

"We, the Governor and Council do engage to secure to the Nabab the Soubadarry of the Provinces of Bengal, Bihar and Orissa and to support him therein with the Company's forces against all his enemies.

তারপর সম্রাট যাঁদেকে বিশ্বস্ত ভৃত্য বলে' তাঁর ফরমানে বর্ণনা করেছিলেন তাঁরা কেমন করে' ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে ভৃত্যের স্থান থেকে প্রভুর স্থানে উন্নীত হলেন এবং যাঁরা সম্রাট ও সুবাদার ছিলেন তাঁদের পরবংশীয়েরা কেমন করে' প্রভুর স্থান থেকে ভৃত্যের স্থানে অবনীত হলেন, ইতিহাসের সেই শোচনীয় বিবরণগুলির পুনরুল্লেখ করবার লোভ সংবরণ

করে' উভয় পক্ষের এই স্বীকৃতিকে ভিত্তি করে' লর্ড কর্ণওয়ালিস্ যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন তা'রই কথা এখন বলব। এই বন্দোবস্তের চিরস্থায়ীত্ব সম্বন্ধে প্রধান দ্রষ্টব্য এই যে সম্রাট শাহ্ আলম অঙ্গীকার করেছিলেন যে তাঁর ফরমানটা হবে পুরুষপরম্পরাগত এবং চিরস্থায়ী (from generation to generation and for ever and ever)। নবাব নজমুদ্দৌলা ও সৈফ উদ্দৌলা বলেছিলেন তাঁদের অঙ্গীকার চলবে যতদিন বাঙলা দেশে কোম্পানীর কুঠী থাকবে এবং মোবারক উদ্দৌলা বলেছিলেন তাঁর অঙ্গীকার অলঙ্ঘনীয় থাকবে চিরকাল। কোম্পানী যে কবুলিয়ৎ দিয়েছিলেন তা'তে সময়ের কোন উল্লেখ ছিল না। লর্ড কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্ত "they (Zemindars) and their heirs and lawful successors will be allowed to hold their estates at such assessments for ever." এর মধ্যে দুটি কথা আছে heirs and lawful successors যা শাহ আলমের ফরমানে নেই, নবাবদের অঙ্গীকার-পত্রেও নেই। এরা বোধ হয় মনে করেছিলেন যে কোম্পানী নির্ব্বংশ হবে সুতরাং heirs হবেই না। আর ইংলণ্ডের অধীশ্বর যে কোম্পানীর lawful successor হবেন একথা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। যাক্, এ চুক্তির এক পক্ষ মুসলমান সম্রাট ও নবাব, অপর পক্ষ ইংরেজ কোম্পানী। দেশের প্রজা এর কোন পক্ষ নয়। সে কথা বিশেষ করে' পরে বিবৃত হবে।

আর একটি বিষয় সবিশেষ বিবেচনা করবার আছে—এই সময়ে বাঙলাদেশের রাজস্ব ছিল প্রায় তিন কোটী টাকা। এর মধ্যে কোম্পানী অঙ্গীকার করলেন, দিল্লীর সম্রাটকে দিতে ২৬ লক্ষ টাকা এবং মুরশিদাবাদের নবাবকে দিতে কিছু কম ৫৪ লক্ষ টাকা, মোট কিছু কম ৮০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ কোম্পানির লাভ থাকল দু' কোটী টাকার উপর। এর মধ্যে

অবশ্য কোম্পানীর কিছু ব্যয়ও ছিল। তা হ'লেও দু' কোটী টাকা যে নেট লাভ ছিল এ কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। আরও একটা কথা এই যে তারপরে যে রাজস্ব-বৃদ্ধিটা নিশ্চিত ছিল তা'র সম্বন্ধে কোন কথাই হয় নি। এর উপরেও নবাবের বৃত্তিটা প্রথমে ১২ লক্ষ, তারপরে ১০ লক্ষ ক্রমে আরও যত কম হ'তে লাগল সে সবও অবশ্য কোম্পানীর লাভের অঙ্কে জমা হ'তে লাগল। এই লাভের বিনিময়ে, কোম্পানী অঙ্গীকার করেছিলেন যে স-কৌন্সিল গবর্ণর নবাবকে বাঙলা-বিহার-ওড়িষ্যার সুবাদারীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন, তাঁরা যে নিজেই তাঁর স্থান অধিকার করে' শাসনকর্তৃত্ব করবেন এমন কোন কথা ছিল না।

দেওয়ানী নেবার ছ'মাস পরেই ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মুরশিদাবাদে কোম্পানির পুণ্যাহ হ'ল। এবার প্রথম পুণ্যাহ; সুতরাং খুব সমারোহ হ'ল। নবাব নজমুদ্দৌলা মসনদে সমাসীন। দক্ষিণে কোম্পানির প্রতিনিধি ও সর্ব্বেসর্ব্বা ক্লাইভ। দেশের আমীর, ওমরাহ, জমিদারগণ যথাযথ স্থানে আসন গ্রহণ করেছেন। সকলেই 'নজর' দিলেন; 'খেলাত' পেলেন। অন্যান্য আমোদপ্রমোদেরও ক্রটি হ'ল না; এইরূপে মহাসমারোহে কোম্পানির প্রথম পুণ্যাহ কার্য্য সম্পন্ন হ'ল। টাকাও অনেক আদায় হ'ল। বিলেতে কোর্ট-অফ-ডিরেক্টারদের কাছে রিপোর্ট গেল সে বৎসর ১,৪০,০০,০০০, এক কোটী চল্লিশ লক্ষ টাকা আদায় হবে। ভারত-সোণার-গাছ নাড়া দিয়ে কেমন ফল পাওয়া যাবে তা'র এই নমুনা দেখে কোম্পানির ডিরেকটরগণ অংশীদারদেকে শতকরা ১২৷৷০ টাকা লাভ দেবেন বলে' ঘোষণা করলেন। এই অপ্রত্যাশিত ধনাগমে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ল। প্রজার অবস্থা একটু ভাল হ'লে রাজার নেকনজর পড়েই থাকে। সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কোম্পানির

কাছে কিছু কর চাইলেন, এবং তা'র জন্য পার্লামেণ্টে এক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করলেন। যথারীতি বাদানুবাদের পর আইন পাশ হ'ল যে কোম্পানীকে করস্বরূপ ৪০,০০,০০০, চল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে হবে [১]। বলা বাহুল্য এই অতিরিক্ত টাকাটাও বাঙলার কৃষকের কাছ থেকে আদায় করবার চেষ্টা করা হ'ল। রেজা খাঁ তখন প্রধান রাজস্বসচিব। তিনি রাজস্বের আয় আরও বেশী করে' দেখালেন। এই সময়ে তাঁর নিজের বেতন ছিল বার্ষিক ৯ লক্ষ টাকা। তখন নবাব নামাবশেষমাত্র, কোম্পানী-কর্ত্তার ইচ্ছাতেই সকল কর্ম্ম হ'ত [২]।

কোম্পানীর পুণ্যাহ, কিন্তু দেশের পক্ষে মহা পাপাহ হ'ল। এক মাস না যেতেই নবাব নজমুদ্দৌলার নবাব-লীলা সাঙ্গ হ'ল। বসন্ত রোগে তাঁর মৃত্যু হল। তা'র কিছুদিন পরেই দেশে অনাবৃষ্টি হ'ল। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ভাল ফসল হ'ল না। তা'র ফলে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে অন্নকষ্ট হ'ল। কিন্তু বাঙলার নূতন কোম্পানী-দেওয়ান খাজনা-আদায়ে কিছুমাত্র শিথিলতা

---

(১) Act of Parliament, April 1769.

(২) In 1767 Clive wrote to the Select Committee, "We are sensible that since the acquisition of the Dewany, the power formerly belonging to the Suba of these provinces is totally in fact vested in the East India Company; nothing remains to him but the name and shadow of authority. This name, however, and this shadow, it is indispensably necessary that we should venerate.........To appoint the Company's servants to the offices of Collectors, or indeed to do any act by any exertion of the English Power......would be declaring the Company Suba of the Province. —*Land Systems of British India by Baden-Powell, Vol. I, p.* 392, *Foot-note.*

প্রকাশ করলেন না। নবাব-সরকারের ইংরেজ রেসিডেণ্ট ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি রিপোর্ট করলেন "the revenues were never so closely collected" অর্থাৎ গ্রাম্য-ভাষায় 'খুব কসে' খাজনা আদায় হ'ল। ঐ বৎসরই উত্তর বাঙলায় অনাবৃষ্টি এবং দক্ষিণ বাঙলায় অতিবৃষ্টি হয়। স্থানীয় কর্ম্মচারীরা দুর্লক্ষণ দেখে গবর্ণরকে আগতপ্রায় দুর্ভিক্ষের সংবাদ দিতে লাগলেন। কিন্তু গবর্ণর আর সে সংবাদ Court of Directorsকে জানালেন না।

Mr. Verelst তখনকার গবর্ণর ছিলেন। ২৪এ ডিসেম্বর তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করে' চলে' গেলেন, কিন্তু দুর্ভিক্ষের কথা ঘুণাক্ষরেও Court of Directorsকে জানালেন না (৩)। তাঁর যাবার পূর্ব্বে তাঁর কৌন্সিল ২৩এ নভেম্বর Court of Directorsকে এক পত্রে লেখেন—"It is with great concern, Gentlemen, that we are to inform you that we have a most melancholy prospect before our eyes of universal distress for want of grain, owing to an uncommon drought that has prevailed over every part of the country, insomuch that the oldest inhabitants never remembered to have known anything like it and as to threaten a famine." কিন্তু এ পত্রে Verelst সই করেন নি। কৌন্সিলের দ্বিতীয় মেম্বর John Cartier তা'তে সই করেন। কোম্পানি অনাগত দুর্ভিক্ষের এই আশঙ্কা করেছিলেন; কিন্তু আগত দুর্ভিক্ষের কোন প্রতিকারের কল্পনা করেন নি। রাজস্ব সম্পূর্ণ আদায় হবে না এ চিন্তা ছিল, এবং হয়ত রাজস্ব কিছু

(৩) Letter from the President and Council to the Court of Directors dated the 25th December 1769.
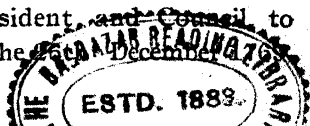
ছেড়ে দিতে হবে সে কথারও উল্লেখ ছিল। কার্য্যতঃ এক লক্ষ টাকার কিছু কম সেবার ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কিন্তু পর বৎসরে তা আদায় করে' নেওয়া হয়। পর বৎসর আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'ল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারি কৌন্সিল লিখলেন "We are sorry to acquaint you that the apprehensions which we expressed to you in our letter of the 23rd November last regarding the consequence of the uncommon drought that hath prevailed are confirmed and this general calamity is severely felt in all the provinces." ঐ বৎসরের ৬ই মে এক গোপনীয় পত্রে কৌন্সিল লেখেন "If the internal prosperity of these provinces corresponded with our external security we should be happy, but it is far otherwise. Not a drop of rain has fallen in most of the districts for six months. The famine which has ensued, the mortality, the beggary, exceed all description. Above one-third of the inhabitants have perished in the once plentiful provinces of Purneah and in other parts the misery is equal." ২৮এ জুন কৌন্সিল আবার লেখেন "The famine of which we have given you an unexaggerated description has continued to rage with all its fatal consequences ; and notwithstanding all our efforts to administer relief by public contribution to the poor, remission of the collections and importation from the neighbouring provinces, we have beheld the calamity daily increasing." কিন্তু প্রজার দুঃখ যতই হ'ক না, দেওয়ান-কোম্পানি ব্যবসাদার, লাভ-লোকসানের দিকেই তাঁদের লক্ষ্য বেশী। সেইজন্য এ সম্বন্ধে তাঁরা Court of Directorsকে জানিয়ে রাখলেন, "Your

revenues must suffer from it both now and in future; but no endeavours shall be omitted on our part to render the evil as light and as temporary as possible." ৩১এ আগষ্ট আবার লেখেন "If the accounts transmitted in our letter of the 9th May last of the general calamity which famine had extended to almost every part of these provinces were truly alarming, how much more so must they now be when we inform you that our miseries have been daily increasing to the present period; nor do we view relief but as a distant prospect. It naturally followed that from so calamitous an event, great failures in the collections of the revenue must be the inevitable consequence but still we are willing to hope they will not be so great as our apprehensions have conceived." দুর্ভিক্ষটা যে কত ভয়ানক হয়েছিল তা কৌন্সিলের এই সকল চিঠিপত্র থেকে বেশ বোঝা যায়। ১১ই সেপ্টেম্বরের পত্রে কৌন্সিল লেখেন "In the several letters from this Committee we have endeavoured to give a very faithful, candid and impartial account of the distress this country has suffered from the severity of a famine; indeed it is scarcely possible that any description could be an exaggeration of the misery the inhabitant of it have encountered with." কিন্তু দুর্ভিক্ষ যতই ভয়ানক হ'ক, প্রজার কষ্ট যতই অসহনীয় হ'ক, কোম্পানির রাজস্বের প্রতি মনোযোগের ত্রুটি ছিল না। তাই ঐ পত্রেই কৌন্সিল লিখেছেন "It is not to be wondered that this calamity has had its influence on collections, but we are happy to remark they have fell less short than we supposed they would when a famine was only apprehended,

and when we could form no idea to what a pitch of misery the country would be reduced.

From the annual accounts received within these few days from our Resident at the Durbar, we find that the net sum collected is Rupees 1,38,02,693-9-10, that Rupees 8,03,321 15-0 we have been obliged to be totally remitted in the different provinces to alleviate the distress of the wretched inhabitants and that a balance of Rupees 6,14,219-8-0 remains to be collected of last year's agreement; that at the new Punyah which commenced on the 10th April 1770 a new Statement was made of Rupees 1,52,45,979-15-2 for Bengal which our President, from the authority of Reza Cawn, gives us some faint hopes of realizing, should the season prove favourable, notwithstanding the loss the country has sustained in the number of inhabitants." W. W. Hunter বলেন "an additional sum of Rupees 2 03,337-0-0 was also wrung out of the people." রাজস্বের কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া সম্বন্ধে Hunter বলেন "a paltry deduction of 5 per cent from the revenue in a province that had lost 35 per cent of its population." পুণ্যাহের দিনে যে ১,৫২,৪৫,৯৭৯৸৶২ আদায়ের কথা উপরে বলা হয়েছে, তা'র মধ্যে দুর্ভিক্ষের বৎসরেই শতকরা দশ টাকা বৃদ্ধি আছে [৪]।

বিহারে যেখানে এক পাটনায়ই প্রতিদিন ৫০ জন লোক না খেতে পেয়ে মরত, সেখানেও দুর্ভিক্ষের বৎসরেই পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে ৪,২৬,৭৫৭৷৶৫ বেশী আদায় করা হয়েছিল। রুজুক খাঁ নামে এক

(৪) Letter from the President and Council to the Directors dated the 11th Septmber 1770.

ফৌজদার রিপোর্ট করেন যে অনাবৃষ্টি হেতু খরিফশস্য জন্মায় নি, রবিশস্য এক রকম ভালই জন্মেছে। তাই তিনি তাঁর তহশীলের সমস্ত টাকা আদায় করে' বলেছেন "দেশে যা জন্মেছিল তা তিনি সমস্ত আদায় করেছেন" ৫। মহম্মদ রেজা খাঁ, কোম্পানীর আর একজন কর্ম্মচারী, বলেন "ভয়ানক অনাবৃষ্টি, খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা, পরে অত্যন্ত অভাব। এই সকল থেকে দেশে যে কি কষ্ট হয়েছে, তা'র আর কি বর্ণনা করব? জলাশয় সব শুকিয়ে গিয়েছে, জল দুষ্প্রাপ্য হয়েছে। এর উপর অনেক লোক গৃহদাহে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে। দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলার রাজগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যে শস্য সঞ্চিত ছিল তা পুড়ে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। এ সকল সহ্য করেও প্রজা আশা করেছিল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হবে, কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত একবিন্দু বারিপাত হ'ল না। জমিতে লাঙ্গল পড়ল না, বীজ বোনা হ'ল না" ৬। দেশের যখন এই শোচনীয় অবস্থা তখনও অনেক স্থানে পূর্ণমাত্রায় খাজনা আদায় হয়েছে। বর্দ্ধমানের রাজা তেজচাঁদ ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে রিপোর্ট করেন "Notwithstanding the hardships and distresses that have befallen the ryots, the poor and the inhabitants of this country from the famine the revenues have been collected without balance." ৭। এই রাজাই ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ২০এ নভেম্বর রিপোর্ট করেছিলেন যে "দেশে অনাবৃষ্টি, খাদ্যদ্রব্য মহার্ঘ, জমির ফসল শুকিয়ে গেছে এবং কেটে গরুকে খাওয়ান হচ্ছে, পুকুর সব জলশূন্য, অন্নকষ্টের সঙ্গে জলকষ্টও হয়েছে।

---

(৫) Letter from Rujuf Khan Foujdar received on April 13, 1770. Annals of Rural Bengal p, 405.
(৬) Annals of Rural Bengal, p. 405, 406.
(৭) Do Do p. 406.

রবিশস্য বিলম্বে বোনা হয়েছে, বৃষ্টি না হ'লে তা'ও মরে' যাবে। দলে দলে লোক গ্রাম ত্যাগ করে' চলে' যাচ্ছে" ৮। মহম্মদ আলি খাঁ, পূর্ণিয়ার ফৌজদার, রিপোর্ট করেন "এমন একটা দিন যাচ্ছে না যেদিন ৩০।৪০ জন লোক না মরছে। ক্ষুধার জ্বালায় দলে দলে লোক মরেছে এবং মরছে; বীজের ধান, লাঙ্গলের গরু, চাষের যন্ত্রপাতি লোকে বিক্রী করে' ফেলেছে। শেষে সন্তান বিক্রী করছে, কিন্তু খরিদ্দার পাওয়া যাচ্ছে না।" এর পরে খাঁ সাহেব খয়ের খাঁই করে' বলছেন "কিন্তু আমি সরকারের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে এই দারুণ কষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না, লোকের কাতর কান্না শুনি না" ৯। যশোরের আমীর উজাগর মল্ল রিপোর্ট করেন "লোকে গাছের পাতা খাচ্ছে এবং সন্তান বিক্রী কচ্ছে; কিন্তু তা'র খরিদ্দার পাওয়া যাচ্ছে না" ১০। অন্য অন্য স্থানের কর্ম্মচারীদের রিপোর্টও এইরূপ। দরবারের ইংরেজ রেসিডেণ্ট রিপোর্ট করেন "The scene of misery, that intervened and still continues, shocks humanity too much to bear description. Certain it is that in several parts the living have fed on the dead, and the number that has perished in these provinces that have most suffered is calculated to have been within these few months as six is to sixteen of the whole inhabitants" অর্থাৎ জীবিতেরা মৃতের মাংস খেয়েছে। দেশের লোক সংখ্যার ছ' আনা মরে' গিয়েছে। এই বীভৎস কাণ্ড দেখে মানুষের প্রাণ কেঁপে উঠেছে ১১।

---

(৮) Annals of Rural Bengal, p. 408.
(৯) Do Do p. 417.
(১০) Do Do p. 417.
(১১) Do Do p. 418.

এই রেসিডেণ্টই আবার এক মাস পরে রিপোর্ট করেন, "Previous representations are faint in comparison to the miseries now endured. Within 30 miles round the city, rice sells at only 3 seers for a rupee, other grains in proportion, and even at those exorbitant prices there is not nearly sufficient for the daily supply of half the inhabitants, so that in the city of Murshidabad alone it is calculated that more than five hundred are starved daily, and in the villages and country adjacent the numbers said to perish exceed belief...... ......the numbers that I am sensible must perish in that interval and those that I see dying around me greatly affect my feelings and humanity as a man." মানুষের মত সমবেদনাসূচক এই কথাগুলি বলে' বোধ হয় রেসিডেণ্ট সাহেবের স্মরণ হ'ল যে তিনি সুধু মানুষ ন'ন, কোম্পানীর চাকরও বটেন। তখন তিনি এই রিপোর্টের শেষে যোগ করে' দিলেন "and make me, as a servant of the Company apprehensive of the consquences that may ensue to the revenue." [১২] এই শোচনীয় ব্যাপারের মধ্যেও যেখানে কোন প্রজার ঘরে কিছু শস্য ছিল, কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীরা তা বলপূর্ব্বক অল্প মূল্যে কিনে নিয়ে অধিক মূল্যে বিক্রী করে' কিছু লাভ করতে ছাড়েন নি। তাই Court of Directors যখন দেশের দুরবস্থার কথা আর কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের আচরণের কথা জানতে পারলেন তখন বললেন, "The Court expresses its indignation against those

(১২) Consultation of the 19th July, 1770—Annals of Rural Bengal p. 417.

(but specially the natives of England) who have turned the public distress into a source of profit." এই কথা বলবার হেতুস্বরূপ তাঁরা বলেন "We are led to these reflections by perusing the letters of Mr. Becher and Mahomed Reza Khan which accuse the gomastas of English gentlemen (i. e. English servants of the Company) not barely for monopolizing grain, but for compelling the poor ryots to sell even the seed requisite for the next harvest. It was natural for us to expect, upon reading the above advices that the strictest enquiry into the names and stations of all persons capable of such transactions would have been the immediate consequences and that the most exemplary punishment had been inflicted upon all offenders who could dare to counteract the benevolence of the Company, and entertain a thought of profiting by the universal distress of the miserable natives whose dying cries, it is said, were too affecting to admit of an adequate description. .... As a part of the charge sets forth that the ryots were compelled to sell their rice to these monopolizing Europeans we have reasons to suspect that they could be no other than persons of some rank in our service, otherwise we apprehend they would not have presumed on having influence sufficient to prevent an inquiry into their proceedings. [১৩]

---

(১৩) Letter from the Court of Directors to the Bengal Council dated 28th August 1771.

চল্লিশবৎসর পরে Lord Teignmouth জন শোর রূপে এই দুর্ভিক্ষের যে ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাই স্মরণ করে' যে কবিতা লিখেছিলেন তা'র এক অংশ উদ্ধৃত করে' এই দুর্ভিক্ষের বর্ণনা শেষ করব—

"Still fresh in memory's eye the scene I view
The shrivelled limbs sunk eyes and lifeless hue.
Still hear the mother's shrieks and infant's goans,
Cries of despair and agonizing moans.
In wild confusion dead and dying lie ;—
Hark to the jackal's yell and vulture's cry.
The dog's fell howl as midst the glare of day
They riot unmolested on their prey !
Dire scene of horror which no pen can trace
Nor rolling years from memory's page efface.

এই দুর্ভিক্ষের বৎসরটা বাঙলা ১১৭৬ সাল। সেইজন্য এই সালের নাম অনুসারে এটা "ছেয়াত্তুরে মন্বন্তর" বলে' ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

নবাবী আমলের আরম্ভে সুবাদারী ফরমানে দিল্লীর সম্রাট বাঙলা দেশকে "জেন্নেৎউল বিলেত" অর্থাৎ পৃথিবীতে স্বর্গতুল্য বলে' বর্ণনা করে-ছিলেন। আর সেই নবাবী আমলের শেষে সেই বাঙলার এই শোচনীয় পরিণাম! সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙলা মহাশ্মশানে পরিণত!

এই সময়ে (১৭৭২ খৃষ্টাব্দে) কোম্পানীর শাসনের অবস্থা এমনি হ'য়ে উঠেছিল যে বিলেতে রাজ-অভিভাষণে ভারতের কথার উল্লেখ করতে হয়েছিল। এর পূর্ব্বে আর কখনও এরূপ উল্লেখ হয় নি। এর ফলে

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ গবর্ণর জেনারেল হ'য়ে বাঙলায় এলেন। রাজস্ব-সংগ্রহ প্রণালীর সংস্কার আরম্ভ হ'ল। প্রথমেই কলেক্টার ও তাঁর সহকারীদের বেতন বৃদ্ধি করে' দেওয়া হ'ল। ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কার যত কিছু হয়েছে, সকলগুলিরই এই বেতনবৃদ্ধিরূপ-স্বস্তিবচন দ্বারা সূত্রপাত। এর পূর্ব্বে এঁদের বেতন অল্প ছিল। কিন্তু বেতনের অল্পতা তাঁরা নিজের ব্যবসা দ্বারা এবং যার সাধুতা সম্বন্ধে অনেকে অনেক সন্দেহের কথা বলত এমন নানা উপায়ে পূরণ করে' নিতেন। এইরূপ পরিবর্ত্তনের সময় একটা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রাজস্ব সংগ্রহ প্রণালী হঠাৎ প্রবর্ত্তিত হবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। সেইজন্য এ সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব হ'ল পাঁচ বৎসরের জন্য ঠিকা দ্বারা খাজনা আদায় করা হবে। একজন কলেক্টার একজন দেশীয় দেওয়ানের সহকারিতায় এই কার্য্য সম্পাদন করবেন। সে সময়ে জমিদার নামে অভিহিত, যাঁরা রাজস্ব আদায় করে' নবাবী-গবর্ণমেণ্টেকে দিতেন, সকল স্থলে তাঁদেকে কর্ম্মচ্যুত করে' তাঁদের স্থানে অন্য লোক নিযুক্ত করা হয় নি, কোন কোন স্থানে হয়েছিল। ঠিকার প্রস্তাবে নূতন পুরাতন সকলের কাছে একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা চাওয়া হ'ল, যাঁরা সেই কোম্পানী-নির্দ্দিষ্ট টাকা দিতে স্বীকার করলেন তাঁরাই নূতন ঠিকাদার (revenue farmer) হলেন। আর যাঁরা অস্বীকার করলেন তাঁদেকে সরিয়ে দিয়ে সেই স্থানে অন্য ঠিকাদার নিযুক্ত করা হ'ল। অনেক স্থলে অবিচারও হ'ল [১৪]। যা হ'ক সর্ব্বত্র ঠিকাদার নিযুক্ত হ'ল। কিন্তু কোম্পানীর আশকাও হ'ল যে ঠিকাদারেরা প্রজার উপর অত্যাচার

---

(১৪) But they often refused to contract for the total sums demanded so that other farmers were appointed and in some cases injustice was done—*Land Systems of British India by Baden-Powell*, p 394.

করে' অতিরিক্ত কর আদায় করবে। সেইজন্ত প্রজা নবাব সরকারে যে কর দিয়ে আসছে তা'র অতিরিক্ত আর কিছু নেওয়া না হয়, তা'র জন্ত যথারীতি আদেশ প্রচার করা হ'ল। কিন্তু প্রজা যে কর দিয়ে আসছে তা'র মধ্যেই যে অনেক অতিরিক্ত কর প্রবেশ লাভ করেছে তা আর দেখা হ'ল না। আদেশ হ'ল যা হ'য়ে গিয়েছে, তা'ত হয়েই গিয়েছে, সে সম্বন্ধে আর কিছু করা যাবে না কিন্তু আর কোন নূতন 'আবওয়াব' আদায় করা হবে না। যদি কেউ তা করে ত তা বে-আইনী হবে। কিন্তু এই সকল সদিচ্ছা ও সাধু অভিপ্রায় সত্ত্বেও ঠিকাদারী চলল না। যে সাধুতা থাকলে ঠিকাদার প্রজার উপর অত্যাচার না করেও ঠিকার টাকা আদায় করে' কোম্পানীকে দিতে পারত, ঠিকাদারের সে সাধুতা ছিল না। ঠিকার টাকার পরিমাণও জমিদারীর আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্ত রেখে নির্দ্ধারিত করা হয় নি। অনেক স্থলে নিলামের ডাকাডাকির মধ্যে রাজস্বের পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়েছিল। সকল সময়ে যে সেটী ন্তায় সঙ্গত হ'ত না তা বলাই বাহুল্য। এইরূপ ঠিকাদারী বিলির একটি বর্ণনা Mr. Thornton কলিকাতা রিভিউ পত্রে দিয়েছেন—কলেক্টার আপিসে আসীন, কানুনগো তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ নিকটেই বসে' সব কাজ করছেন, তাঁকেও পরিচালিত করছেন। বন্দোবস্তের জন্ত একটা জমিদারীর কাগজপত্র পেশ হ'ল। সাবেক বন্দোবস্তের কাগজপত্র পড়া হ'ল। কলেক্টার বর্ত্তমান জমিদারের নাম জিজ্ঞাসা করলেন এবং আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার বন্দোবস্ত নিতে প্রস্তুত আছে কি না কানুনগোকে জিজ্ঞাসা করলেন। কানুনগো তা'র উত্তর দিলে টাকার কথা উঠল। কানুনগোর অনুমানই এ বিষয়ে কলেক্টারের প্রধান নির্ভর। কানুন-গোর অনুমিত টাকার চেয়ে আর কেউ বেশী দিতে চায় কি না কলেক্টার তা'ও একবার জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর খাজনা ঠিক হ'য়ে গেল,

বন্দোবস্তও ঠিক হ'য়ে গেল। এরূপ করনির্দ্ধারণ যে বিশুদ্ধ অনুমান-মূলক তা বলা বাহুল্য।

এইরূপে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রথম পাঁচ-শালা বন্দোবস্ত হ'ল। এর নানা অসম্পূর্ণতার মধ্যে প্রধান এই যে ঠিকাদার বা জমিদারের সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধটা স্থির হ'ল না। কাজেও এর অনেক ত্রুটি দেখা যেতে লাগল। এই সকল অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটির অভিজ্ঞতা লাভ করতে করতেই বন্দোবস্তের মেয়াদ প্রায় শেষ হ'য়ে এল। নূতন বন্দোবস্তের জন্য Court of Directorsকে লেখা হ'ল। কিন্তু তাঁরা কোন উত্তর দিলেন না। তাঁরা নিজের কোন প্রস্তাবও পাঠালেন না। এরূপ অবস্থায় কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা আর কি করবেন? এক এক বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। এই হিসাবে বাৎসরিক বন্দোবস্ত ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলল।

এর মধ্যে রাজস্ব সম্বন্ধে আরও তথ্য অনুসন্ধান করবার জন্য হেষ্টিংস্ এক কমিশন নিযুক্ত করলেন। এই কমিশনের রিপোর্টের ফলে প্রাদেশিক রেভিনিউ কমিটিগুলি উঠে গেল। তা'র পরিবর্ত্তে মেট্রোপোলিটান রেভিনিউ কমিটি (Metropolitan Committee of Revenue) নিযুক্ত হ'ল। এঁরা রিপোর্ট করলেন, জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে' তাঁদের হাতে জমি দেওয়াই কোম্পানীর সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ও নিরাপদ এবং রায়তের পক্ষে ও দেশের পক্ষেও মঙ্গলজনক [১৫]। ১৭৮৪

(১৫) This Committee......recommended that the plan most convenient and secure for Government and the best for raiyats and the country is, in general to leave the lands with the Zamindars making settlement with them.—*Land Systems of British India, p.* 397.

খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট এক আইন পাশ করলেন। তা দ্বারা আদেশ করা হ'ল, হিন্দু রাজত্বের ও মুসলমান রাজত্বের সময়ে জমিদার, তালুকদার ও জায়গিরদারের যে সকল স্বত্ব ও অধিকার ছিল এবং তাঁরা কি পরিমাণ খাজনা দিতে বাধ্য ছিলেন তা'র একটা অনুসন্ধান হ'ক। আরও আদেশ হ'ল যে যাদের স্বত্বাধিকার লোপ করা হয়েছে তাদের তা'র জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে কি না তা'ও দেখা হ'ক। Court of Directors অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন, জমিদারদের সঙ্গেই বন্দোবস্ত করা হ'ক। কিন্তু অন্য সকল লোকের স্বত্বাধিকারও যেন রক্ষা করা হয়। রাজস্ব সম্বন্ধে তাঁদের এই অভিপ্রায় হ'ল যে পূর্ব্বতন বন্দোবস্ত এবং তদনুসারে প্রকৃতপক্ষে যে রাজস্ব আদায় হয়েছে তাকেই ভিত্তি করে' একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হ'ক। তাঁরা মনে করেছিলেন ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ থেকে এ পর্য্যন্ত যত অনুসন্ধান হয়েছে তা থেকে জমিদারীগুলির রাজস্বদানের সামর্থ্য জানা গিয়েছে। সেইজন্য এবার দশ বৎসরের বন্দোবস্ত করা হ'ক। এই সকল আদেশ ও উপদেশ নিয়ে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষে পদার্পণ করলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস পৌঁছেই প্রস্তাবিত দশ-শালা বন্দোবস্তের নিয়মাদি প্রণয়ন করতে আরম্ভ করলেন। নিয়মাদি প্রস্তুত হ'লে তা সংহিতা করে' ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেশন ৮ বলে' প্রচারিত হ'ল এবং এরই উপর ভিত্তি করে' দশ-শালা বন্দোবস্ত স্থাপিত হ'ল।

লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রথম থেকেই এই বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী করবার পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেই মর্ম্মে বিলেতে Court of Directorsদের কাছে রিপোর্টও করেন। কিন্তু জন শোর প্রভৃতি মন্ত্রীরা এর পক্ষপাতী ছিলেন না। লর্ড কর্ণওয়ালিস এ সম্বন্ধে পূর্ব্বতন রীতির কোন অনুসন্ধান করলেন না। কোম্পানীর ডিরেক্টারেরা অনুসন্ধান করতে

নিষেধ করে’ দিয়েছিলেন। কোম্পানীর রিপোর্টে উল্লিখিত আছে—
“The lights formerly derivable from the Kanungoes' office were no longer to be depended on and a minute scrutiny into the value of lands by measurement and comparison of the village accounts if sufficient for the purpose, was prohibited from home.” ১৬। অনুসন্ধান ত হ’ল না, তাঁর পারিষদবর্গের মতামতও নেওয়া হ’ল না। জন শোর প্রভৃতি মন্ত্রীরা যখন তাঁর ত্রুটি দেখিয়ে দিলেন তখন লর্ড কর্ণওয়ালিস যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললেন—জমিদারের স্বত্ব কোন্ ভিত্তির উপর স্থাপিত তা নিয়ে আমি তর্ক করা অনাবশ্যক মনে করি। আমি মনে করি কি করলে সব দিকে উন্নতি হবে সেইটাই আমাদের বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত।—I think it unnecessary to enter into any discussion of the grounds on which their (Zamindar's) right appears to be founded. It is the most effectual mode for promoting the general improvment that I look upon as the important object for our present consideration ১৭. গবর্ণর জেনারেল যখন এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করা আবশ্যক মনে করলেন না তখন আর তর্ক বিতর্ক অবশ্যই হ’ল না। Court of Directors এই সকল অবগত হ’য়ে দু’ বৎসর-কাল ব্যাপী চিন্তা ও বিবেচনা করলেন।

---

(১৬) Fifth Report on the affairs of the East India Company to the House of Commons, Vol. 1, p 23.

(১৭) Do Do p. 591.

পঞ্চম অধ্যায়

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—জমিদার—রায়ত—বন্দোবস্তের ফল।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে Court of Directors চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে মত দিলেন। আদেশ পেয়ে Lord Cornwallis ২২এ মার্চ্চ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে দশ-শালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী করে' ঘোষণা প্রচার করলেন[১]। ঘোষণার মর্ম্ম এই যে, যে সকল জমিদার, তালুক-দার ও অন্যবিধ ভূম্যধিকারীর সহিত জমা বন্দোবস্ত হ'য়ে গিয়েছে, ঐ বন্দোবস্তের মেয়াদ (১০ বৎসর) পূর্ণ হ'লেও তাঁদের সেই জমার কোন পরিবর্ত্তন করা হবে না। তাঁরা এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীরা ঐ জমা বন্দোবস্তেই চিরকাল তাঁদের জমিদারী ভোগ করবেন। এ থেকে দেখতে

---

(১) The Governor General in Council accordingly declares to the Zamindars, independent talukdars and other actual proprietors of land, with or on behalf of whom a settlement has been completed that at the expiration of the term of the settlement (ten years) no alteration will be made in the assessment which they have respectively engaged to pay, but that they and their heirs and lawful successors will be allowed to hold their estates at such assessments for ever.—*Land systems of British India by Baden-Powell*, Vol. I, p. 400.

পাওয়া যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলভিত্তি যে ঘোষণা, তা'তে কৃষকের নামমাত্র নেই। আছে জমিদার, তালুকদার, এবং অন্যান্য জমির অধিকারী। কৃষকের অস্তিত্বই স্বীকার করা হয় নি। তা'র স্বত্ব ত পরের কথা। এ সম্বন্ধে এক অভিজ্ঞ সিবিলিয়ান তাঁর Land Tenures নামক গ্রন্থে বলেন "In point of law and fact, the raiyats can claim (i. e. ordinary raiyats can claim) under the provisions of Lord Cornwallis' Code No Right at all" [২]। অথচ অবস্থা অনুসারে বাঙলাই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধান প্রদেশ যেখানে কৃষককে তা'র জমিতে স্বত্বাধিকার বিশিষ্ট করে' দেওয়া উচিত ছিল। Sir Henry Summer Maine বলেন "A province, like Bengal Proper, where the village system had fallen to pieces of itself, was the proper field for the creation of a peasant proprietary ; but Lord Cornwallis turned it into a country of great estates, and was compelled to take his landlords from the tax-gatherers of his worthless predecessors. The political valuelessness of the proprietary thus created, its failure to obtain any wholesome influence over the peasantry, and its oppression of all inferior holders led not only to distrust of the economical principles implied in its establishment, but to a sort of reluctance to believe in the existence of any naturally privileged class in the provinces subsequently acquired. [৩]

---

(২) Land Tenures by a Civilian, p. 104.

(৩) Village Communities in the East and West, p. 154.

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে হিন্দু রাজত্বে এরূপ ছিল না, মুসলমান রাজত্বের প্রথম সময়েও এরূপ ছিল না। আকবরের সময়ে দেশটা 'সরকারে' বিভক্ত ছিল, 'সরকার' আবার 'পরগণা'য় বিভক্ত ছিল।

প্রত্যেক 'সরকার' ও 'পরগণা'য় একজন কর্ম্মঠ সতর্ক 'আমিন' থাকতেন। এঁদের অধীনে অন্য অন্য রাজস্ব কর্ম্মচারী ছিলেন। শাসকবর্গ যতদিন শক্তিশালী ও সতর্ক ছিলেন ততদিন এই প্রথা বেশ কার্য্যকর ছিল। রাজস্বের কোন ক্ষতি হ'ত না, প্রজার উপরেও কোন অত্যাচার হ'ত না। তারপর শাসকবর্গ যখন ক্রমে শক্তিহীন, অসতর্ক হ'য়ে পড়লেন, অধস্তন কর্ম্মচারীদের উপর আর তেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকল না, তখন তত্ত্বাবধানের পরিশ্রম, কষ্ট ও বিরক্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য এক একটা ভূমিখণ্ডের রাজস্ব সংগ্রহের জন্য এক এক জন ঠিকাদার নিযুক্ত করা হ'ল। কিন্তু এই বন্দোবস্ত কখনই স্থায়ী হয় নি। বৃত্তিভোগী রাজকর্ম্মচারী দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করাই ছিল নিয়ম, সাময়িক প্রয়োজনের জন্য কখন কখন ঠিকাদার নিযুক্ত করা হ'ত। কিন্তু এই ঠিকাদার ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঠিকাদারের মধ্যে প্রভেদ অনেক, নবাবী আমলের ঠিকাদার রাজস্ব আদায় করে' হিসাব সহ রাজকোষে দাখিল করতেন; আর পারিশ্রমিক স্বরূপ শতকরা দশ টাকার অনধিক কমিশন পেতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঠিকাদার এর জন্য পেয়ে থাকেন শতকরা ৩০০৲ তিন শ' টাকা। একথা পরে বিশেষ করে' দেখান হয়েছে। কোম্পানি যখন দেওয়ানী পেলেন তখন অনেক স্থানে ঠিকাদারই রাজস্ব সংগ্রহ করত। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ এই প্রথার কার্য্যকারিত্ব পরীক্ষা করবার জন্য পাঁচ-শালা বন্দোবস্তে ঠিকাদারই রেখেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তনের সময় এই ঠিকাদারদের উপরই প্রথম দৃষ্টি পড়ে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করবার সময় কোম্পানী রাজস্বসম্বন্ধে

দেশকে এই অবস্থায় পেলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষসমর্থকগণও বলেন যে এর চেয়ে আকবরীয় প্রথা নিশ্চয়ই ভাল এবং সেইজন্য পরে উত্তর ভারতে এই প্রথাই পুনঃপ্রবর্ত্তিত করা হয়েছে। কিন্তু যেরূপ কর্ম্মচারী দ্বারা এখন সেই প্রথা অনুসারে কাজ হচ্ছে, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সেরূপ কর্ম্মচারী পাওয়া অসম্ভব ছিল। কাজেই এই ঠিকাদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল।

কিন্তু বন্দোবস্তের পূর্ব্বে জমির গুণাগুণও বিচার করা হ'ল না, জরিপ করাও হ'ল না, সীমা নির্দ্দেশ করাও হ'ল না, প্রজার কর নির্দ্ধারণ করাও হ'ল না। প্রজাকে কেবল বলে' দেওয়া হ'ল—"আজ থেকে জমিদার তোমার প্রভু, তুমি তাঁর আজ্ঞাবহ হ'য়ে তিনি যে খাজনা চান তা'ই দিও।" এই কাজের সমর্থনকারীরা বলেন প্রজার স্বার্থ তাঁরা যে ভুলে যাবেন, কোম্পানীর এমন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু সে সময়ে (১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে) প্রজাভূম্যধিকারীর পূর্ব্ব সম্বন্ধ ও ভূমির কর সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করা অসম্ভব ছিল। অসম্ভব যে কেন ছিল তা তাঁরা বলেন না। হিন্দু রাজাদেরও বিধিব্যবস্থা ছিল, মুসলমান রাজাদের আইনকানুন ছিল, আইন-ই-আকবরী ছিল, আর স্থানীয় অনুসন্ধান করার পক্ষে কোন বিঘ্নও ছিল না। কিন্তু খুঁটিনাটি করে' অনুসন্ধান করলে জমিদারেরা বিরক্ত হবে, এই চিন্তাই বণিক্ সম্প্রদায়ের মনে প্রবল হ'ল, তাই Court of Directors অনুসন্ধান করতে নিষেধ করে' দিলেন। Shore আপত্তি করে' বলেছিলেন, প্রজার পরিশ্রমে ভূমির উৎকর্ষ সাধনের উপর দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। যতদিন বিধিব্যবস্থার দ্বারা প্রজার স্বার্থ রক্ষিত না হয়, ততদিন প্রজা ভূমির উৎকর্ষ সাধন করবে না। প্রজার স্বার্থরক্ষার জন্য বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করা কঠিন, কিন্তু করতেই হবে। Shore আরও বলেছিলেন যে জমিদারকে যদি অবাধে প্রজার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নির্ণীত ও

নির্দ্ধারিত করতে দেওয়া হয়, তা হ'লে তাদের মধ্যে বিবাদ কখনই মিটবে না। বরং সে বিবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাবে। জমিদারের কোন্ কাজটা অত্যাচার আর কোন্‌টা অত্যাচার নয়, তা স্থির করে' না দিলে জমিদার ও প্রজার মধ্যে পক্ষপাতশূন্য বিচার অসম্ভব।

এক পরগণার ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে, একই গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন খাজনা আদায় করা হ'ত। কি নিয়মে খাজনা নির্দ্ধারিত করা হ'ত তা'র স্থিরতা ছিল না। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে এর উপর 'আবওয়াব' ছিল। টোডরমল খাজনার যে হার নির্দ্ধারিত করেছিলেন, 'আবওয়াব'-সংযুক্ত কোম্পানীর এই হার তা'র চেয়ে অনেক বেশী হ'ল। শোর (Shore) এই সকল দেখিয়ে দিয়ে এক মন্তব্য লিখলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস কিন্তু তা শুনলেন না। Court of Directors শোরের কথা অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। লর্ড কর্ণওয়ালিসের মতের বিরুদ্ধেও কিছু করতে পারলেন না। জমিদারদের নিজের স্বত্ব চিরস্থায়ী এই মনে করে' তাঁরা প্রজার উপর উৎপীড়ন করে' অযথা খাজনা আদায় করতে পারেন, এ কথা তাঁরা বিবেচনা করলেন। তাঁদের নিজের রাজস্ব বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে প্রজা যে খাজনা দেয় তা'তে বা প্রজার অবস্থায় তাঁরা হস্তক্ষেপ করবেন না, তা'ও বললেন। তবে যদি জমিদার প্রজার অধিকারে বিঘ্ন উৎপাদন করেন বা তা'কে অন্যায় করভারে পীড়িত করেন তা হ'লে তাঁরা অত্যাচার নিবারণের জন্য রেগুলেশন তয়ের করবার ক্ষমতা তাঁদের হাতে রাখলেন। আর বলে' দিলেন, এ সকল পরিবর্ত্তন ক্রমে ক্রমে হবে, হঠাৎ হ'তে পারে না [৪]। এই সকল থেকে বেশ বোঝা যায় জমিদারেরা

(৪) The Court of Directors wrote in 1792 "But so great a change can only be gradual; the interference

যে ইচ্ছামত খাজনা বাড়িয়ে নিতেন কোম্পানী তা জানতেন এবং জেনেও তা'র প্রতিকারের জন্য কোন বিধিব্যবস্থা করেন নি। তাঁদের ভয় ছিল তা হ'লে জমিদারেরা অসন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁরা অসন্তুষ্ট হ'লে রাজস্ব আদায়ের বিঘ্ন হবে। কোম্পানী ব্যবসাদার, ব্যবসার হিসেবে লাভের দিকটাই দেখলেন, প্রজার হিতাহিতের প্রতি আর তাঁদের দৃষ্টি পড়ল না।

ভবিষ্যতে প্রজাকে জমিদারের অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার জন্য যে রেগুলেশন করবেন বলে' কোম্পানী আশা দিয়েছিলেন, তা'র প্রথম হ'ল ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেশন ৮এর ৫২ ধারায় বিহিত হ'ল যে যারা খাজনা আদায় করবে তাদেকে লিখিত আমল নামা দিতে হবে। তা'র উদ্দেশ্য এই যে, যে-কোন লোক প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ মাথট, মাঙ্গন প্রভৃতি যত প্রকার 'আব-ওয়াব' আছে সকলগুলিকে একত্রিত করে' 'আসলের' সঙ্গে যোগ করে' যা হবে তাই হবে খাজনা। তৃতীয়তঃ এর উপর আর কোন নূতন কর

---

of Government may, for a considerable period, be necessary to prevent the landholders from making use of their own permanent possession for the purpose of exaction and oppression .... and while we disclaim any inteference with respect to the situation of the raiyats or the sums paid by them with any view to an addition of revenue to ourselves we expressly reserve the right which clearly belongs to us as sovereigns of interposing our authority making from time to time all such regulations as may be necessary to prevent the raiyats being improperly disturbed in their posession of land or loaded with unwarrantable exactions."

দিতে হবে না[৫]। এর অর্থ দাঁড়াল এই যে পূর্ব্বতন নবাবী গবর্ণমেণ্টের অধঃপতনের সময় যে সকল অন্যায় ও অবৈধ অতিরিক্ত কর প্রজাকে দিতে হ'ত, কোম্পানীর গবর্ণমেণ্ট সেগুলিকে ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ করে' নিলেন। Dr. Field এই সকল তর্ক-বিতর্কের সার সঙ্কলন করে' বলেন যে পক্ষপাত শূন্য হ'য়ে দেখলে সকলেই দেখতে পাবেন যে Court of Directors ও তাঁদের কর্ত্তৃত্বাধীন হ'য়ে যাঁরা বাঙলার শাসন-কার্য্য তখন চালাতেন, তাঁরা সকলেই জানতেন যে জমিদার ও প্রজার-সম্বন্ধ অনির্দ্দিষ্ট থাকল; জানতেন যে জমির উপর কৃষকের স্বত্বাধিকার অনিশ্চিত থাকল; জানতেন প্রজার দেয় খাজনা নির্দ্ধারিত করে' দেবার জন্য ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ কিছুই করা হয় নি; জানতেন যে হেষ্টিংস্ ও শোরের মতে আগে প্রজার অধিকার ও প্রজার দেয় খাজনা অবধারিত ও স্থিরীকৃত করে' দিয়ে তারপর জমিদারের কাছ থেকে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য দাবী নির্দ্দিষ্ট করা ও রাজস্ব-বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করা উচিত ছিল। Court of Directors কিন্তু এ সকল কথা অগ্রাহ্য করে' লর্ড কর্ণওয়ালিসের মত গ্রহণ করলেন, আর জমির উপর কৃষকের স্বত্বাধিকার চিরকালের জন্য অবধারিত করে' না দিয়ে ভবিষ্যতে হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতামাত্র রেখে নিশ্চিন্ত হলেন, যদি প্রজার হিতের জন্য এরূপ হস্তক্ষেপের আবশ্যক হয়[৬]। এত করেও

---

(৫) Sec. 52. Regulation VIII of 1793.

The "prescribed restrictions", as stated in the Regulations, are that persons appointed to collect rents are to get authority by a written 'amal nama' that all cesses (abwab, mathat, mangan etc.) are to be consolidated with the substantive rents (asl) in one sum; that no new cesses are to be imposed.

(৬) It will be clear to any unprejudiced person

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সার্থক হ'ল না। নির্দ্দিষ্ট দিনে খাজনা দিতে না পারলে জমিদারী নিলামে বিক্রী হ'য়ে যায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই সকল ত্রুটি থেকে যাওয়াতে জমিদার ও প্রজার মধ্যে সীমানা, স্বত্ব, অধিকার, খাজনা প্রভৃতি নিয়ে যে বিবাদের স্রোত প্রবাহিত হ'ল তা'তে দেশ ডুবে গেল। দখল সপ্রমাণ করবার প্রধান উপায় হ'ল লাঠি। সকল জমিদারই কতকগুলি বেতন-ভোগী লাঠিয়াল রাখতে লাগলেন। আর স্বত্বের প্রধান প্রমাণ হ'ল জাল দলিল। এতেও যখন জমিদার প্রজার সঙ্গে পেরে উঠতেন না, তখন ক্রমাগত মোকদ্দমা করে', আপীল এবং তস্য আপীল করে' প্রজাকে সর্ব্বস্বান্ত করতেন।

---

that the Directors, and those who under their authority, conducted the Government of Bengal, were well aware of the indefinite relations which subsisted between Zamindars and raiyats, were apprized of the uncertain nature of the rights of the cultivators of the soil, that practically nothing effectual had been done between 1765 and 1790 to define or adjust the rights and the payments to be made by the raiyats, * * that Mr. Hastings and Mr. Shore were of opinion that these rights and payments should be defined and adjusted before the Government limited its own demands upon the Zamindars and settled for ever the amount of revenue payable by them * * that the Court of Directors adopted Lord Cornwallis' views, and, instead of directing the rights of the cultivators of the soil to be ascertained, adjusted and defined once for all, contented themselves with reserving a general right to interfere afterwards, it these expectations and those of Lord Cornwallis should be disappointed, and such interference should be necessary for the protection and welfare of the raiyats.—Dr. *Field's summing up of the discussions. pp* 503. *S.* 207.

প্রজা সর্ব্বস্বান্ত হ'ত, কিন্তু জমিদারও অব্যাহতি পেতেন না। একটি প্রজার বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমা করতেই কত ব্যয় হয়। যখন বহু গ্রামের বহু প্রজার বিরুদ্ধে বহু মোকদ্দমা এক সঙ্গে করতে হয়, তখন জমিদার বেশ বুঝতে পারেন প্রজার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা নিতান্ত সহজ নয়। বাঙলার বহু বনিয়াদী জমিদার যুগ-যুগান্তরব্যাপী রাষ্ট্র-বিপ্লব ও অরাজকতা সহ্য করে' অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, কিন্তু এই আইনের অত্যাচারে অনেকে উৎসন্ন হ'য়ে গেল।

এর উপর আর এক বিপদ উপস্থিত হ'ল। জমিদারকে যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁর জমিদারীর খাজনা দিতে হ'ত, প্রজাকে তা'র জমির খাজনা তেমনি একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে বাধ্য করবার কোন আইন ছিল না। তা'র ফলে এই হয়েছিল যে জমিদার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে পারতেন না এবং কাজেই তাঁর নিজের খাজনাও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে পারতেন না। এই বাকী খাজনা আদায়ের জন্য সাবেক-দস্তুর বেত-চাবুক ব্যবহার করা ছাড়া জমিদারকে পাঠশালার ছেলেদের মত পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা, গ্রীষ্মকালে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা, শীতকালে গায়ের কাপড় খুলে নিয়ে ঠাণ্ডা জল দেওয়া হ'ত[৭]। মুসলমান আমলের এই শাসনগুলি কোম্পানী দেওয়ানী নেবার কিছু পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা'র পরিবর্ত্তে জমিদারকে ধরে' এনে কয়েদ করা এবং সম্পত্তি ক্রোক করা আরম্ভ করলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে শোষণ কার্য্যও আরম্ভ হ'ত। জমিদার

(৭) Such as hanging up by the feet, bastinadoing, setting them (Zamindars) in the sun in summer, and by stripping them naked and sprinkling them frequently with cold water in winter.—*Stewart's History of Bengal, p.* 237.

একটু বড় হ'লে, যাদের হাতে এই কয়েদ-ক্রোকের ভার থাকত তাদেকে "খুসী" করে' কয়েদটা নজরবন্দীতে পরিণত হ'ত, এবং ক্রোক হ'লেও জমিদারের আমলাকে খাজনা আদায় করতে দেওয়া হ'ত। এতেও যদি রাজস্ব আদায় না হ'ত, অথবা "খুসী" করার কার্য্যটা উপযুক্ত মত না হ'ত, তা হ'লে কয়েদটা প্রথমে জমিদারের নিজ বাড়ীতে, তারপর কলেক্টার সাহেবের কাছারীতে, তারপর জেলেই রীতিমত হ'ত। আর ক্রোকটাও দস্তুরমত জমিদারীর উচ্ছেদে পরিণত হ'ত। এ সকলেও কিছু ফল না হ'লে জমিদারকে কলকাতায় প্রধান রাজস্ব কর্ম্মচারীর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ত এবং পুনরায় শোষণ কার্য্য আরম্ভ হ'ত; আর ঘুষের মাত্রা অনুসারে জামিনে খালাস থেকে জেলে-পচা পর্য্যন্ত সবই হ'ত। অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত শক্তিশালী জমিদারদেরও এ থেকে অব্যহতি ছিল না। এইরূপে বিষ্ণুপুরের রাজাকে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে একবার কলকাতায় ধরে' আনা হয়। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বীরভূমের রাজার জমিদারীও ক্রোক হয়। বাঙলা দেশের সব চেয়ে বড় শক্তিশালী জমিদার যে বর্দ্ধমানের রাজা, তাঁরও জমিদারী ক্রোক থেকে শরীর আবদ্ধ পর্য্যন্ত সবই হয়েছিল [৮]। এই ত গেল রাজরাজড়াদের কথা, ছোট জমিদারদের পক্ষে এ সকল কাজ সরাসরি ভাবেই সারা হ'ত, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, জমিদারী থেকে বেদখল, জেলে কয়েদ করা, অতি সত্বরই হ'য়ে যেত।

কোম্পানীর পক্ষেও এতে বিশেষ লাভ হয় নি। কথাটা হ'ল এই যে এত করেও যে সকল জমিদারের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় হ'ল না, তা'র ক্রোক-করা-জমিদারী নিয়েই বা কি হবে? আর তা'র জেলে-

---

(৮) Letter No. 2 dated the 8th March 1788, from the Collector of Burdwan.—Bengal Records Vol. I. page 91.

আবদ্ধ-শরীর নিয়েই বা কি হবে? জমিদারীটা অল্প দিনের জন্য কোন ঠিকাদারকে দিলে সে প্রজার রক্ত শোষণ করবে, কারণ প্রজার অবস্থায় তার কোন স্বার্থ নেই। অপর পক্ষে, প্রজাও সাবেক জমিদারের উত্তেজনায় নূতন ঠিকাদারকে খাজনা দেবে না। প্রজা প্রথমে শান্তিভঙ্গ না করে' কেবল খাজনা দেওয়া বন্ধ করে' বসে' থাকে। ঠিকাদারের পক্ষে লেঠেল আসে। তখন প্রজাও বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। সাবেক জমিদার অবশ্য চুপ করে' বসে' থাকে না; দরখাস্তের ওপর দরখাস্ত দিয়ে তিনি কলেক্টার সাহেবকে ব্যতিব্যস্ত করে' তোলেন এবং কলেক্টারের অধীন কর্ম্মচারীদের "খুসী" করেন। ঠিকাদার হয় প্রজার অর্থ শোষণ করে' বড় মানুষ হ'য়ে যায়, না-হয় প্রজার বিরুদ্ধাচরণে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে পড়ে। ঠিকাদার না পাওয়া গেলে কলেক্টার নিজের কর্ম্মচারী দিয়ে খাজনা আদায় করাতেন। এইরূপে খাসমহলের সৃষ্টি হয়।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ৩ রেগুলেশনের দ্বারা জমিদারকে কয়েদ করবার প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হ'ল। স-কৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল বিবেচনা করলেন যে বাকী খাজনার জন্য জমিদারীই দায়ী, জমিদারের শরীর দায়ী নয়। অতএব খাজনা বাকী পড়লে জমিদারী নিলামে বিক্রীর ব্যবস্থা হ'ল [১]। কিন্তু ঠিক সময় মত কোন কাজ করা অলস বিলাসী জমিদারের অভ্যাস নয়। সুতরাং নূতন নিয়মে জমিদারের শরীর রক্ষা হ'ল কিন্তু জমিদারী রক্ষা হ'ল না। অনেকের জমিদারী বিক্রী হ'য়ে গেল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ২২ বৎসর মাত্র পরে (১৮১৫

---

(১) Article VI of Governor General's Proclamation of the 22nd March 1793 embodied in S. 7 of Regulation 1 of 1793.

খৃষ্টাব্দে) বাঙলার ভূসম্পত্তির প্রায় অর্দ্ধেক বিক্রী হ'য়ে গিয়েছিল [১০]; এই বাকী খাজনার জন্য দায়ী জমিদারদের মধ্যে নদীয়া, রাজসাহী, বিষ্ণুপুর ও কালীজোড়ার রাজাদের নাম উল্লেখযোগ্য। সুচতুর বর্দ্ধমানাধিপতি এই নিয়মের উল্লেখযোগ্য ব্যভিচার। তিনি সময়মত খাজনা আদায় করে' দেওয়ার কষ্ট স্বীকার না করে' পত্তনীদার নিযুক্ত করলেন। কোম্পানী এটাকে জমিদারের কর্ত্তব্যের ত্রুটি বলে' মনে করলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য ছিল জমিদার জমিদারীর এবং জমিদারীভুক্ত কৃষকের উন্নতি করবেন। বর্দ্ধমানের রাজা তা না করে' নিজের সম্পূর্ণ লাভ রেখে অন্যকে জমিদারীর লাভের অংশ যথাসম্ভব দিয়ে দিলেন। কাজেই কোম্পানী তাঁর এই আচরণে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু কোম্পানীর অসন্তোষ সত্ত্বেও দেখা গেল নিলাম বিক্রী আইনের কবল থেকে জমিদারী রক্ষা করবার এই একমাত্র উপায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ২৭ বৎসর পরে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এইরূপ জমিদারী হস্তান্তর করাকে আইন সঙ্গত করে' নেওয়া হল [১১]। এর ফলে অনেক বড় জমিদার প্রজার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হ'য়ে কেবল পত্তনীদারের বৃত্তিভোগী হ'য়ে পড়লেন। ওদিকে পত্তনীদারেরা আবার দর-পত্তনীদার, দর-পত্তনীদারেরা আবার সে-পত্তনীদার নিযুক্ত করলেন। সকলেই অবশ্য কিছু লাভ করতে লাগলেন। Baden-Powel বলেন "This rent is calculated so as to leave a margin of profit over and above the sum payable to the Zamindar and the revenue payable to Government—a margin which it depends on the

---

(১০) Zamindary Settlement Vol II, appendix XVIII, p. 42.

(১১) Regulation VIII of 1819.

lessee's skill and ability to make more and more. * * * In some places there are so many as a dozen between the Zamindar at the top and the cultivator of the soil at the bottom. * * * Such a person (as the patnidar) had no other interest but to amass the largest profit to himself, regardless whether, on going out, he left behind him an estate sucked dry and tenants verging on misery * * * ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই প্রথা সম্বন্ধে বলা হয়েছিল "as striking its roots all over the country and grinding down the poorer classes to bare subsistence"[১২]। অর্থাৎ পত্তনীদারের সঙ্গে জমিদারের যে খাজনার বন্দোবস্ত হ'ত, তা'তে গভর্ণমেণ্টকে দেয় রাজস্ব এবং জমিদারকে দেয় খাজনার উপর এমন একটা লাভের অঙ্ক থাকত যেটা পত্তনীদার বুদ্ধিকৌশলের দ্বারা বাড়াতে পারতেন। ঊর্দ্ধে জমিদার ও নিম্নে কৃষক, এই দুয়ের মধ্যে কখন কখন বার জন পত্তনীদার থাকত। নিজের লাভ ছাড়া প্রজার অবস্থায় এদের আর কোন স্বার্থ নেই। তাঁদের শোষণে গ্রাম শুষ্ক নীরস হ'য়ে যেত এবং প্রজার দারিদ্র্য বাড়ত। কেবলমাত্র প্রাণধারণের জন্য যা আবশ্যক তা'ও থাকত না। তথাপি প্রজার রক্ত-শোষক এই ব্যবস্থা কোম্পানী বাহাদুর বৈধ করে' দিলেন।

---

(১২) Land systems of British India by Baden-Powell. p. 638.

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের অবসান—বৃটিশরাজের ভারতরাজত্ব গ্রহণ—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি ও তা'র সংশোধনের চেষ্টা—প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন।

স্মরণ রাখতে হবে কোম্পানী বণিক্ সম্প্রদায়। তাঁদের প্রথম ও প্রধান কাজ ব্যবসায়। অন্য কোন কাজ এই প্রধান কাজের অনুকূল এবং তা'র উন্নতির সহায়ক না হ'লে কোম্পানীর কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হ'তে পারে না। তারপর ব্যবসায়ের অন্য অঙ্গ লাভের মধ্যে যখন বাঙলা-বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়ানীটাও লাভ হ'ল, তখন রাজস্ব সংগ্রহটা হ'ল দ্বিতীয় প্রধান কাজ। প্রজার হিতাহিত এ অবস্থায় গৌণ কর্ম্ম বলেই অবশ্য বিবেচিত হবে। সেইজন্য তাঁদের প্রথম দৃষ্টি জমিদারের উপর, কারণ জমিদার তাঁদের রাজস্ব আদায় করে' লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করে' দেন। প্রজার সঙ্গে সম্পর্ক ততটুকু যতটুকুতে খাজনা দেবার জন্য তা'র প্রাণটা বজায় থাকে। কোম্পানীর সকল কাজেই এই মূল নীতিটি বেশ দেখতে পাওয়া যায়। এইরূপে সুদীর্ঘ ছয়টি বৎসর কেটে গেল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষে কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হ'ল। ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং ভারতরাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে প্রজার সমৃদ্ধিতেই তাঁর সমৃদ্ধি, প্রজার সন্তোষেই তাঁর সন্তোষ এবং প্রজার সুখেই তাঁর সুখ।

ক্রমে প্রজার অবস্থা, প্রজার উপর সাবেক আমলের নানাবিধ অত্যাচার অবিচারের কথা নূতন রাজকর্ম্মচারীদের কর্ণগোচর হ'ল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১ রেগুলেশনের ৮ ধারায় লর্ড কর্ণওয়ালিস যে প্রতিশ্রুতি করেছিলেন তা'র প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ল। সে প্রতিশ্রুতি এই "It being the duty of the Ruling Power to protect all classes of people and more particulary those who from their situation are most helpless, the Governor General in Council will, whenever he may deem it proper, enact such Regulations as he may think necessary for the protection and welfare of the dependent talukdars and raiyats and other cultivators of the soil." অর্থাৎ এই যে, সকল শ্রেণীর প্রজাকে, বিশেষতঃ যারা অবস্থার দোষে নিতান্ত অসহায় তাদেকে রক্ষা করাই রাজধর্ম্ম। সেইজন্য স-কৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেল যখনই আবশ্যক মনে করবেন তখনই এমন আইন করবেন যাদ্বারা অধীন তালুকদার, রায়ত ও কৃষকের রক্ষা ও সর্ব্বথা মঙ্গল হয়। কৃষকের হিতের জন্য পরে যত বিধিব্যবস্থা হয়েছে সে সকলের মূলে লর্ড কর্ণওয়ালিসের এই প্রতিশ্রুতি। এর দ্বারা জমিদারের অত্যাচার থেকে প্রজাকে রক্ষা করার চেষ্টাও যেমন হয়েছে, জমিদারের খাজনা আদায়ের কাজটাকে নির্ব্বিঘ্ন করবার চেষ্টাও তেমনি হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন জমিদার ও প্রজার মধ্যে পাট্টাকবুলিয়তের আদান প্রদান থাকলেই এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। সেইজন্য ঐ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দেই ৮ রেগুলেশন প্রণীত হ'ল। এর ৫৯ ধারায় বিহিত হ'ল যে জমিদার প্রজাকে পাট্টা দেবেন, পাট্টায় লেখা থাকবে প্রজাকে কত খাজনা দিতে হবে এবং সেই খাজনার অতিরিক্ত কোন 'আবওয়াব' প্রজাকে দিতে হবে না। কিন্তু ঐ

রেগুলেশনেরই ৫৪ ও ৫৫ ধারায় বলে' দেওয়া হ'ল যে তথনকার প্রচলিত 'আবওয়াব'গুলি আসল খাজনার মধ্যে যোগ করে' যা হবে তাই 'আসল'। সেই আসলের উপর নূতন 'আবওয়াব' নেওয়াই নিষিদ্ধ হ'ল। তথাপি 'আবওয়াব' আদায়ের অভিযোগ অনেক হ'তে লাগল। এর পূর্ব্বেও ৭ রেগুলেশনের দ্বারা জমিদারের পক্ষে খাজনা আদায়টা সহজ করে' দেবার জন্য জমিদারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে খাজনা বাকী পড়লে আদালতের সাহায্য না নিয়ে জমিদার নিজেই প্রজার শস্য গরু এবং অন্যান্য সম্পত্তি গ্রেপ্তার করে' বাকী খাজনা আদায় করতে পারবেন। প্রায় ২০ বৎসর জমিদার এই অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা ভোগ করেছিলেন। তারপর যখন প্রজার ক্লেশ তা'র সহিষ্ণুতার শেষ সীমায় উপস্থিত হ'ল, তখন গবর্ণমেণ্ট ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ৫ রেগুলেশন দ্বারা গ্রেপ্তারের ক্ষমতাটা লোপ করে' দিলেন, কিন্তু সম্পত্তি ক্রোকের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ থাকল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২২ রেগুলেশন দ্বারা এর প্রথম প্রবর্ত্তন হয় এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জমিদারের হাতে প্রজাপীড়ক যন্ত্রস্বরূপ থেকে ঐ বৎসরের ১০ আইন দ্বারা সংশোধিত হয়। সংশোধনটা এই হ'ল যে যে-জমির খাজনা বাকী পড়বে তারই উৎপন্ন শস্যমাত্র ক্রোক হ'তে পারবে। এই আইনের দ্বারা আরও বিহিত হ'ল যে জমিদার আর প্রজাকে তাঁর কাছারীতে উপস্থিত হ'তে বাধ্য করতে পারবেন না। পূর্ব্বে তা পারতেন। কাছারীতে ডাকিয়ে আনার অর্থ যে কত নিগ্রহ তা কারো অজ্ঞানিত নেই। এই আইনের দ্বারা জমিদারকে খাজনার জন্য রসিদ দিতেও বাধ্য করা হ'ল এবং অতিরিক্ত খাজনা আদায়ও নিষিদ্ধ হ'ল। আরও আদেশ হ'ল খাজনার মোকদ্দমার বিচার দেওয়ানী আদালতে না হ'য়ে কলেক্টারী আদালতে হবে। কলেক্টার রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্ম্মচারী, সুতরাং তাঁর আদালতে বা

তাঁর অধীন কর্ম্মচারীদের আদালতে এই সকল মোকদ্দমার বিচার হ'লে সুবিধা হ'তে পারে, এই বোধ হয় এই পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য। এই সকল মোকদ্দমার আপীলও এর দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করে' দেওয়া হ'ল।

শেযোক্ত বিধানটি আবার ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৮ আইনের দ্বারা রদ করে' খাজনার মোকদ্দমা আবার দেওয়ানী আদালতের বিচার্য্য করা হ'ল। কিন্তু এর প্রয়োগ কতকগুলি জেলায় মাত্র নির্দ্দিষ্ট হ'ল। এতেও বিশেষ কোন ফল হ'ল না। মূলে যে দোষ ছিল তা'র এ পর্য্যন্ত কোন সংশোধন হ'ল না। প্রজার অধিকার নির্দ্দিষ্ট হ'ল না। সুতরাং প্রজার উপর অত্যাচার পূর্ব্ববৎ চলতে লাগল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রজাস্বত্ব সুনির্দ্দিষ্ট করে' দেবার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব আইনে প্রজাস্বত্বের যে সংজ্ঞা ছিল তা'র একটা গুরুতর পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব হ'ল। তিন বৎসর ব্যাপী বিবেচনার পর বিষয়টা ভাল করে' তদন্ত করবার জন্য একটা কমিশন নিযুক্ত হ'ল, আর এই খাজনা আইন কমিশনের (Rent Law Commission) সাহায্যের জন্য নিযুক্ত হলেন নীলকর ও জমিদার! সমস্ত বিষয়টাতে কৃষকের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আর কেউ সংপৃক্ত নয়। কিন্তু কৃষককে কেউ কোন দিন চেনে নি, জানে নি। তার ওপর কৃষক বাক্‌শক্তিহীন। কাজেই কৃষক সে কমিশনে স্থানও পেলে না। কিন্তু কমিশনের মেম্বরদের মধ্যে অনেকের সহানুভূতি ছিল কৃষকের সঙ্গে। তাঁরা জমি-ক্রোকের আইনটা উঠিয়ে দিতে চাইলেন। খাজনা বাকী পড়লে জমি ক্রোক-বিক্রী হ'তে পারে, ইংরেজ আমলের আগে ভারতবর্ষে একথা কেউ কখন শোনেও নি। এটি একবারে খাঁটি বিলিতি আমদানি। চিরাগত আচারকে স্বীকার করে' নেওয়াই সকল দেশের আইন-প্রণয়নের মূল নীতি। কিন্তু কোম্পানীর আইনের মূলনীতি ছিল খাজনা

আদায়। সুতরাং এই বিলিতি আইনটা সহজেই এদেশে চালিয়ে দিলেন। কমিশনের সহৃদয় সদস্যেরা যখন প্রজাপীড়ক যন্ত্ররূপ এই আইনটি উঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন তখন জমিদারপক্ষ তা'র বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি করলেন। জমিদারপক্ষ প্রবল, তাঁদেরই জয় হ'ল। সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তিত হ'য়ে ক্রোক-বিক্রীর আইন থেকে গেল [১]।

গবর্ণমেণ্ট যে জমিদারের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে বিধি-ব্যবস্থা করেছিলেন তা ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'তে লাগল। জমিদার গবর্ণমেণ্টকে যে রাজস্ব দেন তা চিরকালের জন্য স্থিরীকৃত, আর প্রজার কাছ থেকে যে খাজনা আদায় করেন তা'র কোন স্থিরতা নেই। কলেক্টারীতে জমিদার-দত্ত রাজস্বের হিসাব রাখা হয়, কিন্তু প্রজা-দত্ত খাজনার হিসাব রাখতে কেউ বাধ্য নয়। পাট্টা কবুলিয়ৎ আদান-প্রদানের যে আদেশ হয়েছিল তা কেউই পালন করলে না। সেই জন্য গ্রামে গ্রামে পাটোয়ারি ও কানুনগো রেখে প্রজার জমি ও

---

(১) According to the Rent Law Commissioners, distraint is "an offset of English Law" which was originally introduced into this Country by Regulation XXII of 1793, which empowered certain specified landlords to distrain and sell the crops and products of the earth of every description, the grain, cattle, and all other personal property (whether found in the house or on the premises of the defaulters or any other persons) belonging to the tenants. This continued to be the Law until 1859 when the power of distraint was limited to the produce of the land on account of which the rent was due. The Rent Law Commission proposed to abolish the law of distraint altogether, but to this strong objections were taken—*Rent Law Commissioner's Report, Vol VI.*

খাজনার হিসাব রাখবার চেষ্টা করা হ'ল। কিন্তু জমিদারের প্রভাবে তা'ও সফল হ'ল না।

এই সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল দেখে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে Court of Directors জরিপ করে' প্রজার স্বত্বরক্ষার আদেশ দিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই জরিপ হ'ল। এবার গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জমিদার ও প্রজার অধিকার ও দায়িত্ব জানতে পারলেন। এর প্রথম ফল ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ১২ আইন। পূর্ব্বে বাকী খাজনার জন্য জমি বিক্রী হ'য়ে গেলে প্রজাকে উদ্‌বাস্তু করা হ'ত। এই আইনের দ্বারা নিয়ম করা হ'ল যে, যে-সকল খুদকাস্ত প্রজার দখলীস্বত্ব জন্মেছে তাদেকে উদ্‌বাস্তু করা যেতে পারবে না। কিন্তু ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১০ আইনের পূর্ব্বে দখলীস্বত্ব কা'কে বলে তা'র কোন সংজ্ঞা কোথাও পাওয়া যায় না। এই ১০ আইনের প্রধান উদ্দেশ্য খাজনা আদায়ের পূর্ব্বতন বিধি-ব্যবস্থাগুলির সংশোধন করা। বাকী খাজনার জন্য নালিশ এবং ডিক্রীজারীর ব্যবস্থাও এই আইনের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়।

এর দ্বারা কৃষকেরও শ্রেণী বিভাগ করা হয়। প্রথম শ্রেণীর প্রজা হলেন তাঁরা যাঁরা সেই সময়ের ২০ বৎসর পূর্ব্ব থেকে ক্রমাগত একই হারে খাজনা দিয়ে আসছেন। ধরে নেওয়া হ'ল তাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকেই এইরূপ খাজনা দিয়ে আসছেন। যাঁরা ১২ বৎসরকাল একই জমি দখল করে' আসছেন তাঁরা হলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রজা। আর যাঁদের কোন জমিতে এইরূপ দখলীস্বত্ব নেই তাঁরা হলেন তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম দু' শ্রেণীর প্রজাকে কতকটা নিরাপদ করে' দেওয়া হ'ল। কোন সবিশেষ কারণ দর্শাতে না পারলে তা'র খাজনা বৃদ্ধি হবে না। কোন ডিক্রী অনুসারে আদালতের

আদেশ ব্যতীত তা'কে উদ্বাস্তু করা যেতে পারবে না। কেবলমাত্র এক বৎসরের বাকী খাজনার জন্য তা'র শস্য ক্রোক হ'তে পারবে। পূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় এই বিধান প্রজার পক্ষে অবশ্যই খুব উপকারী। পূর্ব্বে আদালতে না গিয়ে জমিদার নিজেই খাজনা বৃদ্ধি করতে পারতেন, বাকী খাজনার জন্য প্রজার শস্য, গরু-বাছুর, হাল-লাঙ্গল, বীজ, ঘটী-বাটী প্রভৃতি সবই ক্রোক করে' প্রজাকে উদ্বাস্তু করতে পারতেন। কিন্তু এ সকলই হ'ল দখলীস্বত্ব-ভোগী প্রজার পক্ষে। আর দখলীস্বত্বটা সাব্যস্ত হ'ল তাদের যারা একই জমি ক্রমাগত ১২ বৎসর বা ততোধিক কাল ভোগ করে' আসছে। গ্রামে অবশ্য অনেক প্রজা আছে যারা পুরুষানুক্রমে জমি চাষ আবাদ করে' ভোগ-দখল করছে। কেউ কেউ জমিদারেরই আদেশে সময়ে সময়ে জমি পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছে। কেউ বা মেয়াদী পাট্টা নিয়েছে। কিন্তু চাষ-আবাদ চিরকাল সকলেই করছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এরা তৃতীয় শ্রেণীর প্রজা হ'য়ে গেল। দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার প্রতি যে অনুগ্রহ করা হ'ল এরা তা থেকে বঞ্চিত হ'ল। পূর্ব্বতন রাজাদের আমলে এরূপ কোন প্রভেদ ছিল না। স্মরণাতীত কাল থেকে দেশে আচার-প্রতিষ্ঠিত যে ব্যবস্থা ছিল, তা'তেও এরূপ প্রভেদ ছিল না। একই জমিতে ১২ বৎসর-ব্যাপী ভোগ-দখলকে দখলীস্বত্বের ভিত্তি কেন করা হ'ল তা বোঝা যায় না। তা'ও আবার যদি মেয়াদী পাট্টার সর্ত্ত অনুসারে হয়, তা হ'লে কোন অধিকারই জন্মাল না। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার পক্ষেও পূর্ব্বের চেয়ে কথঞ্চিৎ ভাল হ'লেও সম্পূর্ণ সুবিচার হ'ল না। এখনও তা'র খাজনা বৃদ্ধি হ'তে পারে, তা'কে উদ্বাস্তুও করা যেতে পারে। প্রভেদ এই মাত্র হ'ল, পূর্ব্বে যত সহজে এই সকল করা যেতে পারত, এখন আর তত সহজে করা যেতে পারে না। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে

জমিদার প্রবল, প্রজা দুর্ব্বল। প্রবল-দুর্ব্বলের বিরোধে সর্ব্বত্র যা হ'য়ে থাকে তাই হ'ল—বিধি-ব্যবস্থাগুলি প্রবলের কর্ত্তৃত্বাধীন হ'ল, আর প্রজা দুর্ব্বল, নিরাশ্রয়, অসহায় হ'য়ে প্রবলের কর্ত্তৃত্ব বেশ অনুভব করতে লাগল। প্রজার স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে এই অনিশ্চিত অবস্থা একটা মোকদ্দমা উপলক্ষে হাইকোর্টে উপস্থিত হ'ল। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ বিচার করে' বললেন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১০ আইনে প্রজার অধিকার সম্পূর্ণভাবে বিবৃত হয় নি। আরও বলে দিলেন যে চিরাগত আচার-প্রতিষ্ঠিত ভোগস্বত্বের যে অধিকার, প্রজার সে অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে [২]। এর মধ্যে এই আইনের খাজনা-বৃদ্ধিবিষয়ক ধারাগুলি নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হ'তে লাগল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের কলকাতা হাইকোর্টের সেই সময়কার প্রধান বিচারপতি সার বার্ণস্ পীকক (Sir Barnes Peacock খাজনার ম্যালথস্(Malthus)-কৃত ব্যাখ্যাকেই যুক্তিযুক্ত ও প্রকৃতঅর্থবোধক বলে' গ্রহণ করলেন। সে ব্যাখ্যা এই যে, কোন প্রকার শস্য উৎপাদন করবার জন্য কৃষকের যে মূলধনের প্রয়োজন তা'র লাভ ও কৃষিকার্য্যের আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যয় বাদে উৎপন্ন শস্যের মূল্যের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাই প্রকৃত খাজনা (rent) [৩]। এই ব্যাখ্যা যথার্থ হ'লে, প্রচলিত প্রথা অনুসারে জমিতে কৃষকের যে অধিকার আছে তা'র ব্যাঘাত হয়। আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কর্ত্তারা যে সকল প্রতিশ্রুতি করেছিলেন তা'ও ভেঙে যায়। এই সকল কারণে

---

(২) Selections form papers relating to the Bengal Tenancy Act, 1885, p. 44.

(৩) Economic rent as defined by Malthus viz."that portion of the value of whole produce, which remains to the owner of the land after all the out goings belonging to its cultvation, of whatever kind, have

সার বার্ণস্ পীককের এই মীমাংসার বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। তারপরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরাণী দাসী বনাম বিশ্বেশ্বর মুখুয্যের মোকদ্দমা উপলক্ষে এই বিষয়টা হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে উপস্থিত হয়[৪]। ফুলবেঞ্চের অধিকাংশ বিচারপতিরা সার বার্ণস পীককের মত অগ্রাহ্য করলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে প্রজা জমিদারকে "ন্যায্য" খাজনা দিতে বাধ্য। "ন্যায্য" খাজনা, তাঁরা ব্যাখ্যা করলেন, সমস্ত উৎপন্ন শস্যের মূল্যের সেই অংশ, যে অংশ দেশের রীতি অনুসারে জমিদারের প্রাপ্য (That portion of the gross produce, calcuated in money, to which the Zamindar is entitled under the coustom of the country)। এই দুয়ের প্রভেদটা বিশেষ লক্ষ্য করে' দেখা উচিত। প্রথমটা কৃষিকার্য্যে প্রয়োজনীয় মূলধনের লাভ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাদে কৃষকের যে লাভ থাকে তাই। আর দ্বিতীয়টা সমস্ত ব্যয় সমেত উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের যে অংশ জমিদারের প্রাপ্য তাই। সে অংশটা কত তা'ও নির্দ্দিষ্ট করে' বলা হয় নি। বলা বাহুল্য এ অংশটা হিন্দু রাজাদের আমলের ষষ্ঠাংশ নয়; এর আবার একটি বিশেষণ আছে—দেশাচার অনুসারে জমিদারের যা প্রাপ্য। দেশাচার বলতে বুঝতে হবে, প্রাচীনকাল-থেকে-চলে-আসছে যে আচার তা নয়; নবাবী আমলের শেষ যে অতি-আচার দ্বারা সকল রকম 'আবওয়াব' খাজনার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে 'আসল জমা' হ'য়ে গেল সেই আচার। এখন বিবেচনা করে' দেখতে হবে এই 'আবওয়াব'-

---

been paid, including the profits of the capital employed, estimated, according to the usual and ordinary rate of agricultural capital at the time being."

(৪) The Great Rent Case: Thakurani Dasi Vs. Bisheshwar Mukherje, B. L. R. F. B. Vol, 292.

সংযুক্ত খাজনাটা কি ন্যায্য? তা হ'লে 'আবওয়াব'গুলোও ন্যায্য? 'আবওয়াব'-রূপী অতিরিক্ত করগুলি বাদ দিয়ে যা থাকে তা'র সঙ্গে 'আবওয়াব'-সংযুক্ত খাজনার তুলনা করে' দেখলে, বুঝতে পারা যাবে, "আসল জমা" বলে' যে খাজনা এখন প্রজার কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে সেটা আসল নয়, আসলটা তা'র একটা সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৮ আইনের কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এই আইন প্রণয়নের সময় অনেক বাদানুবাদ হয়। তা'তে দেখা যায় যে ভোগদখলের স্বত্ব ও খাজনা-বৃদ্ধি-বিষয়ক বিধানগুলির পুনঃ সংশোধন আবশ্যক। তখন বিহার বাঙলা দেশের অন্তর্গত ছিল। বিহারের প্রজাদের অবস্থা এমন হীন হ'য়ে পড়েছিল যে তখনকার গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন তা'তে তাঁকে বলতে হয়েছিল যে প্রজাদের অবস্থা এমন হ'য়ে উঠেছে যে বিলম্বে হ'ক, অবিলম্বে হ'ক, গবর্ণমেণ্টকে সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে। প্রকৃত-পক্ষে প্রজা স্বাধীন, জমির খাজনা দিলে চাষ আবাদ করবার অধিকার তা'র নির্ব্বিবাদ। কিন্তু এ কথা কেবল নামে মাত্র, কাজে তা'র স্বাধীন অধিকার, স্বত্ব, জমিদারের প্রভাবে কিছুই ছিল না[৫]। পূর্ব্ববাঙলায়

(৫) In 1868 Lord Lawrence, as Governor-General, recorded a minute relating to the depressed state of the peasantry in Bihar in which he said that he believed that, "it would be necessary for the Government sooner or later to interfere and pass a law which should thoroughly protect the raiyat and make him what he is now in name only, a free man, a cultivator with the right to cultivate the land he holds, provided he pays a fair rent for it.—*Bengal Tenancy Act edited by Rampini and Kerr, 3rd Edition p. LXXXVI.*

অত্যাচরিত প্রজারা জমিদারদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হ'য়ে অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে কৃতসঙ্কল্প হ'ল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পাবনায় অত্যন্ত অশান্তি হ'ল। তা'র হেতু এই যে জমিদারেরা জরিপের জন্য ছোট মাপ চালাতে আরম্ভ করলেন, 'আবওয়াব' আদায় করতে লাগলেন, এবং বর্দ্ধিত হারে খাজনা দেবার কবুলিয়ৎ বলপূর্ব্বক লিখিয়ে নিতে লাগলেন। এই অশান্তির মূল কারণ দূর কররার জন্য যে আভ্যন্তরিক ঔষধের আবশ্যক ছিল, গবর্ণমেণ্ট তা'র প্রয়োগ না করে', একটা বাহ্য প্রলেপের ব্যবস্থা করলেন—সেটা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের প্রজাবিরোধ নিবারক আইন (Agrarian Disputes Act. 1876)। এদ্বারা কোন কোন স্থানে কিছু দিনের জন্য বাকী খাজনার এবং খাজনাবৃদ্ধির মোকদ্দমা দেওয়ানী-আদালত থেকে রেভিনিউ-আদালতের বিচারাধীন করে' দেওয়া হ'ল। রেভেনিউ-আদালতের অর্থ কলেক্টরের অধীন ডেপুটি-কলেক্টারদের আদালত। গবর্ণমেণ্ট মনে করলেন মুন্সেফদের চেয়ে ডেপুটি-কলেক্টারেরা ভাল বিচার করবেন এবং তা হ'লেই প্রজার আর কোন দুঃখ থাকবে না। কিন্তু এই মুষ্টিযোগের বাহ্য প্রলেপে ব্যাধি বিনষ্ট হ'ল না। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অবিসংবাদিত বাকী খাজনা যাতে শীঘ্র শীঘ্র আদায় হ'য়ে যায় তা'র জন্য এক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হ'ল। বলা বাহুল্য প্রজার হিতকল্পে সেটি রচিত হয় নি, জমিদারের প্রতি আরও একটু অনুগ্রহ করবার জন্য এর অবতারণা। কিন্তু যে সিলেক্ট কমিটির হাতে এই পাণ্ডুলিপির আলোচনার-বিবেচনার ভার পড়ল, তাঁরা পাণ্ডুলিপি উঠিয়ে নেবার পরামর্শ দিলেন। সুতরাং এ আর আইনরূপে বিধিবদ্ধ হ'ল না। সিলেক্ট কমিটি পরামর্শ দিলেন যে এই প্রদেশের খাজনার আইন সমস্ত একবার আমূল সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করবার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টকে করতে হবে। এর মধ্যে ১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে বিহারে দুর্ভিক্ষ হয়। এ সম্বন্ধে প্রজার

প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত হয়। সে কমিটিও খাজনা-আইনের পরিবর্ত্তন করবার পরামর্শ দেন। গবর্ণমেণ্ট এই উভয় পরামর্শ অনুসারে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রেণ্ট-কমিশন (Rent Commission) নিযুক্ত করলেন। এই কমিশনের প্রতি আদেশ হ'ল যে জমিদার-প্রজা-সম্বন্ধীয় যত আইন ও নজীর তখন ছিল তা'র একটা ধারাবাহিক বিবরণী এবং সেই বিবরণী থেকে একটা পাণ্ডুলিপি তাঁরা প্রস্তুত করবেন।

এই Rent Law Commission ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে একটা আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। আরও তিন বৎসরব্যাপী বিচার বিতর্কের পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুলিপিটি পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হ'য়ে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হ'ল। এতেও মূলনীতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হ'ল না। সেই দুটি কথা—(১) প্রজাকে একটা যুক্তিযুক্ত আস্বস্তি দেওয়া যে, সে তা'র জমি নির্ব্বিবাদে ভোগ করতে পারবে ; আর (২) জমিদারের পক্ষেও যাতে খাজনা স্থির করবার ও আদায় করবার সুবিধা হয় তা'র ব্যবস্থা করা—এই দুটি কথাই অমীমাংসিত থাকল। অথচ এই দুটি কথা নিয়েই যত বিবাদ বিসংবাদ। হিন্দু রাজাদের সময়ে এবং মুসলমান রাজাদের আমলে এই খাজনা ছিল উৎপন্ন শস্যের পঞ্চমাংশ বা ষষ্ঠাংশ। রাজার আপদ-বিপদের সময় কখন কখন খাজনা কিছু বেশী হ'ত, কিন্তু সেটা চিরস্থায়ী হ'ত না। আর প্রজা যা দিত তা একবারে রাজকোষে যেত। মাঝে তা থেকে আর কেউ কোন অংশ নিত না। এই চিরাগত প্রথা একবারেই অবজ্ঞাত হ'ল। মুসলমান রাজত্বের অধঃপতনের সময়, প্রধানতঃ কোম্পানিকে দেবার জন্য, অনুষঙ্গতঃ অন্যান্য কারণে, যে সকল 'আবওয়াব' খাজনার সঙ্গে আদায় হ'তে আরম্ভ হ'ল, কোম্পানি গবর্ণমেণ্টই পরে রাজ-গবর্ণমেণ্ট উভয়েই সেই স-'আবওয়াব'

খাজনাকেই 'আসল' খাজনা বলে' ধরে' নিয়ে কৃষির এবং কৃষকের শোচনীয় পরিণামের ভিত্তি স্থাপন করলেন। বীজের দোষ ফল থেকে দূর করবার চেষ্টা যেমন ব্যর্থ হয়, পরে প্রজার হিতকল্পে সদিচ্ছা-প্রণোদিত হ'য়ে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করেছেন তা'ও তেমনি ব্যর্থ হয়েছে। লর্ড রিপন, এই পাণ্ডুলিপি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভায় যখন প্রথম উপস্থিত হয়, বলেছিলেন—তালুকদার, রায়ত ও জমির যারা প্রকৃতপক্ষে চাষ আবাদ করে সেই কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করবেন বলে' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন; কিন্তু, লজ্জার বিষয়, যে তাঁরা অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সে প্রতিজ্ঞা পালনের কোন চেষ্টা করেন নি [৬]।

রাজ-প্রতিনিধির এই আশ্বাস বাক্যে কৃষক আশা করলে, এবারকার আইন যথার্থই তা'র পক্ষে হিতকর হবে; জমিদার আর ইচ্ছা করলেই তা'কে জমি থেকে উঠিয়ে দিতে পারবেন না, তা'র খাজনা নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে যাবে এবং জমিদারের ইচ্ছা অনুসারে তা'র আর বৃদ্ধি হবে না। এই দুটি প্রতিকার পেলে লর্ড লরেন্স তা'কে যা করতে চেয়েছিলেন,

---

(৬) When the Bill was first introduced in Council in 1883, Lord Ripon said :—"We have endeavoured to make a settlement which, while it will not deprive the landlords of any of their accumulated advantages, will restore to the raiyats something of the position which they occupied at the time of the Permanent settlement, and which we believe to be urgently needed, in the words of the settlement, for the protection and welfare of the taluqdars, raiyats and other Cultivators of the soil, whose interest we undertook to guard, and have, to our shame, too long neglected.' —*Selections from papers relating to the Bengul Ienuncy Act, 1885, pp 140-141.*

সে সেই স্বাধীন প্রজা হ'তে পারবে। পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হ'ল, ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদিত হ'য়ে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন, প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইন হ'য়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল কার্য্যতঃ কৃষকের তা'তে বিশেষ কোন উপকার হবার সম্ভাবনা নেই। খাজনা-সম্বন্ধে সেই সাবেক কথাই থাকল—প্রজাকে একটা যুক্তিযুক্ত ন্যায়সঙ্গত (fair and equitable) খাজনা দিতে হবে। কিন্তু কৃষক যদি জিজ্ঞাসা করে যুক্তিযুক্ত ন্যায়সঙ্গত খাজনাটা কি? উত্তর, যা ছিল তাই; অর্থাৎ কৃষক আগে থেকে যে স-'আবওয়াব' খাজনা দিয়ে আসছে তাই। তা'র চেয়েও যদি বেশী খাজনা জমিদার চান, তাহ'লে তাঁকে প্রমাণ করতে হবে যে প্রধান খাদ্যশস্যের মূল্য বেড়েছে, অথবা সেইরূপ জমির জন্য অন্য কৃষক বেশী খাজনা দিচ্ছে। খাজনা-বিষয়ক যত বিধি-ব্যবস্থা হয়েছে, সব তাতেই এই দোষটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় যে, যে-সকল অন্যায় অতিরিক্ত কর 'আবওয়াব'রূপে খাজনার সঙ্গে থেকে গিয়েছে, সেগুলি থেকেই গেল—vested right হ'য়ে গেল; তা'র আর প্রতিকার হ'ল না।

তারপর, জমি থেকে কৃষককে উঠিয়ে দেবার কথা। সে সম্বন্ধেও নূতন আইনে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হ'ল না। কৃষক যদি জমিদারের সঙ্গে এমন কোন সর্ত্ত করে' থাকে, যে সর্ত্ত ভঙ্গ করলে সে জমি থেকে বে-দখল হ'য়ে যাবে, তা হ'লে সর্ত্তভঙ্গ বে-দখল হবার কারণ হতে পারে; তা না হ'লে কৃষককে জমি থেকে বে-দখল করা যাবে না। এই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এ নিয়মের ব্যভিচারও জমিদারের পক্ষে অসাধারণ নয়। নতুন পাট্টা দেবার এবং কবুলিয়ত নেবার সময় জমিদার এমন অনেক সর্ত্ত কৃষককে দিয়ে করিয়ে নেন, যা কৃষক পরে ভঙ্গ করতে বাধ্য হয়। তা'র উপর বাকী খাজনার জন্য জমি বিক্রী করিয়ে নিজে

খরিদ করে' নিয়ে কৃষককের দখলী স্বত্ব লোপ করে' মেয়াদি পাট্টায় সেই জমি বন্দোবস্ত করা ত সর্ব্বদাই ঘটছে। একটা দৃষ্টান্ত এই— Mr. Harry Grant ভাগলপুরের জমিদার, সেকেলে অশিক্ষিত ভারত-বর্ষীয় জমিদার নন; ইনি জাতিতে ইংরেজ, সম্ভবতঃ শিক্ষিত এবং ন্যায়-অন্যায়-জ্ঞানসম্পন্ন। এঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, ইনি প্রজার উপর অত্যাচার করেন। Mr. Eaves Clare Smith সাক্ষী, ইনিও ইংরেজ; আসামী Grantএর প্রতি কোন বিদ্বেষ-ভাব আছে এমন বিবেচনা করবার কোন হেতু নেই। এঁর সাক্ষ্যে অত্যাচারের বৃত্তান্তটা বেশ বুঝতে পারা যায়। সাক্ষী বলেন, প্রজাদের কাছ থেকে কবুলিয়ত নিয়ে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে জমি দেওয়া হয়; আগে নিয়মিত সেলামী নেওয়া হয়, তারপর খাজনা স্থির করা হয়। মেয়াদের সময় উত্তীর্ণ হ'লে প্রজাকে আবার কবুলিয়ত দিতে হয়, সেলামী আর দিতে হয় না। কিন্তু খাজনাটা যে, পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরে যা ছিল, তাই থাকবে তা নয়। জিরাত-জমি তিনি যা'কে ইচ্ছা তা'কেই দিতে পারেন তা সে ব্যক্তি পূর্ব্বে প্রজা থাকুক আর নাই থাকুক। পাঁচ বৎসরের মেয়াদের পরে প্রজা যদি নতুন বন্দোবস্তের জন্য দরখাস্ত না করে, আইনের সাহায্যে তা'কে উঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যদি কোন প্রজার জমি নদীর ভাঙনে ভেঙে যায় এবং কিছু দিন পরে নতুন চর হ'য়ে উঠে, ত প্রজার তা'তে কোন অধিকার থাকে না। সে যদি এই চর নিতে চায় ত তা'কে দরখাস্ত করতে হবে, সেলামী দিতে হবে, খাজনা ঠিক করতে হবে। ম্যানেজারের হুকুমে চরের সমস্ত জমির জরিপ হবে, এবং খণ্ডে খণ্ডে ভাগ হবে; তারপর প্রজাদের মধ্যে বিলি করা হবে। এর পূর্ব্বে প্রজা চর-জমি দখল করতে পারে না।

এই সাক্ষী কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডের কর্ম্মচারী। তাঁর সাক্ষ্যে যে প্রথার

কথা বলেন, কোর্টের অধীন জমিদারীতে সেই প্রথা প্রচলিত। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং জমিদার-রূপে যা করেন, এটা তারই একটা বর্ণনা। বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট সেই জন্য সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেন যদি জেলার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা নিজেই এই রকম করে' জমির বন্দোবস্ত দেন তা হ'লে অন্যে সেই রকম করলে তাঁরা আপত্তি করেন কেন? সাক্ষী এ কথার কোন উত্তর দেন নি [৭]।

---

(৭) এই মোকদ্দমার নিম্নলিখিত রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

Monghyr, Aug 5.

At todays hearing of the case against Mr. Harry Grant, Zamindar, Bhagalpar, Mr. Eaves Clare Smith gave evidence as to conditions under which land was let out to tenants by the Court of Wards. The witness stated that the tenants were given leases of land for a fixed period of five years by a Kabuliyat. They invariably paid Salamies and then the rent was fixed. At the end of five years the tenants took fresh leases by similar Kabuliyats without the Salami. The rate of rent was not necessarily the same at which they held land for the previous five years. Zirat land he can settle out to any body irrespective of whether he was a previous tenant or not. If the raiyat did not apply for a fresh Kabuliyat on the expiry of five years he was liable to ejectment by the legal process. If the tenants' holding had been diluviated and after a time had reformed again the tenant had no right to get possession of it. He was to make an application and arrange for the terms of the rent and the Salami. The tenant was never allowed to take possession of the newly formed deara land until the whole deara had been measured out by the surveyor and divided up according to the manager's orders.

এই আইনের আর একটি বিধি হয়েছে এই যে, আদালতের ডিক্রী ব্যতীত বাকী খাজনার জন্য জমিদার কৃষকের শস্যাদি ক্রোক করতে পারবেন না। হিন্দু রাজাদের আমলে জমিদারও ছিল না, জমিদারের এসকল উৎপাতও ছিল না। মুসলমান নবাবদের আমলেও এসব অত্যাচার ছিল না। নবাব সরকার যখন অতি-হীন-অবস্থাপন্ন, যখন রাজস্ব আদায়ের জন্য "জমিদার" নিযুক্ত করেছেন, তখনও রাজস্ব আদায় না হ'লে এই "জমিদার"কে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করা হ'ত, "বৈকুণ্ঠ" দর্শন করান পর্য্যন্ত হ'ত, কিন্তু কৃষকের উপর কোন অত্যাচার করা হ'ত না। এই জমি-ক্রোক করা, জমির শস্য ক্রোক এবং অন্যান্য জিনিষপত্র ক্রোক করাটা খাঁটি বিলিতি জিনিষ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যখন "জমিদারকে" ইংরেজী Landlord করে' দেওয়া হ'ল, তখন ইংরেজ Landlord-এর এই ক্ষমতাটিও জমিদারকে দেওয়া হ'ল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৭ রেগুলেশন দ্বারা জমিদার আদালতের সাহায্য না নিয়েই কৃষককে গ্রেফতার করতে এবং তা'র সম্পত্তি ক্রোক করতে পারতেন। প্রায় বিশ বৎসর কৃষক এই উৎকট আইনের যন্ত্রণা ভোগ করেছিল। তারপর ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৫ রেগুলেশন দ্বারা গ্রেফতারের ক্ষমতাটা উঠিয়ে দেওয়া হ'ল, কিন্তু সম্পত্তি-ক্রোকের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ থাকল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১০ আইনের দ্বারা ব্যবস্থা করা হ'ল যে ক্রোকটা কেবল এক বৎসরের বাকী খাজনার জন্য হ'তে পারবে। আগেই দেখিয়েছি যে, Rent Law Commissionerরা জমিদারের

The magistrate asked if the District authorities were in the habit of settling lands in this manner, why did they object to others doing it. Witness gave no response.

হাতের এই অত্যাচারের যন্ত্রটিকে একবারে উঠিয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন ৮। কিন্তু তাঁদের পরামর্শ অনুসারে কাজ হ'ল না। এইবিষয়ক পূর্ব্ব বিধির চেয়ে বর্ত্তমান বিধি কৃষকের পক্ষে আরও অনিষ্টজনক হ'ল; পূর্ব্বে কেবল এক বৎসরের বাকী খাজনার জন্য ক্রোক হ'তে পারত, এখন তা' তিন বৎসরের বাকী খাজনার জন্য হ'তে পারে। আর এতে যদিও কৃষকের লাঙ্গল, গোরু, বীজ প্রভৃতি ক্রোক হ'তে পারে না, কিন্তু তা'র জমিটুকু ক্রোক হ'য়ে বিক্রী হ'য়ে যেতে পারে!

ক্রমে ক্রমে এ আইনের আরও অনেক ত্রুটি দেখা যেতে লাগল। এক বৎসর যেতে না যেতেই এর সংশোধন আবশ্যক হ'ল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ আইনের দ্বারা এর প্রথম সংশোধন হ'ল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১ আইনের দ্বারা দ্বিতীয় এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনের দ্বারা তৃতীয় সংশোধন হ'ল। এই সকল সংশোধনেরও প্রধান বিষয় সেই পুরাণো কাহিনী—প্রজার খাজনাটা যাতে ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত হয় তাই স্থির করে' দেওয়া। গবর্ণমেণ্টের এই সাধু উদ্দেশ্যটা বরাবরই আছে, কিন্তু জমিদারের প্রভাবটা তা'র চেয়েও বেশী আছে। কাজেই গবর্ণমেণ্টের সাধু উদ্দেশ্যটা কাজে পরিণত হ'তে পারে নি। উদ্দেশ্যটা সাধু হ'লেও একটু স্বার্থ-কলঙ্কিত ছিল। জমিদাররূপী খাজনার ঠিকাদারকে বিরক্ত করে' খাজনা-আদায়ের বিঘ্ন ঘটান কখনই গবর্ণমেণ্টের বাঞ্ছনীয় হ'তে পারে না। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১ আইনের দ্বারা এই আইনের চতুর্থ সংশোধন হ'ল; আর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হ'ল পঞ্চম সংশোধন। প্রচলিত বিধির লঙ্ঘন ও অপপ্রয়োগ আগে ঘটে, প্রতিকারের ব্যবস্থা তারপরে হয়। ব্যবস্থা-প্রণয়নের এই সনাতন রীতি। পুনঃ পুনঃ সংশোধিত ১৮৮৫

(৮) Rent Law Commissioners' Report, Vol. I, p 6.

খৃষ্টাব্দের ৮ আইনের বিধি লঙ্ঘন করে’ দুর্ব্বল প্রজাকে বাধ্য করে’, তা’র সম্মতি না নিয়ে, অন্যায়, অযৌক্তিক সর্ত্ত করে’ জমিদার প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করতে লাগলেন। পঞ্চম সংশোধনে এই অত্যাচারের প্রতিবিধানের চেষ্টা হ’ল। সকল জমিদারই যে সাধু ও প্রজার অকপট হিতৈষী নন, তা গবর্ণমেণ্ট জানেন। গবর্ণমেণ্ট এও জানেন যে, অনেক স্থলে খাজনা এত বেড়ে গিয়েছে যে তা প্রজার পক্ষে পীড়াদায়ক হ’য়ে উঠেছে। এরূপ স্থলে সাধু ও অসাধু জমিদারের প্রভেদ না করে’, খাজনা কমাবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্ট নিজের হাতে রাখবার প্রস্তাব করলেন। গবর্ণমেণ্ট আরও জানতে পারলেন যে আইন, বা সেটেলমেণ্টের দ্বারা প্রজার অধিকার ও জমির খাজনা নির্দ্দিষ্ট হ’লেও কার্য্যতঃ কোন প্রতিবিধান হ’ল না। কারণ, এ সম্বন্ধে যে সকল মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হ’তে লাগল, তা’র বিচার অনেকস্থলেই “এক তরফা” হ’তে লাগল। সেটেলমেণ্টের কাগজপত্র কোন পক্ষই উপস্থিত করে না; আদালতেরও “এক তরফা” মোকদ্দমায় তা দেখবার আবশ্যক হয় না। এও মনে রাখতে হবে যে অনেক মোকদ্দমা “এক তরফা” হবার হেতু জমিদারের প্রভাব, যার জন্য প্রতিবাদী প্রজা আদালতে উপস্থিত হয় না বা হ’তে পারে না। কোন কোন স্থলে প্রবল প্রজাকে জব্দ করবার জন্য দুর্ব্বল প্রজার সঙ্গে যোগাসাজস করেও জমিদার ডিক্রী পেতে লাগলেন। প্রস্তাবিত সংশোধনে প্রত্যেক মোকদ্দমায় যাতে সেট্‌ল্‌মেণ্টের কাগজ উপস্থিত করা হয় তা’র ব্যবস্থা করা হ’ল। কিন্তু এই সকল ও এইরূপ অন্য অন্য সংশোধনের দ্বারা মৌলিক দোষের নিরাকরণ হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং সে দোষ থেকেই গেল।

সপ্তম অধ্যায়

জমি কার ?—জমিদার—জমিদারের সহিত ইংরেজ ল্যাণ্ডলর্ডের তুলনা—জমিতে রাজার স্বত্ব—সে স্বত্ব হস্তান্তর করবার ক্ষমতা—অনাবাদী পতিত জমি সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা —গোচর-ভূমির জমিদার কর্ত্তৃক অধিকার —গোজাতির অবনতি—কৃষির ও সাধারণ স্বাস্থ্যের হানি।

জমিদার-রায়তের সম্বন্ধের মূল জমি এবং জমি সম্বন্ধীয় স্বত্বাধিকার। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন এক দিন ছিল যখন এই জমি প্রকৃতি-দত্ত রোদ, বাতাস এবং নদী-হ্রদের জলের মত সকলেরই সমান উপভোগ্য ছিল; যার যতটুকু আবশ্যক সে ততটুকু নিত; নিয়ে তা'র বন পরিষ্কার করে' তা'তে চাষ আবাদ করে' শস্য উৎপাদন করত। এই রকম করে' জমির ওপর যে অধিকার হ'ত, মনু তাকেই বলেছেন "স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারম্"। মুসলমান ব্যবস্থাপক হিদায়া-গ্রন্থকারও এই মতাবলম্বী। তিনিও বলেন প্রথমে যে ব্যক্তি জমির বন পরিষ্কার করেছে, জমি তারই। ইংরেজীতে একেই বলে right of first clearance সমাজের এই আদিম অবস্থায় রাজা ছিল না, সুতরাং রাজস্বও ছিল না। তারপর লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে যখন ঘরের এবং বাইরের শত্রু থেকে এই আবাদী জমি এবং জমির কর্ষককে রক্ষা করবার আবশ্যক

হ'ল, তখন রাজার আবির্ভাব হ'ল। রাজা প্রজা রক্ষা করতে লাগলেন এবং তার জন্য, রক্ষিত প্রজার কাছ থেকে, কিছু কর নিতে লাগলেন। প্রজারক্ষার জন্যই রাজা কর পাবার অধিকারী, প্রজা-রক্ষা না করলে তিনি কর পেতে পারেন না। এই নীতির সমর্থন করেই মনু বিধি করেছেন—

যোঽরক্ষণ্ বলিমাদত্তে করং শুল্কঞ্চ পার্থিবঃ।
প্রতিভাগঞ্চ দণ্ডঞ্চ স সদ্যো নরকং ব্রজেৎ ॥—মনু ৮।৩০৭

এথেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রাজা প্রজার কাছ থেকে তা'র উৎপাদিত শস্যের যে ষষ্ঠাংশ রাজস্ব-স্বরূপ আদায় করতেন, অথবা উপঢৌকন-স্বরূপ অথবা অপরাধীকে দণ্ড করে' যা পেতেন তা সবই প্রজারক্ষা বা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য। এই কার্য্য সুসম্পন্ন না হ'লে প্রজার দেয় করে রাজার কোন অধিকার নেই, অর্থাৎ ভূমিকর ছিল land tax, rent নয়। প্রজার জমিতে রাজার কোন অধিকারের ত কোন কথাই নেই। Baden Powell এই নীতি স্বীকার করে' বলেন, "The cultivators - practically owners of their several family holdings—live under a common headman, with certain common officers and artisans who serve them ... and there is no landlord (class or individual) over the whole. The rajas *now* ...... claim to be themselves landlords or owners of all the soil, and only recognise landholders as tenants ... ... but then they are conquerors or rather decended from conquerors ... ... No such claim on the part of a raja is traceable in Manu. The raja had his own private lands; but as ruler of the whole country,

his right is represented, not by a claim to general ownership, but by the ruler's right to the revenue, taxes, cesses and the power of making grants of the waste" [১]।

জমি এবং কৃষকের এই স্বাভাবিক সম্পর্ক। এই সম্পর্কের ব্যতিক্রম করে' যখন একদেশের রাজা অন্যদেশ জয় করেন, তখন তিনি বিজিত দেশের ভূ-স্বামিত্ব দাবী করেন। কিন্তু এই স্বামিত্বের প্রকৃত অর্থ কর গ্রহণের ক্ষমতা মাত্র; চাষ আবাদ করে' যে-কৃষক জমিতে আপনার অধিকার স্থাপন করেছে, সে-কৃষককে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা নয়।

আধুনিক আন্তর্জ্জাতিক বিধিও এই নীতির সমর্থন করে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবহার শাস্ত্রীরাও বলেন, এক দেশ অন্য দেশকে জয় করলেও বিজিত দেশের ভূ-সম্পত্তি যার ছিল তারই থাকে, বিজেতার হয় না [২]। মহম্মদীয় ব্যবস্থা-শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হিদায়ার ব্যবস্থাও এই যে, যদি কোন রাজা কোন দেশ জয় করেন, তা হ'লে বিজিত দেশবাসীরা কর দিতে স্বীকার করলে বিজেতা রাজা তাদের ভূ-সম্পত্তিতে তাদেরই অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। মুসলমানদের আর একখানি প্রসিদ্ধ ব্যবহারশাস্ত্র-গ্রন্থ সিরাজ-উল-বাহাজ; তা'তেও এই নীতি সমর্থিত হয়েছে। এই গ্রন্থের যে ব্যবস্থা, কর্ণেল ব্রিগ্‌স্ (Briggs) তা'র ইংরেজী অনুবাদ করেছেন,—"the land is the property of the inhabitants: and since it is their property, it is lawful for them to sell it or dispose of it as they choose [৩]। কর্ণেল ভান্‌স্

(১) Land systems of British India. p 129.

(২) Broom's Constitutional Law. Ed, 1866, p, 21.

(৩) Briggs, p, 109.

কেনেডি (Vans Kennedy) বলেন মুসলমান ব্যবহার শাস্ত্রীরা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, যে-ব্যক্তি পতিত জমি প্রথম অধিকার করে' আবাদ করেছে, সেই ব্যক্তি সেই হেতুই সে জমির স্বামী—all Muhummadan jurists agree that the person who appropriates and cultivates waste land becomes *ipso facto* the lord of the Soil. [৪]। প্রসিদ্ধ মুতা'ক্ষরিণের গ্রন্থকার গুলাম হাসান বলেন সম্রাট রাজস্বের অধিকারী, ভূমির অধিকারী নন।

কিন্তু ইংরেজ যখন এই রাজস্ব সংগ্রহের ভার পেলেন. তখন প্রত্যেক প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করা তাঁদের সহজ বোধ হ'ল না অথচ এই খাজনা আদায় করাই তখন তাঁদের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কাজ। এই সমস্যার সমাধান করলেন তাঁরা খাজনা আদায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ঠিকাদারকে জমিদারত্বে উন্নীত করে'। তাঁরা মনে করলেন এই নব-সৃষ্ট জমিদার-সম্প্রদায়কে একটা নির্ব্বিবাদ স্বত্ব দিলে রাজস্ব-সংগ্রহটা নির্ব্বিঘ্ন এবং অনায়াস-সম্পন্ন হ'য়ে যাবে। তাঁরা মনে করলেন এই জমিদার ইংলণ্ডের landlord-এর মত হবে এবং রায়ত হবে তাঁর tenant-এর মত। কিন্তু, বলা বাহুল্য, প্রকৃতপক্ষে এদেশের জমিদার landlord নন, রায়তও tenant নয়। জন শোর (John Shore) এ সম্বন্ধে তাঁর ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের minuteএ বলেন "The relation of a Zamindar to Government, and of a raiyat to the Zamindar, is neither that of a proprietor or vassal, but a compound of both. The former performs acts of authority in connection with proprietory rights, the latter has rights without

(৪) Broom's Constitutional Law.

real property ...... Much time will, I fear elapse before we can establish a system perfectly consistent in all its parts, and before we can reduce the compound relation of a Zamindar to Government, and of a raiyat to a Zamindar, to the simple principles of landlord and tenant." শোরের এই যুক্তি লর্ড কর্ণওয়ালিস্ স্বীকার করে' নিয়ে বললেন "although, however, I am not only of opinion that the Zamindars have the best right ...... I am also convinced that, failing the claims of right of the Zamindars, it would be neccssary for the public good to grant a right of property in the soil to them or to persons of other descriptions, I think it unnecessary to enter into any discussion of the grounds on which their right appears to be founded." এর উপর Court of Directors বললেন "We are ...... for establelhing real, permanent, valuable landed rights in our Provinces, and for conferring such rights upon Zamindars." অর্থাৎ আমরা জমিতে বাস্তবিক স্থায়ী মূল্যবান স্বত্ব সৃষ্টি করতে চাই, আর সেই স্বত্ব জমিদারকে দিতে চাই। এত বড় একটা অনুগ্রহ বিতরণ করবার শুভ ইচ্ছা যখন মনে হ'ল, তখন সেই সঙ্গে মনে একটা উল্লাস হওয়া অবশ্যম্ভাবী। Court of Directorsদের মনে এই উল্লাসের সঙ্গে একটু গর্ব্বও মিশ্রিত ছিল। সেই সগর্ব্ব-উল্লাসের সঙ্গে তাঁরা বললেন 'it is just that the nature of the Concession should be known and that our subjects should see they receive from the enlightened principles of a British Government what they never enjoyed

under their own. ৫ অর্থাৎ কোম্পানির ডাইরেকটারেরা বললেন যে প্রজারা তাদের নিজের দেশীয় গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে যে অনুগ্রহ কখন পায় নি, সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আজ সেই মহা-অনুগ্রহ তাদেকে দান করলেন! একটু বিশ্লেষণ করে' দেখলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, এই মহা-অনুগ্রহটি (concession) আর কিছুই নয়, কেবল প্রজা-সাধারণের কাছ থেকে তাদের জমির স্বামিত্ব-স্বত্ব কেড়ে নিয়ে মুষ্টিমেয় নবসৃষ্ট জমিদারকে দেওয়া হ'ল! সে সময়ের অভিজ্ঞেরা বললেন, "the authors of the Permanent Settlement with a few strokes of the pen, converted the Muhammadan tax-gatherers into landed proprietors. অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কর্ত্তারা কলমের এক খোঁচায় মুসলমান আমলের তহশিলদার-দের ভূ-স্বামী করে' দিলেন। কিন্তু স্বয়ং লর্ড কর্ণওয়ালিস্ থেকে নিম্নতম ইংরেজ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই এই জমিদারকে ইংরেজ landlord-এর প্রভুত্ব-সূচক বহির্ব্বাস পরিয়ে দিলেও ভিতরে তাঁর সেই তহশিলদারী ঠিকাদারীর কৌপীন থেকে গেল। জমিতে তাঁর একটা কৃত্রিম স্বত্ব সৃষ্টি করে' দেওয়া হ'ল; সে স্বত্ব তাঁর উত্তরাধিকারীর প্রাপ্যও করে' দেওয়া হ'ল, কিন্তু তথাপি তাঁকে ইংরেজী আইনের fee-simple অধিকারের সমান করে' দেওয়া হ'ল না। ইংরেজী fee-simple অবাধ, কিন্তু জমিদারের স্বত্বে দুটি বড় বড় বাধা থাকল—প্রথম প্রজার স্বত্ব; দ্বিতীয় গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব। ইংরেজ landlordএর জমিতে ইংরেজ tenantএর কোন স্বত্ব নেই; ঠিকার পাট্টার সর্ত্তে tenant জমি চাষ আবাদ করে; ঠিকা-পাট্টার মেয়াদ শেষ হ'লে landlord তা'কে উঠিয়ে

---

(৫) Letter of the Court of Directors dated the 19th September 1792.

দিতে পারেন; tenant ইচ্ছা করলে আবার নতুন ঠিকা-পাট্টা নিতে পারে, landlord ইচ্ছা করলে তা না-ও দিতে পারেন; tenantএর উত্তরাধিকারী উত্তরাধিকার-সূত্রে জমিতে কোন স্বত্বের দাবী-দাওয়া করতে পারে না। গবর্ণমেণ্টেরও ইংরেজ landlordএর জমিতে রাজস্বের কোন দাবী-দাওয়া নেই। ইংরেজ landlord এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার দায়মুক্ত। আর এ দেশের জমিদার প্রজার স্বত্বে কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে পারেন না; প্রজার স্বত্বে—বন্ধক রাখা, দান করা, বিক্রী করা প্রভৃতি হস্তান্তর করবার ক্ষমতা প্রজার আছে; জমিদার তা'র সে ক্ষমতাকে কোন রকমে ক্ষুণ্ণ করতে পারেন না। আবার, নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দিতে না পারলে জমিদারী বিক্রী করে' রাজস্ব আদায় করে' নেবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের আছে। Jevons তাঁর Political Economyতে বলেন "In the English system, a great deal depends upon the nature of agreement between the landowner and the capitalist farmer. Many large landowners in England refuse to let their land for long periods. They like to have farmers who are *tenants at will*, and can be turned off their farms at a year's notice, and deprived of the value of improvements they have made, if they offend the great landowner. It is easy to understand this: the landowners wish to be lords, and to rule affairs in their own neighbourhood, as if they were little kings." ৬ এই রাজত্ব করবার ইচ্ছা ইংরেজ ধনীদের মধ্যে এত প্রবল যে, যে-সকল ব্যবসায়ী ব্যবসায় দ্বারা

(৬) Primer of Political Economy by W. Stanley Jevons L. L. D., M. A., F. R. S., p-p 91-92.

প্রচুর ধন সঞ্চয় করেন, তাঁরা অত্যন্ত অধিক মূল্য দিয়ে জমিদারী খরিদ করেন, কেবল এই রাজত্ব করবার আনন্দ উপভোগ করবার জন্য। Jevons বলেন "Men, who have become rich by making iron or cotton goods, often buy estates at a high price in order to enjoy the pleasure of feeling like lords" [৭]. কিন্তু ইংরেজ landlord এইরূপ রাজত্বাভিলাষী হ'লেও প্রজার উপর অত্যাচার করতে পারেন না। কিন্তু এদেশের জমিদার প্রজার উপর অত্যাচার করেন। সেই অত্যাচারের হাত থেকে প্রজাকে রক্ষাকরার জন্যই এত বিধি-ব্যবস্থার আবশ্যক। Baden-Powellএর মত এই যে, the Zamindar was more oppressive than an English landlord, therefore, measures of protection were required for the tenantry: that seemed the chief, if not the only, thing. ইংরেজ landlordএর এবং এ দেশের জমিদারের মধ্যে এইরূপ গুরুতর প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও, ইংরেজ কর্ম্মচারী এবং ইংরেজ আদালতও জমিদারকে landlord মনে করলেন [৮]। আর অর্ব্বাচীন জমিদারও আপনাকে ইংরেজ landlordএর স্বজাতীয় মনে করে' স্ফীত হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু Mr. Justice Macpherson, ফুলবেঞ্চের অন্যতম জজ, ঠাকুরাণী দাসী বনাম বিশ্বেশ্বর মুখুয্যের মোকদ্দমার রায়ে ইংরেজ কর্ম্মচারীদের এবং জমিদারদের নিজের এই মহাভ্রম চূর্ণ করে' দিলেন, বললেন, জমিদার কখনই জমির মালিক ছিলেন না, এবং তাঁকে জমির মালিক করে' দেবার উদ্দেশ্যও গবর্ণমেণ্টের কখন ছিল না—The Zamindar never was, and was never intended to be, the absolute

---

(৭) Primer of Political Economy p 92,

(৮) Land systems of British India, p 207.

proprietor of the soil ১. Zamindari Settlement of Bengalএর গ্রন্থকর্ত্তা বলেন, রায়তই জমির আসল মালিক ; জমিদারের রাজস্ব যেমন অপরিবর্ত্তনীয় করে' স্থির করে' দেওয়া হয়েছে, রায়তের খাজনার হারও তেমনি অপরিবর্ত্তনীয় করে' দেওয়ার দাবী রায়ত করতে পারে—"not only that the raiyats were the original owners of the soil but also that the raiyats had an absolute unchangeable rate of payment which it was intended to make permanent and unalterable, just as much as it was to fix the revenue of the Zamindar."

যদি তাই হয়, রায়তই যদি জমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী হয়, তা হ'লে প্রশ্ন হ'তে পারে, কোম্পানি কেমন করে' জমিদারকে জমির উপর এই প্রভুত্ব দিলেন? দত্ত-বস্তুতে দাতার যে স্বত্ব নেই, গ্রহীতার তা'তে সে স্বত্ব কেমন করে' জন্মাতে পারে? এর উত্তরে জমিদার-স্রষ্টারা বলেন, যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে যখন ইংরেজশাসন আরম্ভ হয়, তখন ইংরেজের পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তারা দেশের সমস্ত ভূমির অধিকারী ছিলেন; সুতরাং ইংরেজ শাসনকর্ত্তারাও উত্তরাধিকারসূত্রে সেই অধিকার পেয়েছেন। এ সম্বন্ধে Sir Henry Sumner Maine বলেন "The assumption, which the English first made, was one which they inherited from their Mahometan predecessors. It was that all the soil belonged in absolute property to the sovereign, and that all private property in land existed by his sufferance. Their earliest experiments, tried in

(১) The Great Rent case. B. L. R. F. B., Vol 202.

the belief that the soil was theirs and that any landlord would be of their exclusive creation, have now passed into proverbs of maladroit management. The most famous of them was the settlement of Lower Bengal by Lord Cornwallis ...... But the great proprietors established by Lord Cornwallis were undoubtedly, with few exceptions, the tax-gatherers of the former Mahometan viceroy [১০].

কিন্তু কথা এই যে তাঁরা এমন অহৈতুক অনুমানটা (assumption) করলেন কেন? মুসলমান রাজাদের যে জমিতে স্বত্ব-স্বামিত্ব ছিল তা'র ত কোন প্রমাণ নেই। তা'র উপর তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারই করা যায় যে, মুসলমান রাজারা দেশের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন, তা হ'লেও বাঙলার জমির সঙ্গে ইংরেজের সম্পর্ক ত নবাবের দেওয়া দেওয়ানী সূত্রে? তা'তে ত জমির রাজস্ব-আদায়ের ভার মাত্র পেয়েছিলেন, জমির উপর প্রভুত্ব পান নি। দিল্লীর সম্রাটও কোম্পানির উপর পরম প্রীত হ'য়ে যে সনন্দ দিয়েছিলেন তা'তেও জমির উপর একাধিপতিক প্রভুত্ব বা অন্য কোন স্বত্বের উল্লেখ নেই। দিল্লীর সম্রাট এবং মুরশিদাবাদের নবাব জানতেন যে, ন্যায়ানুসারে এবং মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্র অনুসারে তাঁরা কেবল রাজস্বের অধিকারী, সেইজন্য তাঁরা কেবল রাজস্ব আদায়ের ভারই কোম্পানিকে দান করেছিলেন। এ থেকে জমির সমস্ত স্বত্ব-স্বামিত্ব তাঁদেরই এরূপ অনুমান নিতান্তই অহৈতুক।

এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টও যে নিঃসংশয় ছিলেন তা বোধ হয় না। ১৮০২

(১০) Village Communities in the East and West by Sir Henry Sumner Maine, K. C. S. I., L. L. D., M. A., F. R. S. 3rd Ed, p 105.

খৃষ্টাব্দের ২৫ রেগুলেশনে (মান্দ্রাজ কোড) তাঁরা বলেন "Government had the *implied* right and the *actual* exercise of the proprietory possession of all land whatever." (Italics the writer's) ঐ খৃষ্টাব্দের ৩১ রেগুলেশনে তাঁরা এই "implied" কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করে' বলেন, "The legislature only *professed* to assert this general right as a *locus standi* from which it proceeded to confer a title on the Zamindars." অর্থাৎ ব্যবস্থাপকেরা একথা মুখে না বললে জমিদারকে জমির স্বত্ব দেওয়ার কোন অধিকার গবর্ণমেণ্টের থাকে না। Baden-Powell আরও স্পষ্ট করে' বলেন "I think, on the whole what was meant by the various declarations in the Regulations and elsewhere was this: that the Government claimed to succeed to the *de facto* position of preceding rulers, only so far as to use the position (not to its full logical extent but) as a locus standi for redistributing, conferring and recognising rights on a new basis

And the outcome of the action taken by the Government was this—that it at once recognized certain rights in private individuals, and only retained such rights for itself as were necessary.

The power to make this distribution was no doubt based on the *de facto* power of the Government to dispose of all land" ১১.

অর্থাৎ কোম্পানি-গবর্ণমেণ্ট তাঁদের রেগুলেশন এবং অন্যত্র এ সম্বন্ধে যা কিছু ঘোষণা করেছেন তা'র মর্ম্ম এই যে, কার্য্যতঃ তাঁরা তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ; তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী শাসন-

(১১) Land systems of British India. p 234.

কর্ত্তারা যা'কে যেমন ইচ্ছা তা'কে তেমনি করে' জমি দেবার ক্ষমতা রাখতেন; অতএব কোম্পানি গবর্ণমেণ্টও সেই সূত্রে এই ক্ষমতা লাভ করেছেন যে, জমির স্বত্ব নতুন করে' বণ্টন করে' যা'কে যেমন ইচ্ছা দিয়ে দিতে পারবেন। এর পরিণাম হ'ল এই যে, কোম্পানি-গবর্ণমেণ্ট জমির স্বত্ব আবশ্যকমত কতক অংশ নিজে রাখলেন আর কতক অংশ জমিদারকে দিয়ে দিলেন—জমিদারের অংশে পড়ল খাজনা আদায় করা, আর কোম্পানির অংশে পড়ল সেই খাজনা যথাসময়ে না দিতে পারলে জমিদারের জমিদারীটা বিক্রী করে' নেওয়া। দেশের সমস্ত জমির স্বত্বটা এইরূপে কোম্পানি এবং জমিদারের মধ্যে ভাগ হ'য়ে গেল! আর, এ সম্বন্ধে রায়তের অস্তিত্বও স্বীকার করা হ'ল না!

এইরূপে এ দেশের জমিতে ইংলণ্ডের landlord মহাতরুর উপতরু রোপিত হ'ল, এবং ইংরেজ কর্ম্মচারি দ্বারা সযত্নে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হ'য়ে শাখাপল্লবে পরিশোভিত হ'ল। রোপনকারীরা শাখাপল্লবের শোভা দেখে মুগ্ধ হ'লেন। কিন্তু ফল হ'ল বিষময়। জমিদার খাজনা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে তা দিয়ে উঠতে পারলেন না। ১৭৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে ১৪,১৮,৭৫৬৲ টাকা এবং ১৭৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে ২২,৭৪,০৭৬৲ টাকা রাজস্বের জমিদারী রাজস্ব-অনাদায়ের জন্য নিলাম-বিক্রী হ'য়ে গেল। আরও দু'বৎসর যেতে না যেতে নদীয়া, রাজসাহী, বিষ্ণুপুর এবং দিনাজপুরের রাজাদের অধিকাংশ জমিদারীই এইরূপে বিক্রী হ'য়ে গেল। বর্দ্ধমানরাজও এর ভারে পঙ্গু হ'য়ে পড়লেন; বীরভূমের রাজা একবারে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে গেলেন। ক্ষুদ্রতর জমিদারদের মধ্যেও অনেকের এই দশা ঘটল [১২]।

---

(১২) Memorandum on the Revenue Administration of the Lower Provinces of Bengal. 1873. p 9,

রায়তের প্রতিও যে অত্যাচার হ'ত সে সম্বন্ধে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, সেই অত্যাচার নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টকে কতকগুলি পরিদর্শক নিযুক্ত করতে হয়েছিল; এবং তাদের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছিল। এই উপদেশগুলির মধ্যে একটি এই—An equally important object of your attention is to fix the amount of what the Zamindar receives from the raiyat as his income or emolument. Among the chief effects which are to be hoped frcm your residence in the province ...... is to convince the raiyat that you should stand between him and the hand of oppression ...... that our object is not only to redress his present grievances but to secure him from all further invasions of his property." এই সকল অত্যাচারের মধ্যে প্রধান ছিল রায়তের খাজনাবৃদ্ধি করা এবং তা'কে উদ্‌বাস্তু করা। এই সকল দেখেশুনে কর্ত্তারা নিজেদের ভ্রম বুঝতে আরম্ভ করলেন, বলতে লাগলেন এটা ভ্রম বটে, কিন্তু সদিচ্ছা-প্রণোদিত ভ্রম, benevolent blunder. এর মূলে কিন্তু আছে ইংলণ্ডীয় landlordএর ভারতীয় জমিদারের প্রতি স্বজাতীয় সহানুভূতি—fellow-feeling, যাতে মানুষের প্রতি মানুষকে অত্যন্ত সদয় করে। প্রজাভূম্যধিকারী-বিষয়ক বিধিব্যবস্থা সবই ভূম্যধিকারীরাই করে' থাকেন, সুতরাং তা'তে যে তাঁদের নিজেদের প্রতি একটু পক্ষপাত থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? Jevons বলেন "The Laws concerning landlord and tenant have been made by landlords, and are more fitted to promote their enjoyment than to improve agriculture." James Mill বলেন "The legislators were

English aristocrats and aristocratical prejudices prevailed." ১৩।

এই ত গেল আবাদী-জমির কথা। এখন একবার অনাবাদী-জমির কথা আলোচনা করে' দেখা যাক। তখন লোকসংখ্যা বেশী ছিল না; আবাদী-জমিও সেই অনুপাতে অল্পই ছিল। এই আবাদী-জমির মধ্যেই ছিল কৃষকের ক্ষেত, খামার, বাসের ঘর ইত্যাদি। এই রকম কতকগুলি ক্ষেত-খামার-ঘর নিয়েই গ্রাম। গ্রামের চারিদিকে গোচর থাকত, আর গোচরের পরে থাকত বন। নিকটে নদী, খাল, বিল প্রভৃতি জলাশয় দেখেই অবশ্য এইরূপ গ্রাম স্থাপন করা হ'ত। বন এবং জলাশয়গুলি কারও নিজস্ব সম্পত্তি ছিল না। কিন্তু গ্রামের লোকে প্রাকৃতিক জলাশয়ে অবাধে মাছ ধরত, বনের ফল খেত, বন থেকে ঘরদুয়োর তয়ের করবার কাঠ এবং জ্বালানী কাঠ আনত, বনে গোরু চরাত, খনি থেকে যথাসাধ্য খনিজদ্রব্য নিত। এ সকল অধিকার তাদের চিরকালই ছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জরিপ হয় নি, গ্রামের জমির মাপ হয় নি, সীমাও নির্দ্দিষ্ট হয় নি। সুতরাং জমিদারেরা ক্রমে ক্রমে অনাবাদী পতিত জমি সব আত্মসাৎ করে' নিলেন; বনকর, জলকর এবং খনিকরের স্বত্ব থেকে গ্রামবাসীকে বঞ্চিত করলেন; এমন কি গোচর-জমিও আবাদ করে' নিলেন। আগেই বলেছি, সে কালের বিধি ছিল গ্রামের চারদিকে চার শ' হাত জমি অথবা তিনবারে লাঠি ছুঁড়ে যতদূরে ফেলা যায় ততদূর পর্য্যন্ত জমি, পশুচারণের জন্য রাখতে হবে। নগরের চারদিকে এর তিনগুণ। মনুর বিধি—

> ধনুঃশতং পরীহারো গ্রামস্য স্যাৎ সমন্ততঃ।
> শম্যাপাতাস্ত্রয়ো বাপি ত্রিগুণো নগরস্য তু॥ —মনু ৮।২৩৭

---

(১৩) History of British India, Vol V. p. 492.

মুসলমানদের ব্যবস্থা, কাজী ফক্‌র্‌-উদ্দীনের বচন অনুসারে, এই যে, গ্রামের আবাদী-জমির শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে গ্রামের চৌকীদার চীৎকার করবে, সেই শব্দ যতদূর পর্য্যন্ত যাবে, গ্রামের চারদিকে ততদূর পর্য্যন্ত গোচর থাকবে। এই গোচর-জমি গ্রামের প্রজার সাধারণ সম্পত্তি। এর পরে অনাবাদী-জমি থাকলে তা রাজার[১৪]।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জমির সীমা-সম্বন্ধে শোর (Shore) তাঁর ৮ই ডিসেম্বর ১৭৮৯ তারিখের minute-এ বলেন, "জমিদারের জমিদারীর সীমা জানা ছিল না, জমিদারীর অন্তর্গত নিষ্কর-জমির সীমা জানা ছিল না, চাকরাণ-জমির সীমা জানা ছিল না, জমিদারের নিজস্ব নানকর-জমির সীমা জানা ছিল না, যে জমির জন্য জমিদার রাজস্ব দেন তা'র সীমাও জানা ছিল না এবং সীমা-পরিচারক কোন চিহ্নও ছিল না। বিস্তীর্ণ পতিত-জমি যা সকল জমিদারীর মধ্যেই ছিল তা'র পরিমাণও জানা ছিল না, সীমাও জানা ছিল না। এই অপরিমিত ভূমি দানবীর কোম্পানি জমিদারকে চিরকালের জন্য দান করে' দিলেন। দত্ত ভূমির সীমা ও পরিমাণ দাতা ও গ্রহীতা কেউ জানলেন না। এ দান কিন্তু কোন দেশের কোন বিধির অনুমত নয়। দানের সাধারণ বিধি এই যে দাতব্য-সম্পত্তিতে দাতার যে স্বত্ব ও অধিকার আছে, দাতা তাই দান করতে পারেন; অন্যের স্বত্ব বা অধিকার দান করবার ক্ষমতা দাতার নেই। কিন্তু গোচর-জমি এবং অনাবাদী-জমি যা গ্রামের সাধারণ সম্পত্তি এবং প্রজা যা'তে গোচারণ-স্বত্বাধিকারের কাজ করে' আসছে, সেই চিরাগত স্বত্বাধিকারকে অবজ্ঞা করে' লর্ড কর্ণওয়ালিস স্বচ্ছন্দে তা জমিদারকে দান করে' দিলেন!

---

(১৪) Bengal Records, Vol I, p 87.

এর ফল যে কত বড় অনিষ্টজনক হয়েছে তা একবার প্রণিধান করে' দেখা উচিত। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, এবং এখানকার কৃষি-কার্য্য প্রধানতঃ গোরুর সাহায্যে হ'য়ে থাকে। এই কৃষিসহায় গোরুকে তা'র স্বাভাবিক খাদ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে; গোরুগুলি এখন চর্ম্মাবৃত গো-কঙ্কাল মাত্র, তাদের দ্বারা আর ভূমিকর্ষণ চলে না। আবার, বন-আইন (Forest Act) অনুসারে বন থেকে জ্বালানী কাঠ নেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ায় গোময় ইন্ধনরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। তা'তে চাষের জমির সারের অভাব হচ্ছে, জমি ক্রমেই অনুর্ব্বর হ'য়ে যাচ্ছে। এই ত গেল কৃষির প্রত্যক্ষ ক্ষতি এবং কৃষিজীবন মানুষের পরোক্ষ ক্ষতি। তারপর সকলেরই প্রত্যক্ষ ক্ষতি দুধের অভাবে। গাইগুলি অর্দ্ধাশনে থেকে আর দুধ দিতে চাচ্ছে না। শিশুরা টাটকা গাই-দুধের অভাবে বিদেশ থেকে আমদানী করা জমাট-দুধ অথবা অন্যপ্রকার কৃত্রিম-খাদ্য খেয়ে যকৃৎ-পীড়াগ্রস্ত হ'য়ে অতি অকালে শিশু-লীলা সম্বরণ করছে। দই, মাখন, ঘি অতি দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য হয়েছে। বিশুদ্ধ দুধ-ঘিএর অভাবে অস্বাস্থ্যকর ভেজাল দুধ-ঘি খেয়ে লোকের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে। এই সকল দেখে-শুনে গো-জাতির উন্নতি করা এখন অনেকেরই আবশ্যক মনে হয়েছে, এবং তা'র জন্য অনেকে অনেক স্থানে গো-রক্ষিণী সভা স্থাপন করছেন। কিন্তু কৃষির উন্নতির জন্য বা দুধ-ঘি সুলভ করার জন্য, গো-জাতির উৎকর্ষ সাধন এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য খাদ্যের জন্য অহিন্দুরা যে গো-হত্যা করে, তারই নিবারণ করা। গোচর-ভূমির অভাবে, স্বাভাবিক খাদ্যের অভাবে যে গো-বংশ ক্রমেই হীন থেকে হীনতর হচ্ছে এবং শেষে লোপ পেয়ে যাচ্ছে, তা'র প্রতি এখনও এঁদের দৃষ্টি পড়ে নি। গবর্ণমেণ্ট গো-বংশের উন্নতির জন্য কোন কোন স্থানে গো-বর্দ্ধনশালা (Cattle-

breeding farm) স্থাপন করেছেন। কিন্তু গো-বংশের হীনতার মূল কারণের দিকে এঁদেরও দৃষ্টি পড়ে নি। এখন গোচর-ভূমির পুনরুদ্ধার যদি করতে পারা যায়, তা হ'লেই প্রকৃত গো-রক্ষা হ'তে পারে। প্রত্যেক গ্রামের গোরুর সংখ্যা অনুসারে গোচর রাখতে হবে। ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে লোকহিতের জন্য যদি জমিদারেরা তা করেন, তা হ'লে খুবই ভাল হয়; না হ'লে, বিধি-ব্যবস্থা করে' তাঁদেকে বাধ্য করতে হবে। গবর্ণমেণ্টকেও বলা যেতে পারে যে, কোম্পানি-গবর্ণমেণ্ট যে মহাভ্রম করেছেন রাজ-গবর্ণমেণ্টের তা সংশোধন করা উচিত।

প্রাকৃতিক জলাশয় সম্বন্ধেও ঐ কথা। এই সকল জলাশয়ে মাছ ধরবার অধিকার প্রজার চিরকাল ছিল। এখন জমিদার তা উচ্চ মূল্যে বিক্রী করে' জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করছেন। এ বিষয়ে গবর্ণ-মেণ্টও জমিদারকে একটু বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। নদীয়া জেলার একটা বিলে প্রজারা একবার মাছ ধরে। জমিদার তা'র জন্য তাদের বিরুদ্ধে মাছ-চুরির মোকদ্দমা করেন। বিচারের সময় প্রজারা বলে যে মাছগুলো সে বিলে আপনা-আপনি অন্য জলাশয় থেকে আসে এবং আপনা-আপনি সেখান থেকে চলে যায়; অর্থাৎ মাছগুলো স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দাচারী—*ferae naturae*—কারও অধিকার-ভুক্ত নয়; সে মাছ ধরলে চুরির অপরাধ হয় না। বিচারক সেকথা শুনলেন না, তাদেকে চোর সাব্যস্ত করে' বেত্রদণ্ড দিলেন। প্রজারা বেত খেয়েও আপীল করলে। আপীলে জজেরা প্রজার কথাই সমর্থন করলেন, বললেন ওটা চুরি নয়। এ নিয়ে একটা আন্দোলন হ'ল; গবর্ণমেণ্ট জমিদারের পক্ষ নিলেন; ফল হ'ল মাছ-ধরা আইন—Private Fisheries Act. এই রকম করে' প্রজা তা'র একটা চিরন্তন স্বত্বাধিকার থেকে বঞ্চিত হ'ল, আর জমিদার একটা নতুন স্বত্বাধিকার পেলেন।

অষ্টম অধ্যায়

কৃষকের বর্ত্তমান অবস্থা—জমিদারের আবওয়াব—ভারত-গবর্ণমেণ্টের জমিসম্বন্ধীয় নীতি।

এখন একবার কৃষকের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করা যাক। 'আবওয়াব' এখনও আদায় হচ্ছে। জমিদার ওটা তাঁর ন্যায়তঃ প্রাপ্য মনে করেন। প্রজা তা, অবশ্য দেয় মনে না করলেও, জমিদারের প্রবলতা ও তা'র নিজের দুর্ব্বলতা তা'কে 'আবওয়াব' দিতে বাধ্য করে। এর যুক্তিটা বোধ হয় এই যে প্রজার পিতা-পিতামহ জমিদারের পিতা-পিতামহকে এটা দিয়ে আসছে; কাজেই এটা এখন জমিদারের ন্যস্ত অধিকার—vested right—জমিদারের অবস্থা অনুসারে, তাঁর কেবল অভাবের জন্য নয়, বিলাসিতার জন্যও, যা আবশ্যক তা প্রজাকেই দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট এ সকল ভাল করেই জানেন। তাঁদেরই রিপোর্টে প্রকাশ যে, জমিদারের আমলার বেতন, তাঁর হাতী কেনবার ব্যয়, তাঁর সেরেস্তার কাগজ-কালী-কলম কেনবার ব্যয়, তাঁর খাজনা রসিদের ফরম ছাপবার ব্যয়, তাঁর উকীলের ব্যয়, এ সকলও প্রজার কাছ থেকে আদায় হয়। তা ছাড়া, গোয়ালা দুধ দেয়, কলু তেল দেয়, তাঁতী কাপড় দেয়, ময়রা মিষ্টান্ন দেয়। পর্ব্বোপলক্ষে, পূজা-ব্রতাদি উপলক্ষে, সন্তানের জন্ম উপলক্ষে, পুত্র-কন্যার বিবাহ উপলক্ষেও জমিদারের সাহায্যার্থে প্রজাকে কিছু দিতে হয়। জমি-সংক্রান্ত কোন পরিবর্ত্তন করতে হ'লে, পাট্টা বদলাতে হ'লে, জমি হস্তান্তর করতে হ'লে জমিদারকে কিছু

দিতে হয়। প্রজার মধ্যে সামান্য সামান্য বিবাদ উপস্থিত হ'লে তা'র বিচারের জন্য, মাজিষ্ট্রেট বা পুলিস গ্রামে এলে, পারিবারিক কোন কলঙ্কের বিষয় ঘটলে, কিছু দিতে হয়। জমিদারী কাছারীর নিকট পাউণ্ড রাখা হয়, তা'তে গোরু-বাছুর আবদ্ধ করে' জরিমানা আদায় করা হয়। এই সকল 'আবওয়াবে'র প্রথা সমস্ত জমিদারী-কার্য্যের মধ্যে ওতঃপ্রোত ভাবে মিশ্রিত। সকল জমিদারেরই নায়েব আছেন, নায়েবের অধীন গোমস্তা ও পেয়াদা আছে। নায়েব "হিসাব-আনা" বলে' কিছু নিয়ে থাকেন। নায়েব, গোমস্তা 'আবওয়াবে'র অংশ পেয়ে থাকেন। তা ছাড়া তাঁদের নিজের ছোট ছোট 'আবওয়াব' আছে। নায়েব সময়ে সময়ে মহাল দেখতে যান, প্রজাকে সেলামী বা নজর দিতে হয়। পেয়াদা কোন কারণে প্রজাকে ডাকতে গেলে তা'র "রোজ" দিতে হয় [১]।

১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দ যদি কারো মতে প্রাচীন ইতিহাসের অন্তর্গত হ'য়ে থাকে, তাঁর অবগতির জন্য বলতে পারা যায় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দেও এই 'আবওয়াব' আদায়ের প্রথা উঠে যায় নি। ঐ বৎসরের রাজস্ব-বিভাগের কার্য্য-বিবরণীর উপর গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যে গবর্ণমেণ্ট বলেন 'আবওয়াব' আদায় ও খাজনার জন্য রসিদ না-দেওয়া এখনও প্রচলিত আছে - "The levy of *abwabs* or illegal cesses and the failure to grant rent receipts are still prevalent [২]

কিছু দিন হ'ল এই বিষয় নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটা মোকদ্দমাও হ'য়ে গিয়েছে। বাদী স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট, প্রতিবাদী ত্রিপুরা-রাজ। প্রতিবাদী কতকগুলি 'আবওয়াব' আদায় করেন। গবর্ণমেণ্ট

(১) Bengal Administration Report 1872-73, p 23.

(২) Resolution of the Government of Bengal on the Land Revenue Administration for 1919.

এই 'আবওয়াব'-আয়ের উপর আয়কর বসাতে চান। প্রতিবাদী বলেন এটা কৃষি-বিষয়ক আয়, এর উপর আয়কর বসতে পারে না। এরই মীমাংসার জন্য বিষয়টা হাইকোর্টে যায়, বিচারপতিরা মীমাংসা করে' দেন যে, এই আয় অবৈধ, কৃষি-বিষয়ক নয়; সুতরাং এর উপর আয়কর বসতে পারে। তা হ'লে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, 'আবওয়াব'-আদায় প্রথাটি এখনও বেশ প্রচলিত আছে, এবং গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ের জ্ঞানও আছে। তা'র প্রতীকারের শক্তিও যে আছে তা বলাই বাহুল্য। প্রজার দুর্ভাগ্য যে, সে জ্ঞান ও শক্তি গবর্ণমেণ্ট প্রজার হিতের জন্য প্রয়োগ করছেন না। প্রজার দুরবস্থা যেমন ছিল তেমনি আছে।

দেশের কৃষি-কর্ম্মের বর্ত্তমান হীন অবস্থা বিবেচনা করলে, পক্ষপাত শূন্য বিচারক স্পষ্টই দেখবেন যে, প্রচলিত খাজনার হার, উৎপন্ন শস্যের মূল্যের তুলনায়, অত্যন্ত অধিক। এবং তা'র আদায়ের প্রণালী অত্যন্ত প্রজা-রক্ত-শোষক। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ-কমিশন অনুসন্ধান করে' দেখেছিলেন যে, কোন কোন তালুকের খাজনা উৎপন্ন শস্যের মূল্যের শতকরা ৩১ অংশ। এই করভার-প্রপীড়িত কৃষকের অবস্থা ও তা'র হেতু যে জমিদার তা কারো অবিদিত নেই। Sir Henry Sumner Maine বলেন "The Zamindars of lower Bengal, the landed proprietary established by Lord Cornwallis, have the worst reputation as landlords, and appear to have frequently deserved it." ৩। গবর্ণমেণ্টও এ কথা ভাল করেই জানেন কারণ, গবর্ণমেণ্টই বলেছেন "As regards the condition of cultivators in Bengal

(৩) Village Communities in the East and West, p 163.

who are the tenants of the landowners instituted as a class in the last century by British Government, there is still less ground for the contention that their position owing to the Permanent Settlement has been converted into one of exceptional comfort and prosperity. It was precisely because this was not the case and because, so far from being generously treated by the Zamindars, the Bengal cultivators was rack-rented, impoverished and oppressed, that the Government of India felt compelled to intervene on his behalf and, by the series of legeslative measures that commenced with the Bengal Tenancy Act of 1859 and culminated in the Act of 1885 to place him in the position of greater security which he now enjoys." (৪)। ঐ পুস্তিকাতেই 'আবওয়াব' সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বলেছেন "The Subject is one to which the friends of the ryot might appropriately devote their concern and in which their exertions might be of much use in supplementing the opposition of Government to a wholly illegitimate form of exaction." এর থেকে বেশ বোঝা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট জমিদারের অবৈধ কর আদায়ের বিরোধী এবং তা'র নিবারণকল্পে চেষ্টাও করে' থাকেন, কিন্তু রায়ত-বন্ধুরা এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে যথোচিত সাহায্য করেন না। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। দেশে যখন প্রথম প্রথম ব্যবস্থাপক সভা হ'ল, তখন তা'তে

---

(৪) Land Revenue Policy of the Indian Government published under the authority of the Government of India, 1902.

প্রজা-প্রতিনিধির ত কথাই নেই, প্রজাহিতৈষীরও অত্যন্ত অভাব ছিল। অপর পক্ষে, প্রবল জমিদারের প্রতিনিধির অসদ্ভাব ছিল না। তা'র উপর জমিদার সভা, জমিদারের সংবাদপত্র প্রভৃতি ত আছেই। এঁদের বিরুদ্ধাচরণের জন্যই বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা, যতটা উচিত ছিল, প্রজার ততটা হিত হয় নি। গবর্ণমেণ্ট সেইজন্য আক্ষেপ করে' বলেন যে, প্রজার অবস্থার উন্নতি করবার চেষ্টায় প্রজাবন্ধুদের সহযোগিতা পাবার সৌভাগ্য গবর্ণমেণ্টের ঘটে নি—"The Government of India will welcome from their critics upon future occasions a co-operation in their attempts to improve and to safeguard the position of the tenant which they have not hitherto, as a rule, been so fortunate as to receive." কিন্তু এর জন্যও গবর্ণমেণ্টই প্রধানতঃ দায়ী। কারণ, তখনকার গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য-নির্ব্বাচন-ব্যবস্থায় প্রজা-প্রতিনিধির সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল —প্রজার প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার ছিল না। এখন প্রজা কতকটা সে অধিকার পেয়েছে। এখন সংস্কৃত, পুনর্গঠিত ব্যবস্থাপক-সভায় যাঁরা নব-জীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন, তাঁরা গবর্ণমেণ্টের এই আক্ষেপ দূর করবেন আমরা আশা করি।

কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার গঠন-প্রণালীর দোষে তখনকার সদস্যেরা যদি গবর্ণমেণ্টকে তাঁদের আশানুরূপ সাহায্য না-ই করে' থাকেন, গবর্ণমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে প্রজার শোচনীয় দুঃখ-দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান করতে পারতেন। জমিদারের অত্যাচার সম্বন্ধে তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল; আবশ্যক বোধ করলে নানা উপায়ে আরও অনেক জ্ঞানলাভ করতে পারতেন এবং প্রতিবিধানও অনেক করতে পারতেন। কিন্তু

প্রজার দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সবের কিছুই হয় নি। এমন কি প্রজা যখন এ বিষয়ে তা'র প্রার্থনা জানিয়েছিল, তখনও তা'র কথায় কর্ণপাত করা হয় নি। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভারত-সচিবের কাছে একটা দরখাস্ত করা হয়েছিল। তা'তে দেখান হয়েছিল যে, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে চাষের খরচ-খরচা বাদে উৎপন্ন শস্যের মূল্যের যা বাঁচে, কৃষককে কোন স্থলে তা'র অর্দ্ধেকেরও বেশী খাজনা দিতে হয়। সেইজন্য সে-দরখাস্তে প্রার্থনা করা হয়েছিল যে, খাজনাটা যেন উৎপন্ন শস্যের মূল্যের অর্দ্ধেকের বেশী না হয়। প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নি।

স-'আবওয়াব' খাজনার এই গুরুভার অনেক কৃষকের পক্ষে অসহনীয় হ'য়ে পড়েছে। বাকী খাজনার মোকদ্দমার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে এবং তা'র ডিক্রীর দায়ে অনেক কৃষকের জোত-জমা বিক্রী হ'য়ে যাচ্ছে সুতরাং তারা দিন-মজুরি করতে বাধ্য হচ্ছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় এইরূপ দিন মজুরের সংখ্যা—

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে	১, ৮৬, ৭৩, ২০৬	ছিল
১৯০১ "	৩, ৩৫, ২২, ৬৮১	"
১৯১১ "	৪, ১২, ৪৬, ৩৩৫	"

খাজনা-আইনের প্রত্যক্ষ ফল এমন আর কোথাও দেখা যায় না। গবর্ণমেণ্ট ত আবশ্যক, অনাবশ্যক অসংখ্য বিষয়ে কমিশন নিযুক্ত করছেন, কিন্তু দরিদ্র প্রজার শোচনীয় দুরবস্থার কারণ ও প্রতিকার নির্ণয় করতে একটা কমিশন নিযুক্ত করেন না কেন? বিষয়টা যে অনুসন্ধান যোগ্য, তা বোধ হয় কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। গবর্ণমেণ্টের কাছে অনেকবার প্রার্থনা করা হয়েছে যে, হতভাগ্য কৃষকের অবস্থাটা একবার তদন্ত করে' দেখুন, কিন্তু সে প্রার্থনা গবর্ণমেণ্ট কখনও মঞ্জুর করেন নি। দুঃখে ও নৈরাশ্যে ওয়াচা (D. E. Wacha) বলেছিলেন, "It

is a matter of profound regret to have to say that every laudable and reasonable appeal made to Government here or at home to have once for all an independent and exhaustive inquiry into the condition of the wretched ryot has been uniformly refused." [৫]।

সম্প্রতি এ বিষয়ে আবার গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি (১৯২৪) শ্রীযুক্ত ফিরোজ শেঠনা কৌন্সিল-অভ-ষ্টেটে প্রস্তাব করেন যে, ভারতীয় প্রজাসাধারণের, বিশেষতঃ কৃষিজীবিদের, আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হ'ক। তাদের বার্ষিক আয় কত এবং কি উপায়ে তাদের হীন অবস্থার উন্নতি করা যেতে পারে, কমিটি তা নির্দ্ধারণ করবেন। শেঠনাজী বলেন, যে প্রজার অবস্থাসম্বন্ধীয় সবিশেষ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করতে এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য তা প্রকাশ করতে গবর্ণমেণ্ট চিরকালই বিমুখ। আর, এই কর্ত্তব্যবিমুখতার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অপ্রিয় অভিযোগ শুনতে হয়। এই সকল অভিযোগের মধ্যে প্রধান এই যে, ইংরেজ শাসনের অধীন হ'য়ে ভারতীয় প্রজার দারিদ্র্য ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। অভিযোগটা অবশ্য গুরুতর; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মৌনীভাব আরও গুরুতর। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করলেই অনুসন্ধান দ্বারা এর প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করতে পারেন এবং তা প্রকাশ করে' লোকের সংশয় দূর করতে পারেন। শেঠনাজীর উক্তি থেকে জানা যায় যে গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে এ বিষয়ে গোপনীয় অনুসন্ধান করেছেন, কিন্তু সে অনুসন্ধানের ফল সাধারণ্যে প্রকাশ করতে সাহস করেন নি। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্রোমার

(৫) The Indian Journal of Economics, Vol 1. No 1.

একবার একটা অনুসন্ধান করেন ; ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডফারিণও একটা অনুসন্ধান করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় বার একটা অনুসন্ধান হয়। তার পর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশনের অনুসন্ধান। এই কমিশনের কাছে কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গ্রাম্য জনসমূহের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় বিবরণ বিজ্ঞাপিত করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ সমস্তই অতি গোপনীয় বিবেচনা করে' জনসাধারণের কাছে অপ্রকাশ রেখেছেন। জন ব্রাইট, লর্ড লরেন্স, সার উইলিয়ম হাণ্টার এবং সার চার্লস ইলিয়ট ভারতবাসীর দারিদ্র্য-সম্বন্ধে যে সকল কথা বলেছেন, শেঠনাজী তা'ও গবর্ণমেণ্টকে স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যেন সব কথা জেনে-শুনেও প্রকাশ্য অনুসন্ধান করতে রাজী নন্। কর্ত্তৃপক্ষীয়দের মধ্যে কেউ কেউ দরিদ্র জনসাধারণের আয়ের কথার উল্লেখ কথনো কথনো করেছেন, কিন্তু কেমন করে' সে তথ্য সংগ্রহ হ'ল সে কথা কেউ বলেন নি। যা বলেছেন তা'তেও প্রজার অবস্থার শোচনীয়তাই প্রকাশিত হয়েছে। এই যে Associated Chambers of Commerceকে সম্বোধন করে' বোম্বাই গবর্ণর সার জর্জ্জ লয়েড বলেছিলেন—ভারতীয় প্রজাসাধারণের অবস্থা, যত মন্দ বলে' লোকে বর্ণনা করে, তত মন্দ নয়, বরং ক্রমে তা'র উন্নতিই হচ্ছে—তা'তেও তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে, ভারতবাসীর বার্ষিক আয় গড়ে ৪৯৲ টাকা মাত্র। এই অঙ্ক তিনি কোথা থেকে কেমন করে' পেলেন, তা বলেন নি বা বল্‌তে পারেন নি। এই অঙ্ক ঠিক করা, গবর্ণমেণ্ট বলেন, অসম্ভব না হ'লেও অত্যন্ত কঠিন। মিঃ রাশব্রুক্ উইলিয়ম্‌স্ (Rushbrook Williams) তাঁর India in 1922-23 নামক পুস্তকে বলেন—"Without an elaborate and costly survey, such as can with difficulty be organised for some time to come, the average income for all India can hardly be determined with any exactness." সার বেসিল ব্লাকেট (Sir

Basil Blackett, Finance member) এই উপলক্ষে বলেন, বিষয়টা যেমন অতি প্রয়োজনীয় তেমনি অতি কঠিন। ভারতবর্ষ ধনী কি দরিদ্র? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অতি কঠিন। এর আসল উত্তর এই যে, টাকার মাত্রায় এর উত্তর হয় না। তাঁর নিজের কথায়, "We are discussing a very interesting and difficult subject. Is India rich or poor? That is a difficult question to answer.........The words 'average annual income per head of the population' seemed.........to be a plain question which could be answered by plain people. ....The real answer is that the question is not answerable in terms of money, and this is what makes all the difficulty of it." ৬। বার্ষিক আয় স্থির করাটা এত কঠিন হ'লেও সার জর্জ্জ লয়েড বলেছেন যে, ভারতবাসীর বার্ষিক আয় গড়ে ৪৯৲ টাকা।

সার নরসিংহ শর্ম্মা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে বলেন, ভারতবাসীর দারিদ্র্য ত বাড়ছেই না, বরং তা'র অবস্থার উন্নতিই হচ্ছে! এই রকম বাদ-প্রতিবাদের পর স্থির হ'ল যে, ভারতবাসীর, বিশেষতঃ কৃষককুলের, অবস্থা অনুসন্ধান করবার জন্য এখন কোন কমিটি নিযুক্ত করা হবে না; তবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, তারা এই রকম কমিটী নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন কি না, এবং যদি কমিটি নিযুক্ত হয়, তা হ'লে তাঁরা সেই কমিটির সহিত সহযোগিতা করবেন কি না। কিন্তু এই-খানেই এ বিষয়টার সমাপ্তি হ'ল না। নরসিংহ শর্ম্মা কৌন্সিলের সেই অধিবেশনেই ঘোষণা করলেন যে, প্রজাসাধারণের কর দেবার সামর্থ্য

---

(৬) Finance member's Speech in the Council of State. Feb 4, 1924.

কিরূপ এবং করটা যথোচিত আদায় হচ্ছে কি না, তা'র অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হবে। অর্থাৎ প্রজার প্রতিনিধি বল্লেন—প্রজার অবস্থা অতি শোচনীয়, তা'র একটা তদন্ত করুন এবং যাতে তা'র ভাল হয় সেই ব্যবস্থা করুন। গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি বল্লেন—প্রজার অবস্থা বেশ ভালই আছে, সে সম্বন্ধে কোন তদন্তের আবশ্যক নেই। তদন্তের আবশ্যক আছে, প্রজার ট্যাক্স দেবার সামর্থ্য কতদূর এবং সেই সামথ্য অনুসারে সকলে ট্যাক্স দিচ্ছে কি না, সেইটা জানবার জন্য। অতএব শেষোক্ত উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিযুক্ত করা হবে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট ত কৃষকের উন্নতিকল্পে এই পর্য্যন্ত করেছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও তা'র ওপর এবার একটু দৃষ্টিপাত করেছেন। মিঃ গ্রাণ্ডি (Grandy) নামক একজন শ্রমজীবি-সদস্য পার্লামেণ্টে এই বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ভারতবর্ষে শ্রমজীবীর অবস্থা বড় শোচনীয়। মিঃ মিল্‌ন্‌ (Wardlaw Milne) নামক আর একজন সদস্য বলেন যে, ভারতবর্ষে কৃষকের অবস্থার উন্নতির প্রধান অন্তরায় সেখানকার জমি-সম্বন্ধীয় বিধি-ব্যবস্থা। অণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ রিচার্ডস্‌ (Richards) বলেন, ভারতবর্ষে লোকপ্রতি সম্পত্তির পরিমাণ গড়ে ১৮০৲ টাকা, আর বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ গড়ে ৬০৲ টাকা। ভারতবাসীর এই সম্পত্তি ও আয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্য দেশবাসীর সম্পত্তি ও আয়ের সহিত তুলনা করে' দেখলে দেখতে পাওয়া যায়, কানাডার লোকের সম্পত্তির পরিমাণ ৪৪০০৲টাকা, আর বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ৫৫০৲ টাকা। খাস ইংলণ্ডের লোকের সম্পত্তির পরিমাণ ৬০০০৲ টাকা এবং বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ৭২০৲ টাকা। এই কথা শুনে প্রথমেই মনে হয় অণ্ডার সেক্রেটারী এ অঙ্কগুলি পেলেন কোথায়? যেখান থেকে পাবার কথা—ভারত গবর্ণমেণ্ট—সেখানকার রাজস্ব-মন্ত্রী সার বেসিল ব্লাকেট (Sir

Basil Blackett), সার নরশিংহ শর্ম্মা, মিঃ রাশব্রুক্ উইলিয়ম্স্ (Rushbrook Williams) বলেন—প্রত্যেক লোকের সম্পত্তির মুল্য কত, আয় কত, এমন হিসেব প্রস্তুত করা অসম্ভব, অন্ততঃ অতি কঠিন। হিসেবটা অণ্ডার সেক্রেটারির কল্পনাপ্রসূত, একথা বলা আরও কঠিন। তবে কি শেঠনাজীর প্রস্তাবিত আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধানটা যাতে না হয়, তারই জন্য রাজস্ব-মন্ত্রী এবং তাঁর সহযোগিরা এই সকল কথা বলেছেন? ফলে ভারতীয় কৃষককুলের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান হ'ল না।

কিন্তু প্রজা নিয়েই গবর্ণমেণ্ট। যে বন্দোবস্তে প্রজা নিঃস্ব হ'য়ে যাচ্ছে, রাজস্ব দেবার শক্তিহীন হ'য়ে পড়ছে, গবর্ণমেণ্টের নিজের স্বার্থের জন্য তা'র অনুসন্ধান করতেই হবে। আর অনুসন্ধান করলেই স্পষ্ট দেখা যাবে যে, এখন জমির খাজনা বলে' কৃষক যা দেয় তা'র মধ্যে 'আবওয়াব'গুলি সমস্তই আছে; কিন্তু এমনভাবে লীন হ'য়ে আছে যে, স্বতন্ত্রভাবে আর তাদের চেনা যায় না। সে সিরাজ নেই, সে মনসুর-গদী নেই, সে হীরাঝিল নেই, কিন্তু 'নজরআনা মনসুরগঞ্জ' আছে; সে নবাব নেই, নবাবের সে হাতীশালা নেই, কিন্তু 'মাথট ফিলখানা' আছে; সে সাবেক খাসনবিস নেই, তাদের পার্ব্বণীও নেই, কিন্তু 'নজরআনা খাসনবিসী' আছে; বাঙলার খোকারা তথা খোকাদের পিতা-পিতামহেরা ঘুমিয়ে পড়লেও বর্গী আর দেশে আসে না, কিন্তু 'চৌথ মারাঠা' এখনও আদায় হচ্ছে। অন্য অন্য সকল 'আবওয়াব'ই আদায় হচ্ছে; তবে কাউকেই আর চিনতে পারা যায় না। এখন তারা নামোপাধি ত্যাগ করে' আপন আপন পৃথক্ সত্ত্বা 'আসল'-খাজনার মহাসত্তায় বিলীন করে' দিয়েছে।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে যা করেন নি, এখন প্রজার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে তা করতে হবে। প্রজার দুঃখ দূর করতে গবর্ণমেণ্টের

নিশ্চেষ্টতা দূর করে' গবর্ণমেণ্টকে তা'তে প্রবৃত্ত করাতে হবে। গবর্ণমেণ্টও বলেছেন প্রতিনিধিদের সে প্রেরণা তাঁরা সাদরে গ্রহণ করবেন। কিন্তু একটা বিষয়ে আমাদের সাবধান হতে হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে অস্থায়ী করতে, settled factকে unsettle করতে গবর্ণমেণ্ট আপত্তি না করতে পারেন। কিন্তু তা'র স্থানে তাঁরা যা চান তা আরও ভয়ানক। তাঁরা চান তাঁদের এমন ক্ষমতা থাকবে, যা দ্বারা আবশ্যক হ'লে সময়ে সময়ে তাঁরা খাজনা বৃদ্ধি করতে পারবেন। বলা বাহুল্য আমরা সেটা একবারেই চাই না। আমরা চাই বর্ত্তমান খাজনার মধ্যে যে সকল 'আবওয়াব' আছে, সেগুলিকে বাদ দিয়ে, খাঁটি খাজনা যা থাকবে, প্রজাকে কেবল তাই দিতে হবে—এই রকম পাকা বন্দোবস্ত হ'ক, আর সেই পাকা বন্দোবস্তটা সাক্ষাতভাবে প্রজার সঙ্গে হ'ক। লর্ড কর্ণওয়ালিসের পাকা বন্দোবস্তটা যখন একটা মহাভ্রম বলে' প্রমাণিত হ'ল, তখন মান্দ্রাজে গবর্ণমেণ্ট এই প্রথা প্রবর্ত্তন করেছিলেন। তা'তে গবর্ণমেণ্ট ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী আর কেউ ছিল না। প্রজাকেই জমির স্বত্বাধিকারী স্বীকার করে' গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাতভাবে তা'র কাছ থেকেই রাজস্ব আদায় করতেন। তা'তে প্রজার অবস্থাও সেখানে বেশ ভাল হয়েছে। "The recoil" মেন বলেন, "from what was soon recognised as a mistake, brought a system into fashion which was in fact the reverse of Lord Cornwallis' experiment. In the Southern Provinces of the Peninsula, the English Government began to recognise nothing between itself and the immediate cultivators of the soil and from them it took directly its share of the produce. The effect was a peasant proprietory ...... Now that it has been modified in some details and some mistakes first committed have

been corrected, there is no more prosperous population in India than that which has been placed under it.[৭] । ফলের দ্বারা যদি এই প্রথার এই পরিচয় গবর্ণমেণ্ট পেয়ে থাকেন, তাহ'লে বলা বাহুল্য, এই প্রথা দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত হওয়া উচিত।

---

(৭) Village Communities in the East and West by Sir Henry. S. Maine, 3rd Edition, pp. 105-106.

নবম অধ্যায়

ভবিষ্যৎ কৃষক—জমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি নয়—প্রজা সাধারণের মধ্যে জমি বিভাগ—সভ্যতার আদিতে সকল দেশের জমিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ও পল্লীপ্রথার একতা—কৃষিকর্ম্মের উন্নতির জন্য জলসেচন পূর্ত্ত, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও রাসায়নিক সার—পারস্পরিক-সাহায্য-সমিতি—কৃষিব্যাঙ্ক—কার্টেল (Kartelis)—রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে কৃষকের জীবনবীমা—স্বাস্থ্যের রক্ষা ও উন্নতির জন্য স্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও তার জন্য আবশ্যক জমির ব্যবস্থা—জাতীয় আনন্দ উৎসব—শিক্ষা—এই সকল সংস্কারের জন্য আবশ্যক অর্থসংস্থান।

পূর্ব্ব কয়েক পৃষ্ঠায় আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি যে মানব-সভ্যতার আদিতে জমি ছিল কৃষকের; কৃষক তা'র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজাকে কর দিত—সে কর ইংরেজীতে যাকে rent বলে তা নয়—এবং রাজা ও কৃষকের মধ্যবর্ত্তী আর কেউ সেই করের অংশভাগী ছিল না।

এখন অনেকে বলেন সুদূর অতীতে কি ছিল তা'র আলোচনায় লাভ নেই; আমরা বর্ত্তমান সময়ে যে অবস্থায় বাস করছি তাই আমাদের আলোচ্য হওয়া উচিত, কারণ, বর্ত্তমান অবস্থার যা দোষ তারই প্রতীকার আবশ্যক। এই কথা যাঁরা বলেন তাঁরা ভুলে যান যে বর্ত্তমান অতীতেরই

সন্তান, অতীতই অভিব্যক্ত হ'য়ে বর্ত্তমানে পরিণত হয়েছে। অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য; আর, সেই সম্বন্ধের আরও অভিব্যক্ত সন্ততিই ভবিষ্যৎ। সুতরাং বর্ত্তমানের দোষকে নিরস্ত করে' ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য অবধারণ করতে হ'লে, অতীতের আলোচনা অপরিহার্য্য। অতীতে যা ছিল না, বর্ত্তমানে তা থাকতে পারে না, ভবিষ্যতেও তা অসম্ভব। অতীতের আলোচনায় আমরা অভিব্যক্তির ধারা দেখতে পাই। কৃষকের অতীত ইতিহাস আমাদেকে স্পষ্ট করে' দেখিয়ে দিচ্ছে যে তা'র বর্ত্তমান অবস্থা তা'র অতীত অবস্থার অভিব্যক্তি নয়। প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির ধারানভিজ্ঞ কতকগুলি অহংকার-বিমূঢ়াত্মা লোক কৃত্রিম উপায়ে এই বর্ত্তমান অবস্থা ঘটিয়েছে। সুতরাং এ অবস্থা স্থায়ী হবে না। এর পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

এখন সভ্য জগতের সকলেই বুঝতে আরম্ভ করেছে যে জমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি; কোন ব্যক্তি-বিশেষের নয়। এবং এই বোধ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই সকল দেশে জমিকে জন-সাধারণের সম্পত্তি করবার চেষ্টার আরম্ভ হয়েছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যা হচ্ছে, এদেশেও তাই হবে, এবং হওয়া অবশ্যম্ভাবী। জমি জন-সাধারণের সম্পত্তি হ'লে জন-সাধারণের মধ্যে তা'কে ভাগ করে' দেবার একটা নীতি স্থির করতে হবে। এর জন্য মানবসংঘের আদি-বাসস্থান গ্রামকেই মূল (unit) ধরে' নিতে হবে। গ্রামের সমস্ত জমিকে উপযোগিতা অনুসারে প্রথমে তিন ভাগে বিভক্ত করতে হবে—(১) বাস্তু, (২) গোচর, (৩) কৃষিক্ষেত্র। গোচর-জমির আর ভাগ হবে না, গ্রামের সকলেই তা'তে গোরু চরাবে; অবশিষ্ট জমি গ্রামের লোক-সংখ্যা অনুসারে সমান অংশে ভাগ হবে। প্রতি দশ বৎসর অন্তর যে লোকসংখ্যা গণনা হয়, তা'তেই গ্রামের লোক কত তা জানা যাবে। এবং সেই অনুসারে জমিরও ভাগ হবে।

প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি একটা অংশ পাবে। বাস্তু-জমির অংশে বাসের জন্য বাড়ী তয়ের করবে এবং ক্ষেতে কৃষিকর্ম্ম করবে। যারা কৃষিকর্ম্ম না করে' অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করবে, তা'রা কেবল বাস্তুর অংশ পাবে এবং তা'র সংলগ্ন কর্ম্মশালার উপযোগী জমিও পাবে। নির্দ্দিষ্ট অংশের অতিরিক্ত জমি কেউ পাবে না; সুতরাং জমির পরিমাণ সকলেরই সমান হবে; আর সেই পরিমাণ এমন হবে যে কৃষক তা বেতনভোগী ভৃত্য বা দৈনিক শ্রমিকের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং চাষ আবাদ করতে পারে। বেতনভোগী ভৃত্য এবং দৈনিক শ্রমিকের সাহায্যে কৃষিকর্ম্ম করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হলেই ভূমিশূন্য এক শ্রেণীর লোকের সম্ভব হবে, যারা ভবিষ্যতে সমাজের অনেক অনিষ্টের মূল হ'য়ে উঠবে। গ্রামের জমি বিভাগ এবং গ্রামবাসী-সমবায়ের তা'তে সমান অধিকার পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই ছিল, ভারতবর্ষেও ছিল, ইউরোপেও ছিল। মেন (Maine) বলেন "The ancient Teutonic cultivating community as it existed in Germany itself appears to have been thus organised. It consisted of a number of families standing in a proprietary relation to a district divided into three parts. These three portions were the mark of the township or village, the common mark or waste, and the arable mark or cultivated area. The community inhabited the village, held the common mark in mixed ownership, and cultivated the arable mark in lots appropriated to the several families.........It is a strict ownership in common both in theory and practice ....Each householder has his own family lot in each of the three fields, and this he tills by his own

labour, and that of his sons and slaves·········It seems also to show that the original distribution of the arable area was always into exactly equal portions corresponding to the number of free families in the township. Nor can it be seriously doubted upon the evidence that the proprietory equality of the family composing the group was at first still further secured by a periodical redistribution of the several assignments.······There appears to be no country inhabited by an Aryan race in which traces do not remain of the periodical redistribution. It has continued to our day in the Russian villages. Among Hindoo villagers there are widely extending traditions of the practice······The modern law is separated from the ancient law by some great interruption······ The appropriated lands of each township were laid out with equal good sense and propriety. That each occupier might have his proportionate share of lands of different qualities and laying in different situations, the arable lands, more particularly, were divided into numerous parcels, of sizes, doubtless, according to the size of the given township and the rank and number of the occupiers". [১] ভারতবর্ষেও যে এই প্রথা ছিল সে সম্বন্ধে মেন (Maine) বলেন "It does not appear to me a hazardous proposition that the Indian and the ancient European systems of

(১) Village Communities in the East and West by Sir Henry S. Maine, pp 78-92.

enjoyment and tillage by men grouped in village communities are in all essential particulars identical" [২].

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় যখন ইউ-রোপীয়েরা গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে, তখনও এই প্রণালীতে ঔপ-নিবেশিকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হ'য়ে স্থানে স্থানে জমি নিয়ে তা আপনাদের মধ্যে ভাগ করে' নিয়েছিল [৩]। "The company of proprietors proceeded to divide the land by assigning first house-lots, then tracts of meadow land, and in some cases mineral land, i. e. where bog-iron ore was found. Pasture and woodland remained in common as the property of the company" [৪]. এর উপর মেন (Main) মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, This is not only a tolerably exact account of the ancient European and existing Indian village community, but it is also

---

(২) Village Communities in the East and West by Sir Henry S. Maine, p 103.

(৩) It is a very remarkable fact that the earliest English emigrants to North America —who, you know, belonged principally to the class of yeomanry—organised themselves at first in village communities for the purpose of cultivation. When a town was organised, the process was that the General court granted a tract of land to a company of persons. The land was first held by the company as property in common.—*Palfrey's History of New England*, II. p 13.

(৪) Do. Do.

a history of its natural development, where the causes which turn it into a manorial group are absent and of its ultimate dissolution" ৫.

মেন (Maine) যথার্থ ই বলেছেন যে, এই-ই পল্লী-সমাজের উৎপত্তি, স্থিতি ও উন্নতির ইতিহাস। আর্য্যজাতিই এর প্রবর্ত্তক, এবং ভারতবর্ষে ও ইউরোপে যেখানেই তাঁরা গিয়েছেন, সেইখানেই এইরূপ পল্লীসমাজ স্থাপন করেছেন। এঁদেরই এক শাখার বংশধরেরা ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় গিয়ে যখন উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন এই প্রথাই অবলম্বন করেছিলেন। এর প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি-ধারা বাধা না পেলে প্রকৃতই এক একটি পল্লীসমাজ ব্যষ্টিভাবে এক একটি স্বাধীন গণতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হ'ত, এবং সমষ্টিভাবে বিশাল যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি-স্বরূপ হ'ত। কিন্তু ভারতবর্ষে বৈদেশিক অভিযান এবং তা'র আনুষঙ্গিক রাষ্ট্রবিপ্লব ও আবর্ত্তনের (revolution) দুরতিক্রম্য বাধা সে প্রাকৃতিক ধারার গতি রোধ করলে। রুদ্ধগতি সে ধারা স্রোতোবিহীন নদীর মত এখন দেশের অনিষ্টের হেতু হয়েছে। এই অনিষ্টের হেতু দূর করে' এখন সেই অভিব্যক্তি-ধারাকে মুক্তগতি করতে হবে। এর জন্য প্রথম আবশ্যক জমিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করে' পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে সমান ভাগে বণ্টন করে' দেওয়া। এইরূপে কৃষক যে জমি পাবে তা কোন রকমে সে হস্তান্তর করতে পারবে না। অনেক স্থলে দেখা গিয়েছে যে, মহাজনের ঋণের দায়ে কৃষক জমি বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছে এবং অনেক সময়ে এইরূপে জমি কিনে নিয়ে মহাজন জমিদার হ'য়ে গিয়েছে, আর কৃষক জমিশূন্য হ'য়ে দিন-মজুরী

---

(৫) Village Communities in the East and West by Sir Henry S. Maine. p 201.

করে’ জীবিকা উপার্জ্জন করছে। এতে ঋণ পাওয়া কথনো কথনো কঠিন হবে। সেটা কঠিন হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ ঋণ পাওয়া সহজ হলেই লোকে ক্ষমতার অতিরিক্ত ঋণ করে’ শেষে নিঃস্ব হ’য়ে পড়ে এবং দেশের ও সমাজের দারিদ্র্য-ভার বৃদ্ধি করে। কৃষকের যেমন জমি হস্তান্তর করবার ক্ষমতা থাকবে না, তেমনি জমি অনাবাদী রাখবারও ক্ষমতা থাকবে না। জমি অনাবাদী থাকলে দেশে অন্ন-বস্ত্রের অভাব হবে, শিল্প-বাণিজ্যের উপাদানেরও অভাব হবে।

তারপর কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য আবশ্যক জলসেচন-পূর্ত্ত, উন্নত কৃষি-যন্ত্রাদি, সার ও ভাল বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা। এ দেশের কৃষির প্রধান বিঘ্ন অনাবৃষ্টি। অনাবৃষ্টি হ’লেই দেশে খাদ্য-দ্রব্য দুর্ল্ভ হয় এবং অনেক সময় সেই দুর্ল্ভতা দুর্ভিক্ষে পরিণত হয়। অনাবৃষ্টির সঙ্গে দুর্ভিক্ষের নিত্য সম্বন্ধ জেনেও গবর্ণমেণ্ট এর প্রতিকার-কল্পে বিশেষ কিছু করেন না। এ সম্বন্ধে রমেশ দত্ত বলেন “The immediate cause of famine in almost every instance is the failure of rains, and this cause will continue to operate until we have a more extensive system of irrigation than has yet been provided……What India wants now is an extensive system of irrigation, and we have already suggested that a crore of rupees, out of the crore and a half of the famine grant may be annually spent on protective irrigation works.” কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন জলসেচনের জন্য খালের চেয়ে রেলের প্রয়োজন বেশী, যদিও রেলওয়ে-নির্ম্মাণে ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত লাভ বাদে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হয়েছে ৫,৩৭,৩৪,৭৬১৲টাকা। বলা বাহুল্য গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি মানে দেশের লোকের ক্ষতি। এ সম্বন্ধে ১৮৯৮

খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ-কমিশন বলেন যে, দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যে রেলওয়ে নির্ম্মাণের আবশ্যক ছিল, তা এখন শেষ হয়েছে, বর্ত্তমান অবস্থায় জলসেচনের ব্যবস্থাই বেশী আবশ্যক—"That most of the protective railways have now been constructed ...... and that under the existing circumstances greater protection will be afforded by the extension of irrigation works." ৬ কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন অন্যরূপ। গবর্ণমেণ্ট বলেন, জলসেচন-পূর্ত্ত করতে মূলধনরূপে যে বিস্তর অর্থের আবশ্যক হয়, তা ব্যয় করে' বিশেষ লাভ হয় না। কিন্তু অদূরদর্শী গবর্ণমেণ্ট দেখেন না যে জলসেচনের ব্যবস্থায় অনাবৃষ্টির বৎসর কৃষকের শস্য-রক্ষা হয়, শস্যরক্ষার অর্থই প্রাণরক্ষা। আর, দুর্ভিক্ষের বৎসর দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য গবর্ণমেণ্টকে যা ব্যয় করতে হয়, তা'ও বাঁচতে পারে, এবং রাজস্ব আদায়টাও অপেক্ষাকৃত সহজ হ'তে পারে।

উন্নত কৃষিযন্ত্রাদির ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য। ইউরোপ ও আমেরিকায় এই সকল যন্ত্রাদির ব্যবহারে কৃষির যে কত উন্নতি হয়েছে, এদেশের কৃষক তা'র ধারণাই করতে পারে না। জমিচষ' সেখানে এখন কলের লাঙ্গলের (motor tractor) দ্বারা হয়। এতে অল্প সময়ে অনেক জমি খুব গভীর করে' চাষ করা যায়। ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত অল্প। কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তা প্রায় অসম্ভব। এখানকার কৃষকের জমি অল্প এবং ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত ; আবার অনেক স্থানে সেই খণ্ডগুলি এক জায়গায় নয়, এমন কি নিকটে নিকটেও নয়। এরূপ খণ্ড খণ্ড জমিতে কলের লাঙ্গল চালান যায় না।

---

(৬) Report of the Famine Commission of 1898, p 330.

কিন্তু কৃষকেরা ইচ্ছা করলে উঁচু আলগুলি কেটে সমতল করে' (জমির সীমার সামান্য চিহ্নমাত্র রেখে) গ্রামের সমস্ত জমি চষিয়ে নিয়ে আবার সীমাচিহ্ন দিয়ে নিতে পারে। অন্যান্য যন্ত্রসম্বন্ধেও এই কথা বলা যেতে পারে। ভবিষ্যৎ কৃষক-সমবায় এই সকল যন্ত্র আনিয়ে আবশ্যক অনুসারে ব্যবহার করতে পারে।

সারের অভাব এদেশে অত্যন্ত বেশী। ক্রমাগত অবিশ্রান্ত চাষ করে' জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাসই হচ্ছে; তা'র পূরণের কোন ব্যবস্থা নেই বল্লেই হয়। গোময় একটা সার আছে, কিন্তু তা'র পরিমাণ নগণ্য। একটি কৃষকের যা দু'চারটি গোরু আছে, তা'র গোময়ে পাঁচ কাঠা জমিতেও ভাল করে' সার দেওয়া হয় না। তা'র উপর আবার কাঠের অভাবে তাই জ্বালাতে হয়। আজকালকার প্রধান সার হচ্ছে হাড়ের গুঁড়া, সোরা, এমোনিয়া, খৈল ইত্যাদি। এর মধ্যে সোরা এমোনিয়া প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যগুলি এত দুর্মূল্য যে তা'র কথা একেবারে ছেড়েই দিতে হয়। হাড় আর খৈল সম্বন্ধে একটু বিশেষ কথা আছে। হাড় এদেশ থেকে চালান হ'য়ে গিয়ে জার্ম্মাণির ও অন্যান্য দেশের জমিকে উর্ব্বর করছে। এদেশের লোকের তা'তে ভ্রূক্ষেপও নেই। দু' একটা হাড় গুঁড়া করবার কল এদেশে আছে; তা'তেও যে হাড়ের গুঁড়া হয়, তা ইংরেজ কৃষকেরা চা-বাগানে, কফি-বাগানে ব্যবহার করেন। খৈল ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এ দেশে যে সকল তৈলবীজের চাষ হয়, এ দেশেই তা'কে পীড়িয়ে নিলে তৈল এবং খৈল দুই-ই দেশে থেকে যায়। কিন্তু কৃষকের দুর্ভাগ্য বশতঃ তা হয় না। তৈলবীজও অন্যান্য অনেক জিনিষের মত এদেশ থেকে চালান হ'য়ে যায়। একবার কৃষিমন্ত্রণা সভায় (Agricultural Conference) এ বিষয়ের প্রতিকারের একটা প্রস্তাব হয়। সভাটি হচ্ছে

গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারীদের মন্ত্রণাসভা। দেশের লোকের তা'র সঙ্গে বড় একটা কোন সংশ্রব নেই। মন্ত্রণাকারীরা অনেক বিচার বিতর্ক করে' স্থির করলেন, ও-সম্বন্ধে কিছু করা যেতে পারে না। কাজেই বিষয়টা পূর্ব্ববৎ থেকে গেল।

প্রাকৃতিক সার সকল দেশেই অপ্রচুর। সেইজন্য রাসায়নিক সার আজকাল সকল দেশেই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা হচ্ছে। কিছু দিন পূর্ব্বে এডওয়ার্ড সি ওয়ার্ডেন (Edward. C. Worden) নামে একজন বিশেষজ্ঞ আমেরিকান জার্ম্মাণিতে গিয়েছিলেন। তিনি দেখে এসেছেন, সেখানকার একটা কারখানায় (Badische Aniline and Soda Fabrik at Oppan near Ludwigshafen) প্রতিদিন ৭,৫৬,০০০ সাত লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার মণ এমোনিয়া (amonia) প্রস্তুত হয়। এর সঙ্গে পটাস ও ফস্‌ফেট (phosphate) মিশিয়ে উত্তম সার প্রস্তুত হচ্ছে, আর সেই সার জার্ম্মাণ রাজ্যের সমস্ত কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই কারখানায় প্রতিদিন আট ন' হাজার লোক কাজ করে। জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট এর সাহায্যের জন্য ২০ কোটি মার্ক কর্জ্জ দিয়েছেন। ডাক্তার ওয়ার্ডেন বলেন, এই সকল কাজে জার্ম্মাণির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার এখনও বহু বৎসর লাগবে [৭]। আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট, জমিদার বা কৃষক কেউই এখনও এ দুঃস্বপ্ন দেখেন

---

(৭) I fear that both Great Britain and the United States will find themselves faced with very severe competition from Germany in the Chemical Industries in years to come.—Statement made by Dr. Edward C. Worden, Explosives Chemical Expert of the United States Bureau of Air Craft Production.

নি; কিন্তু ভবিষ্যতের কৃষক এ সকল শুনবে, জানবে এবং দেশের কাছে পাবার দাবী করবে।

ভাল বীজ সরবরাহেরও কোন ব্যবস্থা এ দেশে নেই। গবর্ণমেণ্ট একবার এর জন্য চেষ্টা করেছিলেন; স্থানে স্থানে বীজভাণ্ডার খুলেছিলেন; কিন্তু সেখানে সকল রকম বীজ পাওয়া যায় না; যা পাওয়া যায় তা যথেষ্ট নয় এবং তা'র মূল্য এত অধিক যে সাধারণ কৃষকের পক্ষে তা দুষ্প্রাপ্য।

কৃষির এই সকল উন্নতি-সাধন যাতে প্রত্যেক কৃষকের সাধ্যায়ত্ত হয়, তা করতে হ'লেই পারস্পরিক-সাহায্য-সমিতি (Co-operative Society) স্থাপন করতে হবে। এই সমিতি দু' রকমের হবে—এক রকমের উদ্দেশ্য হবে শস্য-উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধন, আর এক রকমের উদ্দেশ্য হবে উৎপন্ন শস্যের বিক্রীর সুব্যবস্থা করা। অর্থাৎ এক রকম হবে Co-operative Production Society, আর এক রকম হবে Co-operative Distribution Society. আজকাল এদেশে যে সকল Co-operative Society আছে, সেগুলির অধিকাংশই Co-operative Credit Society বা ঋণদান সমিতি। এদের উদ্দেশ্য সুদ-ব্যবসায়ী মহাজনের কবল থেকে ঋণভার-প্রপীড়িত কৃষককে উদ্ধার করা। এও একটা অতিপ্রয়োজনীয় কাজ তা'তে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সাধু উদ্দেশ্য কতদূর সফল হয়েছে, তা একবার অনুসন্ধান করে' দেখা আবশ্যক। চির-ঋণগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে কতজনকে এরা মহাজনের ঋণ-পাশ থেকে মুক্ত করতে পেরেছে, তা একবার জানা আবশ্যক। যতদূর জানা গিয়েছে তা'তে বোধ হয়, মহাজন ত আছেই, তা'র ব্যবসাও পূর্ব্ববৎ চলছে, তা'র উপর এই সমিতিগুলিও আর এক ঋণদাতা হ'য়ে উঠেছে। এদের সুদ কম বলে' অনেকেই এদের কাছে ঋণ নিতে চায়,

কিন্তু এদের মূলধন অপেক্ষাকৃত অল্প, কাজেই এরা সকলের আবশ্যকমত ঋণ দিতে পারে না। ফলে, কৃষকের ঋণের পরিমাণ কমে নি, কেবল উত্তমর্ণ একজন বেড়েছে। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে এই সকল সমিতি স্থাপিত হয়েছে, তা এখনও সফল হয় নি। তা'র প্রধান হেতু এই যে আমাদের কৃষকদের মধ্যে অনেকেই একবারে নিঃস্ব, আর এই Co-operative Credit Societyগুলি এই নিঃস্ব কৃষকদের সমবায়। এদের-দেওয়া-মূলধন কাজেই অতি-অল্প, এবং তা'র দ্বারা সকলের প্রয়োজন সিদ্ধ হতেই পারে না। কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করে' এ বিষয়ে কৃষকের অনেক সাহায্য করা যেতে পারে। জার্ম্মাণিতে এইরূপ অনেক ব্যাঙ্ক আছে। তা'র নাম Raifeissen Bank. ইটালী এবং বেলজিয়মেও এইরূপ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে। ইটালীর ব্যাঙ্কগুলির নাম Piccolo Credito (Small loan and deposit Bank). এরা কৃষককে, অল্পমূলধনের দোকানদারকে এবং শিল্পীকে অল্প সুদে টাকা ধার দেয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এর অংশীদার ছিল ৫৭০ জন, প্রত্যেক অংশের মূল্য ২০ ফ্রাঙ্ক (franc) মোট মূল্য ৫,২৮৫ পাউণ্ড। সে বৎসর অংশীদারেরা লভ্যাংশ পেয়েছিলেন শতকরা ২॥• পাউণ্ড। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পনর বছরের মধ্যে অংশীদারের সংখ্যা হয় ২৪৭৩, মূলধনের পরিমাণ হয় ৪৫,১১৯ পাউণ্ড এবং লভ্যাংশ হয় শতকরা ১৬ পাউণ্ড। এর উপর এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল ৫,০০,০০০ পাউণ্ডের বেশী। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইটালীতে ৮০০ রাইফায়সেন ব্যাঙ্ক ছিল। ইংলণ্ড এ বিষয়ে অনেক পিছিয়ে আছে; কাজেই আমাদের রাজপুরুষদের অভিজ্ঞতাও এ বিষয়ে বেশী নয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের মে মাসের Month নামক মাসিক পত্রে উল্লিখিত আছে—

"The finanical or credit societies of which, indeed, we have but little experience in England, but which have

done excellent work in various parts of the Continent of Europe: mention may be made of the celebrated Raifeissen banks in Germany forms similar to which exist in Belgium and Italy."

উন্নত বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্রাদির প্রচলন করা ও সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়াও এই Co-operative Production Societyর কাজ হবে। ভাল বীজ সরবরাহও এঁরাই করবেন।

Co-operative Distribution Societyর প্রধান কাজ কৃষি-জাত দ্রব্যের বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করা। স্থানে স্থানে এর জন্য দোকান এবং বাজার বসাতে হবে। সেইখানে কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ করে', একটা নিম্নতম নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রী করবার বন্দোবস্ত করতে হবে। আপাততঃ এর কোন ব্যবস্থা না থাকায় প্রত্যেক কৃষক স্বতন্ত্র-ভাবে আপনার অভাব এবং আবশ্যক অনুসারে তা'র ক্ষেতের ফসল বিক্রী করে। অন্য দেশে তা'র জিনিষের কেমন চাহিদা তা'র খবরও আমাদের কৃষক রাখে না। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে, পাটের কল-ওয়ালারা যখন শতকরা তিন শ' টাকা লাভ করেছে, তখন পাটের উৎপাদক কৃষক অন্নাভাবে অগত্যা উচিত মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে তা'র ক্ষেতের পাট বেচতে বাধ্য হয়েছে। Co-operative Distribution Societyর মত একটা কৃষক-সমবায় থাকলে যুদ্ধে পাটের আবশ্যকতা বুঝে পাটের দাম চড়িয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্যের নীচে পাট বিক্রী করতে দিত না। তা হ'লে কলওয়ালারা যে লাভ করেছে, অন্ততঃ তা'র অর্দ্ধেক লাভ কৃষকের ঘরে এসে তা'র অন্ন-বস্ত্রের অভাব মোচন করতে পারত। এ সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা আছে। ইউরোপীয় পাট-ব্যবসায়ীরা ইউরোপীয় দালাল ভিন্ন অন্য কারও যোগে পাট খরিদ করে না। ব্যারিষ্টারেরা যেমন এটর্ণির যোগে ভিন্ন সাক্ষাত

ভাবে কোন মক্কেলের কাছে মোকদ্দমা নিতে পারেন না, এও কতকটা সেইরূপ। বিক্রীটা কৃষক-সমবায়ের কর্ত্তৃত্বাধীন হ'লে ইউরোপীয় বা দেশীয় সকল দালালকেই এই সমবায়ের নিয়ম অনুসারে তাদেরই কাছে কিনতে হবে।

জার্ম্মাণিতে এই রকম সমবায় আছে, তাদের নাম কার্টেল (Kartell). এদের সংখ্যাও অনেক, ক্ষমতাও অনেক। ছোট ছোট কৃষি-বাণিজ্য-সমবায় নিয়ে এই সকল কার্টেল গঠিত। যারা এই সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত, তারা স্বতন্ত্র ভাবে জিনিষ প্রস্তুত করতে পারে কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবে বিক্রী করতে পারে না। এদের এক একটা কেন্দ্র আছে, সেইখান থেকে জিনিষের দাম ঠিক করে' দেওয়া হয়। সেই দামের নীচে কেউ সে জিনিষ বিক্রী করতে পারে না। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি দেশেও এই রকম সমবায় হয়েছে [৮]।

কিন্তু এই পারস্পরিক-সাহায্য-সমিতিগুলির প্রয়োজন কৃষকের চলতি কারবার চালাবার জন্য। স্বাস্থ্যের অভাবে, ব্যাধিতে এবং বার্দ্ধক্যে যখন তা'র কারবার অচল হবে, সে দুর্দ্দিনে কে তা'র সাহায্য করবে? সে রোগগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে থাকলে, তা'র চিকিৎসা হয় না, তা'র সংসার

(৮) The famous Kartells of Germany are widespread and powerful. Their common idea is this: a group of trades manage their own production individually, but each places all its sales in the hands of a central committee which settles a common price, thus evading all competition between the firms engaged and creating, to some extent, a monopoly. Similar trusts of one form or another exist in France, Belgium, Austria and elsewhere.—*Primer of Social Science, by the Rt. Rev. H Parkinson D. D, Ph. D.*

চলে না। যার নিত্য অভাব মোচন করাই কঠিন, তা'র দুর্দ্দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করা অসম্ভব। অথচ সেই কৃষকই সকল শিল্প-বাণিজ্যের মূল, সেই কৃষকই সকল ধনের উৎপাদনকারী। তা'র ব্যাধি, জরা বা মৃত্যু হ'লে যে কেবল সে আর তা'র পরিজনবর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা নয়। রাজা ক্ষতিগ্রস্ত হন, জমিদার ক্ষতিগ্রস্ত হন, মহাজন ক্ষতিগ্রস্ত হন, শিল্পী ক্ষতিগ্রস্ত হন, বণিক্ ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং যে কেউ তা'র শ্রমোৎপন্ন ধনের ফল ভোগ করেন, সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই ক্ষতি-নিবারণের একমাত্র উপায় জীবন-বীমা। ইংলণ্ডে জাতীয় জীবন-বীমার প্রথা (National Insurance) প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু প্রথমে যখন এর প্রস্তাব হয়, তখন এর বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন হয়েছিল। এখানেও এ প্রস্তাব উঠলে একটা মহা আন্দোলন হবে। যারা এই দরিদ্র কৃষকের শ্রমফলভোগী, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তারাই এর প্রধান আপত্তিকারী। তাদেকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, এই দরিদ্র কৃষকই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে, রাজপুরুষকে বেতন দেয়, জমিদারকে খাজনা দেয়, মহাজনকে সুদ দেয়, বণিক্‌কে লাভ দেয়, শিল্পীকে তা'র শিল্পের কাঁচা মাল দেয় এবং সর্ব্বসাধারণকে অন্ন দেয়। সুতরাং তা'র স্বাস্থ্য ও জীবন-বীমা না করলে যে ক্ষতি হয়, সেটা সমগ্র জাতির, সমস্ত দেশের ক্ষতি। সেই জন্য রাষ্ট্রকে কৃষকের স্বাস্থ্য ও জীবন-বীমার ব্যবস্থা করতে হবে।

কৃষকের ব্যবসায়ের রক্ষা ও উন্নতির জন্য এই সকল ব্যবস্থা করে', তাদের নিজের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি-বিধানের উপায় করে' দিতে হবে। শারীরিক উন্নতির মূল স্বাস্থ্য,. সুতরাং স্বাস্থ্যের রক্ষা ও উন্নতি যা'তে হয়, তা'র ব্যবস্থা করাই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান আবশ্যক। এর জন্য অন্ন-বস্ত্রের পরেই চাই বিশুদ্ধ পানীয় জল ও

স্বাস্থ্যকর বাসস্থান। এই দুটিরই এখন আমাদের অত্যন্ত অভাব। স্বাস্থ্যকর ঘর তৈরীর বিদ্যাটা এখনও আমাদের শেখা হয় নি। আমাদের স্থপতি-বিদ্যাবিশারদেরা প্রাসাদ তৈরী করতে শিখেছেন, হর্ম্ম্য তৈরী করতেও শিখেছেন, কিন্তু কুটীর, যাতে আমাদের জাতিটা (nation) বাস করে, তৈরী করতে শেখেন নি। অল্পব্যয়ে সুন্দর, স্বাস্থ্যকর কুটীর নির্ম্মাণ করতে আমাদের কৃষকদের শেখাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গেই এ শিক্ষাটা দিতে পারলে ভাল হয়। এখন এ বিষয়ের একটা প্রধান অন্তরায় আছে জমির অভাব। নতুন বাড়ী করতে নতুন জমি জমিদার দেন না, অর্থাৎ অত্যন্ত অধিক সেলামী না নিয়ে দেন না। তা'র ফল এই হয়েছে যে লোকের বংশ-বৃদ্ধির অনুপাতে বাসস্থানের অল্পতা ঘটেছে এবং অল্প স্থানের মধ্যে অনেক লোক বাস করলে যে সকল দোষ ঘটে সে সমস্তই ঘটেছে। কিন্তু গ্রামের জমির ভাগ সম্বন্ধে, আমি আগে যা বলেছি, সেরূপ ব্যবস্থা করতে পারলে, বাসের উপযোগী জমির অভাব হবে না। পানীয় জল সম্বন্ধেও ঐ কথা। পুকুর কাটাবার ইচ্ছা ও শক্তি হ'লেও জমিদারের কাছে জমি পাওয়া যায় না। প্রস্তাবিত জমি সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হ'লে পুকুরের জন্যও জমির অভাব হবে না। এই উপলক্ষে আরও একটি কথা বলবার আছে। বাড়ী করতে এবং পুকুর কাটাতে যেমন জমিদার জমি দেন না, তেমনি বাগান করতেও জমি দেন না। ফলে পল্লী-গ্রামে দু-একটি বড় লোকের বাগান ছাড়া কারো বাগান নেই। আমাদের কৃষকেরা এত জিনিষের চাষ করে, কিন্তু ফলের চাষ করতে পারে না। তা'র হেতু জমির অভাব। কৃষকদের কাছে সকল ফলই নিষিদ্ধ ফল। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বলে' বাঙলার যে গৌরব ছিল, জমি সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সে গৌরব লুপ্তপ্রায় হ'য়ে উঠেছে।

চিকিৎসা স্বাস্থ্যের আনুষঙ্গিক; কিন্তু এখন অন্যান্য বিলাসিতার মত চিকিৎসাও ধনীর একটা বিলাসিতা। দরিদ্রের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। ভাল চিকিৎসা, ভাল ঔষধ, ভাল পথ্য দরিদ্রের কল্পনারও বাইরে। ভাল চিকিৎসক পল্লীগ্রামে বাস করেন না কারণ দরিদ্র পল্লীবাসী তাঁর উপযুক্ত দর্শনী দিতে অক্ষম; ভাল ঔষধ দুষ্প্রাপ্য, পথ্যও তাই। হাসপাতাল গ্রামে গ্রামে নেই, বহু গ্রামের মধ্যে একটি হাসপাতাল কোন কোন স্থানে আছে। অনেক স্থানে ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু রোগীর চিকিৎসালয়ে থেকে চিকিৎসিত হবার ব্যবস্থা নেই, বাইরে থেকে ঔষধ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে। সংক্রামক রোগে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রায় কোথাও নেই। সেইজন্য কলেরা বা প্লেগের মত সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত হ'লে গ্রামবাসী চিকিৎসার কল্পনা মাত্র না করে' মহামারীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এর উপর আবার অনেক হাসপাতালে এবং দাতব্য ঔষধালয়ে রোগীর কাছে ঔষধের মূল্যও কিছু লওয়া হয়। কিন্তু করতে হবে চিকিৎসাটা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ। কারখানা আইনে (Factory Act) বিধি আছে যে, প্রত্যেক কারখানায় চিকিৎসক ও ঔষধ রাখতে হবে এবং শ্রমজীবীরা বিনামূল্যে চিকিৎসিত হ'তে পারবে। এই বিশাল দেশব্যাপী কৃষি-কারখানার প্রত্যেক কৃষকের জন্য সেই ব্যবস্থা করতে হবে। বলা বাহুল্য রাষ্ট্র এর ব্যয় নির্ব্বাহ করবে।

জাতীয় আনন্দ-উৎসবও স্বাস্থ্য-বিভাগের মধ্যেই। আনন্দে শরীর-মনের স্ফূর্ত্তি হয় এবং আয়ুর বৃদ্ধি হয়। কৃষকও অন্য মানুষের মত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। কিন্তু এখন সে কেবল 'সৎ' অর্থাৎ 'আছে' মাত্র, অতি কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করছে; 'চিৎ'ও তা'র স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত না হ'য়ে ম্রিয়মাণ হ'য়ে

আছে; 'আনন্দে'র ত নিত্য অত্যন্ত অভাব। অথচ এই তিনের স-সামঞ্জস্য সম্যক্ স্ফূর্ত্তি না হ'লে মনুষ্যত্ব-লাভ হয় না। কৃষককেও মনুষ্যত্ব-লাভের সুযোগ করে' দিতে হবে এবং তার সহজ উপায়বিধানও করে' দিতে হবে। জাতীয় উৎসব তা'র একটা প্রধান উপায়।

আজকালকার দিনে শিক্ষার উপকারিতা বা আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু বল্লে, যা'কে বলা যায় তা'র বুদ্ধি-বিবেচনার অবমাননা করা হয়। শিক্ষার প্রয়োজন সর্ব্ববাদিসম্মত। এখন করতে হবে, রাষ্ট্রের পক্ষে, তা'কে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণীয় এবং প্রজার পক্ষে, বাধ্য হ'য়ে গ্রহণীয়। বাধ্যতা-মূলক অবৈতনিক শিক্ষা পৃথিবীর সকল দেশেই আছে। কেবল আমাদের দেশ না কি এখনও তা'র উপযুক্ত হয় নি। যা হ'ক এখন তা'র ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাও এখন ধনীর বিলাসের মধ্যে আছে। ধনীরাই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন আর তাঁদেরই সন্তানেরা তা'র ফলভোগের অধিকারী হয়। এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা এবং তা'র জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়-সংলগ্ন ছাত্রাবাসে বাস দরিদ্রের স্বপ্নাতীত। তারপর, ছাত্রেরা সেখানে থেকে শিক্ষার উচ্চতার অনুপাতে এমন একটা অস্বাভাবিক আভিজাত্য এবং বিলাস শেখে যে, সেখান থেকে বাইরে এসে পল্লীগ্রামকে, পল্লীসমাজকে হেয় মনে করে। আচার-ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায়, চালচলনে তা'রা যেন মূর্ত্তিমান অর্ব্বাচীন আভিজাত্য। এই ভাবটি তথাকথিত ভদ্রকে ইতর থেকে বিচ্ছিন্ন করে' রেখেছে। এটা নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই দোষের মূল উচ্ছেদ করতে হবে।

এই ত গেল সাধারণ শিক্ষার কথা। ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষা সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, কৃষক সন্তানকে গ্রামে রেখেই তা'র নিজের ক্ষেতে 'হাতে কলমে' পরীক্ষামূলক কৃষিশিক্ষা দিতে হবে। এর জন্য এক শ্রেণীর ভ্রমণশীল শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে। এই শিক্ষকেরা গ্রাম থেকে

গ্রামান্তরে গিয়ে সকলকে শিক্ষা দিয়ে আসবেন। ছেলেদের শিক্ষা ছাড়া বয়ঃপ্রাপ্তদের শিক্ষারও (adult education) ব্যবস্থা করতে হবে।

কথা এখন এই যে, এই সকল সংস্কারের প্রবর্ত্তন করতে যে অর্থের আবশ্যক তা আসবে কোথা থেকে? এর উত্তর এই যে, যে অর্থ কৃষকের কাছ থেকে এসেছে, এসে মাঝ পথে জমিদারের হস্তগত হ'য়ে আছে। কৃষকের দেওয়া খাজনার হিসাবটা একবার দেখলেই তা বেশ বোঝা যাবে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি বাঙলা-বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়ানী পায়, তখন এই প্রদেশের রাজস্ব ছিল তিন কোটি টাকার উপর। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের বাঙলার ভূমি রাজস্বের পরিমাণ সরকারী হিসাব অনুসারে—

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী জমির	৩,২৩,২২,৬১৭
অস্থায়ী বন্দোবস্তী জমির	৩৪,২৩,২৬৭
খাস মহলের	৪১,০৪,৭৫৩,
মোট	৩,৯৮,৫০,৬৩৭

রেভেনিউ বোর্ডের ১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দের সেস রিপোর্ট (Cess Report) অনুসারে বাঙলা-বিহার-ওড়িষ্যার প্রজার নিকট জমিদার যে খাজনা আদায় করেছিলেন তা'র পরিমাণ সাড়ে যোল কোটি টাকা; আর এর মধ্যে উপরে দেওয়া হিসাব অনুসারে গবর্ণমেণ্ট পেয়েছেন প্রায় চার কোটি টাকা, অর্থাৎ চার কোটি টাকা আদায় করতে গবর্ণমেণ্ট জমিদারকে কমিশন দিয়েছেন সাড়ে বার কোটি টাকা! অথচ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ধরে' নেওয়া হয়েছিল যে, প্রজার কাছে যে খাজনা আদায় হবে তা'র শতকরা ৯০৲ টাকা পাবেন গবর্ণমেণ্ট আর ১০৲ টাকা পাবেন জমিদার। অর্থাৎ, জমিদারের যেখানে পাওয়া উচিত ছিল চল্লিশ লক্ষ, সেখানে তিনি পাচ্ছেন সাড়ে বার কোটি! আর, রাজাকে যা' দেওয়া উচিত ছিল গরীব

প্রজা তা'র ত্রিশগুণ দিচ্ছে! এবং গত দেড় শ বৎসর ধরে এই রকম দিয়ে আসছে! তা'র মোট দেওয়াটা হয়েছে আঠার শ কোটি টাকা! তথাপি যখন কৃষকের ক্লেশ নিবারণের জন্য, কৃষির উন্নতির জন্য, ম্যালেরিয়া কলেরার প্রতীকারের জন্য, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য, ব্যবস্থাপক সভায় বৎসরের পর বৎসর আবেদন নিবেদন করা হয়, তখন কর্তৃপক্ষ অম্লান-বদনে বলেন, কৃষকের দুঃখে তাঁদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে কিন্তু রাজকোষে অর্থ নেই। কৃষক এর উত্তরে বলতে পারে "আমরা ত যথেষ্ট অর্থ দিচ্ছি, যদি তা রাজকোষে না পৌঁছয় ত তা'র জন্য দায়ী আপনাদেরই বন্দোবস্ত। এখন এমন বন্দোবস্ত করুন যাতে আমাদের দেওয়া খাজনা সমস্ত রাজকোষে পৌঁছয়। এখন রাজকোষে একটি টাকা পৌঁছিয়ে দেবার জন্য আমরা মধ্যবর্ত্তী জমিদারকে তাঁর পারিশ্রমিক স্বরূপ আর তিনটি টাকা দিই। জমিদারের এই অন্যায় অযৌক্তিক, অবৈধ লাভটা আমাদের দুঃখদারিদ্র্য-নিবারণের জন্য, আমাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যয় করা হ'ক।"

———

দশম অধ্যায়

ইউরোপের কৃষক—ইংরেজ ভূম্যধিকারী (landlord)—কৃষক ও কৃষি-শ্রমজীবীর অবস্থা—জমিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করবার চেষ্টা (land nationalization)—ইউরোপের অন্যান্য দেশের কৃষক—কৃষক সংঘ—Green International ভারতীয় কৃষকের জাগরণ।

এখন একবার আমাদের দেশের কৃষকের সঙ্গে ইউরোপের কৃষকের তুলনা করে' দেখা যা'ক। কৃষকের কথা বলতে হ'লেই ভূম্যধিকারীর কথাও বলতে হয়, তা না হ'লে এই দুয়ের সম্বন্ধটা কিরূপ আছে এবং কিরূপ হওয়া উচিত, তা ভাল করে' বুঝতে পারা যাবে না। পূর্ব্বেই বলেছি ইংলণ্ডের ধনীদের ভূম্যধিকারী হবার বড় সাধ। সেখানকার সমাজেও ভূম্যধিকারীর খুব সম্মান। তাই ব্যবসায় বাণিজ্যে যিনি ধনপতি হয়েছেন, তিনি অনেক অর্থ দিয়ে জমিদারী কেনেন ভূমিপতি landlord হবার জন্য—উদ্দেশ্য কেবল ঐশ্বর্য্য দেখান আর প্রভুত্ব করা, যেন তিনি একটি ক্ষুদ্র রাজা। যাঁরা বনিয়াদি landlord তাঁদের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন সামন্তরাজ feudal chief, প্রাচীনকালে বাহুবলে তাঁরা ভূমি অধিকার করেছিলেন। এইরূপ বাহুবল-লব্ধ ভূমির জন্য এঁরা রাজাকে রাজস্ব দিতেন না; আবশ্যকের সময়ে রাজাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেন। এখন আর তাঁদের সৈন্য দিয়ে রাজাকে সাহায্য

করতে হয় না ; রাজস্ব দেওয়া থেকেও রাজা তাঁদেকে অব্যাহতি দিয়েছেন পূর্ব্ব রাজসেবা স্মরণ করে'। এখন জমিতে তাঁদের পুরুষানুক্রমিক অধিকার জন্মে গিয়েছে। সেই অধিকারের বলে এখন তাঁরা জমিদারীতে সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্ব করেন। Hyndman এঁদেকে বলেন "a handful of maranders, who now hold possession, have and can have no right save brute force." কৃষক এই ভূম্যধিকারীর কাছ থেকে নির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত অনুসারে জমি নিয়ে মজুর দিয়ে চাষ আবাদ করেন। মজুরদের জন্য সেই জমির উপর ঘর দুয়ার তৈরী করে' দেওয়া হয়। তা'রা সেইখানে বাস করে' কৃষকের মজুরি করে। তাদের নিজের বাসস্থান নেই, মজুরিও অতি অল্প। এত অল্প যে তা'র নিতান্ত আবশ্যক যে ব্যয় তা'ও তা থেকে চলে না। Herbert Spencer বলেন—"In old Poor-Law times, the farmer gave for work done the equivalent, say, of house-rent, bread, clothes and fire ; while the rate-payers practically supplied the man and his family with their shoes, tea, sugar, candle, a little bacon etc. The division is, of course, arbitrary, but unquestionably the farmer and the rate-payers furnished these things between them." তিনি বলেন কৃষিমজুর ছিল যেন "half-labourer and half-pauper" [১]। সেই জন্যই Poor rate থেকে তা'কে সাহায্য করা হ'ত এবং সেই সাহায্যকে সাধারণতঃ বলা হ'ত Make-wages.

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কৃষকের এবং তা'র মজুরের দারিদ্র্য-মোচনের জন্য

(১) The Man Vs. the State. p. 21.

Land Nationalization Society স্থাপিত হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য সমিতির নামেই প্রকাশিত হচ্ছে। এঁরা চেয়েছিলেন, সমস্ত জমিকে দেশের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করতে এবং ভূম্যধিকারিত্ব উঠিয়ে দিতে। এঁদের অভিপ্রায় ছিল এই যে, যে-সকল কৃষক এখন ভূম্যধিকারীর ইচ্ছায় জমিতে চাষ করতে পারে এবং অনিচ্ছায় জমি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়, সেই-সকল কৃষককে জমির স্বত্বাধিকারী করে' দিতে হবে; সাবেক yeomanryর পুনরুদ্ধার করতে হবে। কিন্তু সদস্যদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি ভেঙে যায়। কিন্তু সেই বৎসরই তা'র স্থানে The English Land Restoration League স্থাপিত হয়। এঁদেরও উদ্দেশ্য ভূম্যধিকারিত্ব উঠিয়ে দিয়ে কৃষককে জমির স্বত্বাধিকারী করে' দেওয়া। এই সময়ে কৃষকদের মুখে সর্ব্বত্রই শোনা যেত—"The earth is the Lord's: all other lords should be abolished." Social Democratic Federation নামে আর একটি সভাও এই সময়ে স্থাপিত হয়। এই সভারও অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য ছিল, ভূম্যধিকারিত্ব উঠিয়ে দিয়ে জমিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করা।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এই আন্দোলন আরও প্রবল হ'য়ে ওঠে এবং তা'র ফলে কৃষকদের ও কৃষি-মজুরদের দুরবস্থা দূর করবার জন্য একটা Land Enquiry Committee নিযুক্ত হয়। এই কমিটি তাঁদের রিপোর্টে বলেন, "in order to secure to the labourer a sufficient wage, it is necessary to provide for the fixing of a legal minimum wage by means of some form of wages-tribunals." এই বৎসরই পার্লামেন্টে শ্রমজীবীদের প্রতিনিধিরা Farm Wages Board স্থাপন করবার জন্য একটা আইনের পাণ্ডুলিপি কমন্স সভায় পেশ করেন। মিঃ লয়েড

জর্জও এই সময়ে তাঁর জমি-সম্বন্ধীয় আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে প্রত্যেক কৃষক ও কৃষি-মজুরকে একটু জমি দেওয়া হয় যা'তে সে তা'র বাসের জন্য একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করতে পারে এবং শাক-সব্জীর একটু ক্ষেত করতে পারে। তা ছাড়া তিনিও বলেছিলেন যে শ্রমজীবীদের একটা নিম্নতম মজুরি আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করে' দেওয়া উচিত। কিন্তু পর বৎসরই, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে, ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হ'ল, সুতরাং এ সকল কল্পনা আর কাজে পরিণত হ'তে পেলে না। এর উপর আর এক নতুন বিপদ উপস্থিত হ'ল। ইংলণ্ডে যে কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়, তা'তে কোন কালেই ইংলণ্ডের খাদ্যের অভাব পূরণ হয় না। স্বাভাবিক অবস্থাতেই বিদেশের শস্য অনেক পরিমাণে ইংলণ্ডের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। যুদ্ধের সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ বন্ধ হ'ল, বাণিজ্যের জাহাজ যুদ্ধসম্ভার বইতেই ব্যস্ত হ'ল, খাদ্যদ্রব্য বইবার জাহাজ পাওয়া গেল না। ইংলণ্ডে মহা অন্নকষ্ট উপস্থিত হ'ল। তখন দেশেই যা'তে আরও অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য জন্মায় তা'র চেষ্টা হ'তে লাগল। জমিদারের সখের শিকারভূমি, বন, উপবন, প্রভৃতি কৃষি-ক্ষেত্রে পরিণত হ'তে লাগল। দেশের বড় বিপদ, খাদ্যাভাব থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে, দেশে অধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে হবে। কি উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধিত হ'তে পারে, তারই অনুসন্ধান করে' রিপোর্ট করবার জন্য ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ এস্কুইথ (Asquith) একটা কমিটি নিযুক্ত করে' বলে' দিলেন—"Having regard to the need of increasing home-grown food supplies in the interest of national security (the committee is) to consider and report upon the methods of effecting such increase." কমিটি অনুসন্ধান করে' রিপোর্ট করলেন যে, কৃষিশ্রমজীবীদের

একটা নিম্নতম মজুরি স্থির করে' দেওয়া উচিত ; কৃষকের গম-যবের একটা নিম্নতম মূল্যও নির্দ্ধারিত করে' দিতে হবে এবং যা'তে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, তা'র উপায় করে' দিতে হবে—"The state should fix a minimum wage for the ordinary agricultural labourer, guarantee to the farmer a minimum price for wheat and oats and take steps to secure the increase of production which is the object of this guarantee." কমিটির এই সকল কথা বিধিবদ্ধ করে' ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে Corn Production Act নামে এক আইন হ'ল। কিন্তু এই আইন তখনকার সাময়িক অভাব-মোচনের জন্য প্রণীত হয়েছিল ; ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তা রদ হ'য়ে গিয়েছে।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন কৃষক ও কৃষি-শ্রমজীবীদের প্রতি এইরূপ আচরণ করেন, ব্রিটিশ কৃষকবন্ধু ও শ্রমজীবী-প্রতিনিধিরা তখন পার্লামেণ্টে এক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করেন, যা'র দ্বারা তাঁরা জমিতে ব্যক্তি-বিশেষের স্বত্বাধিকার উঠিয়ে দিয়ে জমিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করতে চান। পাণ্ডুলিপির নাম "A Bill to abolish private property in land." [২]। এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, কৃষিকার্য্যের জন্য যত জমি আছে সে সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হবে, এইরূপ জমির উপর যত কৃষিক্ষেত্র এবং তৎসম্বন্ধীয় বাড়ী ঘর প্রভৃতি আছে তা'ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হবে—"The state is to become the owner of the land itself and of all farm-houses, farm-buldings etc or other improvements or works erected upon or made therein." কৃষিসম্বন্ধীয় জমি ছাড়া অন্য জমিও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি

(২) Nineteenth Century and After, October 1921.

হবে। এই আইনের বিধানগুলি কার্য্যে পরিণত করবার জন্য একটি Public Lands Committee নিযুক্ত হবে। এই কমিটি জমির খাজনা এবং বন্দোবস্তের সর্ত্ত ঠিক করে' দেবে। আরও, কমিটি দেখবে যে জমিতে রীতিমত চাষ-আবাদ হচ্ছে। ভূম্যধিকারীর এটা কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল না। কমিটির এটা প্রধান কর্ত্তব্য। তা না হ'লে আইনের প্রধান উদ্দেশ্য—কৃষিজাত খাদ্য-দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা—ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। জমি ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি থাকলে এটা হতে পারে না, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হ'লে নিশ্চয়ই হবে।

আয়র্লণ্ড এখন ইংলণ্ড থেকে স্বতন্ত্র, তা'র ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। সেখানকার জমিদারেরা পূর্ব্বে বড় অত্যাচারী ছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁরা প্রজাকে এক বৎসরের জন্য জমি দিতেন এবং বৎসরের শেষে ইচ্ছা হ'লে প্রজাকে জমি থেকে উঠিয়ে দিতে পারতেন। খাঁজনা বৃদ্ধির ত কথাই ছিল না ; সেটা সম্পূর্ণরূপে তাঁদের খোস-মেজাজের উপর নির্ভর করত। এই সকল এবং এইরূপ অন্য অন্য অত্যাচারের ফলে আয়র্লণ্ডে দুর্ভিক্ষ হয় এবং অনেক লোক দেশ ত্যাগ করে' আমেরিকায় চলে' যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে Land Act পাশ হয়। এই আইনের দ্বারা আইরিষ কৃষক জমিতে স্বত্ববান্ হয়। খাজনার নির্দ্দেশও জমিদারের হাত থেকে গবর্ণমেণ্টের হাতে যায়। এখন আইরিশ কৃষক তা'র জমির স্বত্বাধিকারী, ইচ্ছা করলে সে তা দান-বিক্রয় পর্য্যন্ত করতে পারে।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের কৃষকের অবস্থাও বড় ভাল নয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের Bavariaর কৃষক-আন্দোলনের পরিচালক Dr. Schlittenbauer মিউনিকের ফরাসী ও ব্রিটিশ কনসলকে (Consul) একটা স্মারক-লিপি দেন। তা'তে তিনি জার্ম্মাণির কৃষির অবস্থা বিবৃত করে'

বলেন,—যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রুশিয়া, মেক্লেনবর্‌গ, স্যাক্সনি প্রভৃতি প্রদেশসকলে ছোট কৃষকের লোপ, এবং তা'র স্থানে বড় জমিদারের বৃদ্ধি হয়েছে। কৃষক-লোপের অর্থ কতকগুলি ভূমিশূন্য শ্রমজীবীর সৃষ্টি, যাদের জীবিকা-অর্জ্জনের উপায়ের স্থিরতা নেই, যারা পল্লী ছেড়ে সহরে বাস করে' নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে ও সমাজের পাপের ভার বৃদ্ধি করে। কৃষিজাত খাদ্য-দ্রব্যের পরিমাণ কমে গিয়েছে এবং আমেরিকান ও আর্জেন্টাইন গম প্রভৃতির আমদানী অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। রুশিয়া ও রুমেনিয়া কেবল এই প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা পেয়েছে। মধ্য ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির কৃষিজীবীরাও এইরূপে পল্লীবাসীর সংখ্যা কমিয়ে নগরবাসীর সংখ্যা বাড়িয়েছে। ছোট ছোট কৃষকদের জমাজমি বড় লোকেরা কিনে নিয়ে শিকার-ভূমিতে পরিণত করেছে। উদাহরণ স্বরূপ Dr. Schlitten-bauer বলেন যুদ্ধের পূর্ব্বে Baron Seefried নিম্ন অষ্ট্রিয়ার ত্রিশজন কৃষকের জমি নিয়ে একটা বৃহৎ উপবন তৈরী করেছেন, এবং German Prince Hohenlohe উত্তর হাঙ্গেরীর শত শত কৃষকের জমি নিয়ে বড় বড় উপবন তৈরী করেছেন। এই সকল উপবনে তিনি কখন কখন কাইসার উইলিয়মকে (Kaiser Wilhelm) নিয়ে শিকার করতে আসতেন। এই শোচনীয় অবস্থা থেকে যারা কোন রকমে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল, তারা অতি হীনভাবে জীবন যাপন করতে বাধ্য হ'ত। তাদের শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না, প্রায় সকলেই নিরক্ষর, অজ্ঞ, কুসংস্কারবিশিষ্ট। সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পরিশ্রম করেও সব রকম সুখ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে নিরানন্দ জীবন যাপন করত। কিন্তু চিরদিন সকলের সমান যায় না। যুদ্ধ, সামাজিক আবর্ত্তন (revolution), আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথরোধ, যাতে সহরের লোকের খাদ্যাভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাতেই কৃষকের উন্নতির সূত্রপাত হয়েছে।

রুশিয়া ও আমেরিকা থেকে যে গম আমদানী হ'ত, তা যখন বন্ধ হ'য়ে গেল, তখন বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া, বাভেরিয়া এবং হাঙ্গেরীকেই খাদ্যের জন্ম গম যোগাতে হ'ল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মধ্য ইউরোপের আর্থিক ভিত্তি (economic basis) ছিল শিল্পজাত বাণিজ্য-পণ্য, এবং সকল দেশের রাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল এই শিল্প-বাণিজ্যে লিপ্ত ধনকুবেরদের স্বার্থরক্ষা। এবং এই রাষ্ট্রনীতির উদ্ভাবন ও পরিচালনও ছিল এই ধনকুবেরদের এবং তাদের প্রতিনিধিদের হাতে। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ, এই আর্থিক ভিত্তিকে শিল্পবাণিজ্য থেকে, খাদ্যদ্রব্যের উপর সংস্থাপিত করে' দিলে; এবং যুদ্ধের আনুষঙ্গিক সামাজিক আবর্ত্তন (social revolution) খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও বিতরণের ভার বণিক্-শ্রেষ্ঠীদের হাত থেকে কৃষকের হাতে এনে দিলে। এর ফলে অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া এবং জার্ম্মাণির দশ লক্ষ কৃষক জমির মালিকানা স্বত্ব পেয়েছে। অন্ত অন্ত অনেক দেশেও এইরূপ হয়েছে। এখন আর্থিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে কৃষক, যে কাল পর্য্যন্ত দাসবৎ ছিল, আজ প্রভুবৎ রাষ্ট্রনীতি পরিচালন করবে। এ শুধু কল্পনা নয়, বাভেরিয়াতে প্রকৃতই তাই হয়েছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সেখানে যে সমাজতান্ত্রিক আবর্ত্তন (Social Democratic Revolution) হয়, তা'তে রাজবংশ এবং অভিজাতবংশ সব নিপাতিত হয়। আবর্ত্তনকারীদের নেতা Kurt Eisnerও নিহত হন, কিন্তু অদম্য শ্রমজীবী এতেও দমিত হয় নি। এই আবর্ত্তনের মধ্যে কৃষক জমির স্বত্বাধিকার পেয়ে প্রবল শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে। এবং Dr. Heim ও Dr. Schlittenbauer-এর নেতৃত্বে বাভেরিয়ার কৃষক ধনকুবের শ্রেষ্ঠীদের সর্ব্বপ্রকার গর্ব্ব খর্ব্ব করে' দিয়েছে। সহরের ভূমিশূন্ত শ্রমজীবীদেরও প্রাধান্তের লাঘব ঘটিয়েছে। এরা এখন দেশের সর্ব্বত্র কৃষক-সমিতি (agricultural

chambers) স্থাপন করেছে। এই সমিতিগুলি এমন শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে যে, তারা আপন আপন এলেকায় ত সর্ব্বপ্রধান আছেই, Landtag (State Diet)কেও কৃষিবিষয়ে তাদের পরামর্শ শুনতে বাধ্য করে। হাঙ্গেরীতে এখন জেলায় জেলায় যে কৃষক-সমিতি স্থাপিত হয়েছে তা'র সংখ্যা ২৫০০। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এর একটিও ছিল না। ত্রিশ একার মাত্র জমির অধিকারী একটি মাত্র কৃষক, Stephen Szabo, দেশের ব্যবস্থাপক সভায় কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব করতেন। এখন এই কৃষকটি সেখানকার কৃষি-মন্ত্রী। এর পূর্ব্বে এই পদে ব্যারনের (Baron) নীচে কেউ নিযুক্ত হন নি। দেশের রাষ্ট্রনীতি পরিচালনেও এই কৃষক-সমিতিগুলি খুব প্রাধান্য লাভ করেছে।

অষ্ট্রিয়াতেও খাদ্যাভাব পূরণ করবার জন্য চাষের উপযোগী যত জমিতে পূর্ব্বে বড় লোকের শিকারের জন্য বন উপবন ছিল, সে সমস্তই আবাদ করা হচ্ছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে পল্লীবাসী লোকের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা হচ্ছে।

রুমেনিয়াতে জমি সব বড় জোতদারদের অধিকারে ছিল এবং কৃষক ছিল তা'র দাস। এরা এখন অতি চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে এবং এদেকে সন্তুষ্ট করবার জন্য জমি-সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থার সংস্কার করা হচ্ছে।

সুইডেন ও নরওয়েতে বড় বড় কলকারখানার সংখ্যা অতি অল্প। শতকরা ১৫ জন মাত্র লোক সহরে বাস করে। অবশিষ্ট লোক পল্লী-বাসী। পল্লীগ্রামগুলিও দূরে দূরে অবস্থিত। পল্লীবাসীদের অধিকাংশেরই নিজের জোত-জমা আছে এবং তা'তে তাদের স্বত্বাধিকার আছে কৃষিকর্ম্ম ছাড়া তা'রা নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষ নিজেরাই ঘে প্রস্তুত করে। এইরূপে কৃষিজাত খাদ্যাদি ও গৃহজাত শিল্পাদি তাদে প্রায় সকল অভাব দূর করে। তাদের মত স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও সুখী লো

অতি অল্পই আছে। M. de Laveye বিবেচনা করেন ইউরোপের মধ্যে তারাই সকলের চেয়ে সুখী [৩]।

ডেনমার্কে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষে দু লক্ষ আশী হাজার পরিবার পল্লীগ্রামে বাস করত। এর মধ্যে এক লক্ষ সত্তর হাজার ঘর নিষ্কর জমির স্বত্বাধিকারী। ত্রিশ হাজার ঘর খাজনা দিয়ে জমির চাষ-আবাদ করে, আর ছাব্বিশ হাজার লোক কৃষকদের মজুরি করে। সমস্ত লোক-সংখ্যার শতকরা ৮৫ জন নিজ জমিতে স্বত্বাধিকারবান্। মিঃ ষ্ট্রাচী (Mr. Strachey, afterwards Sir John Strachey) বলেন, সে দিন পর্য্যন্ত ডেনমার্কের জমিদারেরা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল, আর প্রজা ছিল কাঠ-কাটা জল-তোলা চাকরের মত। তাদের অবস্থা বাঙলাদেশের হতভাগ্য দরিদ্র রায়তের অবস্থার মত শোচনীয় [৪]। এখন ইউরোপীয় কৃষকদের মধ্যে ডেনমার্কের কৃষকই সবচেয়ে স্বাধীন, শিক্ষিত ও রাষ্ট্র-নীতিজ্ঞ। কিন্তু তা'র জমির পরিমাণ অতি অল্প, তা থেকে যা উৎপন্ন হয়, তা'তে সচ্ছন্দে তা'র সংসার চলে না। তা বলে' কৃষক তা'র জমিটুকু ত্যাগ করতেও পারে না। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ডেনমার্কে একটা প্রজাতান্ত্রিক দল হয়েছে। তা'রা বলে রাজা এবং রাজ্য আছে প্রজার ইচ্ছায় এবং প্রজার হিতের জন্য। দেশের কৃষকদের মঙ্গলের জন্য যা'তে রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়, এই দলের কেবল সেই চেষ্টা। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কোপেনহেগেনে এদের একটা কংগ্রেস হয়। তা'তে তা'রা বলে যে দেশে যত দেবোত্তর সম্পত্তি (ecclesiastical property) আছে

---

(৩) Contemporary Socialism by John Rae p. 67.
(৪) Do Do Do p. 68.

এবং অনাবাদী পতিত-জমি আছে সেই সমস্ত নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিলি করে' দেওয়া হ'ক। তা হ'লেই জমির পরিমাণের অল্পতা দূর হবে। তা'রা আরও চায় যে, কৃষির উন্নতির জন্য কৃষককে রাজকোষ থেকে অর্থসাহায্য করা হ'ক, কৃষিশিক্ষালয় স্থাপন করা হ'ক এবং কৃষি-শ্রমজীবীদের বাসস্থানের উন্নতি করে' দেওয়া হ'ক।

সুইজারল্যাণ্ডে প্রায় সকলেরই অল্প-বিস্তর জমি আছে। যারা কল-কারখানায় কাজ করে তাদেরও জমি আছে। যখন শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা মন্দ হয়, তখন কৃষিই তাদের প্রধান অবলম্বন হয়। অন্য সময়ে কারখানার কাজের অবসরে তারা কৃষির কাজ করে। এতে প্রজাসাধারণের কাজের অভাব হয় না, অন্নকষ্টও হয় না। আর, সামাজিক সাম্যও এখানে যেমন এমন আর অন্য কোথাও নেই। এখানে প্রভুভৃত্যের সামাজিক মর্য্যাদা সমান, তা'রা একত্র পান-ভোজন করে এবং গ্রাম্য-পরিষদে একত্র বসে' সাধারণ কাজকর্ম্ম সম্পাদন করে। দেশময় সভাসমিতি আছে; তা'তে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির আন্দোলন আলোচনা খুব স্বাধীনভাবে এবং নির্ভীকভাবে হয়। এই সকল কারণে সুইজারল্যাণ্ডের প্রজা সুখী ও সন্তুষ্ট। রাষ্ট্রনৈতিক মতামতের জন্য, রাজদ্রোহিতার জন্য বা সমাজদ্রোহিতার জন্য পৃথিবীর অন্য দেশ থেকে যারা নির্ব্বাসিত হয়, তারা এখানে আশ্রয় লাভ করে, এবং নির্ভয়ে আপন আপন মতামত প্রচার করে। কিন্তু এ সকল মতামত সুইস্ প্রজার মনে কোন বিকার জন্মাতে পারে না; কারণ, তা'রা সুখ-সন্তোষ-কবচের দ্বারা রক্ষিত।

অর্থশাস্ত্রবিশারদেরা এবং সমাজ-তান্ত্রিকেরা একবাক্যে বলেন যে, যে-দেশের কৃষীবল সুখী ও সন্তুষ্ট সে-দেশে সমাজতান্ত্রিক আবর্ত্তন (Social democratic revolution) কখন সফল হ'তে পারে

না। সমাজের স্থিতি ও বৃদ্ধির মূল কৃষীবল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কৃষীবল কোন রাজ্যেই তা'র ন্যায়তঃপ্রাপ্য অধিকার পায় নি। তাই ইউরোপের সকল রাজ্যের কৃষকেরা তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করবার জন্য সমবেত চেষ্টা করছে। শ্রমজীবীরা যেমন বলছে, "Proletarians of all countries, unite"—তেমনি কৃষকেরাও বলেছে, সম্মিলিত চেষ্টা না করলে কোন ফল হবে না, অতএব সকল কৃষক সম্মিলিত হও। এই উদ্দেশ্যে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পাসাউ নগরে (Passau), শ্রমজীবীদের International-এর মত একটা "Green International" গঠিত হয়েছে। এই কৃষক-সংঘে বাভেরিয়া, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, ফরাসী-নরমাণ্ডি, ক্রোসিয়া এবং সুইজারল্যাণ্ড থেকে কৃষক-প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছিল। হল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক প্রতিনিধি পাঠাতে পারে নি, কিন্তু সহানুভূতিসূচক অভিনন্দন-পত্র পাঠিয়েছিল। বাভেরিয়ার Dr Heim এই আন্দোলনের প্রধান পরিচালক। এই কৃষক-সংঘের সদস্য-সংখ্যা এখন হাঙ্গেরিতে ত্রিশ লক্ষ, অষ্ট্রিয়াতে দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার, বাভেরিয়াতে তিন লক্ষ যাট হাজার, ক্রোশিয়াতে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এবং বুলগেরিয়াতে এক লক্ষ [৫]।

ভারতবর্ষ এখন আর সেকালের মত অন্য অন্য দেশ থেকে অবচ্ছিন্ন নয়। সংঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ করবার যে প্রবল আকাঙ্খা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আজকাল দেখা যাচ্ছে, ভাতবর্ষেও তা'র আবির্ভাব হয়েছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমানাধিকার এ দেশের লোক সেকালেও বুঝত,

---

(৫) The Nation and the Athanæum of June 25, 1921.

একালেও বোঝে। সকল সমানাধিকার-জ্ঞানের মূল যে অদ্বৈত-তত্ত্ব তা এই দেশেরই একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখন এই অদ্বৈত-তত্ত্বকে কেবল আধ্যাত্মিক ধর্ম্মভাবের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে প্রয়োগ করতে হবে। তা হলেই, স্বদেশীই হ'ক আর বিদেশীই হ'ক, শাসক-শাসিতের মধ্যে, প্রভেদ থাকবে না [৬]। কিন্তু এর জন্য যে চেষ্টা ও যত্নের আবশ্যক তা স্ব-প্রধান, স্ব-তন্ত্র হ'য়ে করলে চলবে না। অন্য অন্য কাজের মত এতেও "সংহতিঃ কার্য্য সাধিকা"। বহুকালের পরাধীনতায় ভারতবাসীর মনের এই ভাব সুষুপ্ত হ'য়ে পড়েছিল, নিষ্ক্রিয় হ'য়ে গিয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশের Socialism ও Communismএর চিন্তাতরঙ্গ ভারতবর্ষেও আসছে। এখন যদি কেউ আরবসাগরের উপকূলে দাঁড়িয়ে এই তরঙ্গকে সম্বোধন করে' বলে, "ঐ পর্য্যন্ত, আর এদিকে অগ্রসর হয়ো না"—তা হ'লে কি সেই তরঙ্গ সেই কথা শুনে আর এ দেশে আসবে না? ইংলণ্ডের রাজা ক্যানিউট (Canute) একদিন সমুদ্রতরঙ্গকে সম্বোধন করে' বলেছিলেন, "Thus far shalt thou go and no farther". সমুদ্রতরঙ্গ রাজার সে নিষেধ-আজ্ঞা পালন করে নি। এই পাশ্চাত্য চিন্তাতরঙ্গও সে নিষেধ শুনছে না। তাড়িত-তরঙ্গের মত আকাশভেদ করে' এসে সে তরঙ্গ ভারতবাসীর মনকে স্পন্দিত করছে, তা'কে জাগ্রত করে' দিচ্ছে। সমাজ এবং রাষ্ট্রের পরিচালন যাঁরা ধর্ম্ম বলে' কর্ত্তব্য বলে' গ্রহণ করেছেন, তাঁদের এই ধর্ম্মসাধনের জন্য, এই কর্ত্তব্য-

---

(৬) The Pantheist philosophy which prevailed towards the middle of this century had no less share in spreading the cult of this Great Whole which is called the State. *The Modern State by Beaulieu. p. 15.*

সম্পাদনের জন্য কৃষকের সহযোগিতা, কৃষকের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হওয়া, একান্ত আবশ্যক। কৃষকেরও এ জ্ঞান হয়েছে যে লোক সংখ্যার তারাই শতকরা আশী জন, এখন আবশ্যক তাদের সংহত হওয়া, সংঘবদ্ধ হওয়া। তাই তাদের মধ্যেও এই আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়েছে। ভারতের কৃষক আর অবহেলার পাত্র হ'য়ে থাকতে চাচ্ছে না। এখন সে দারিদ্র্য দুঃখ-বিমুক্ত, স্বাধীন, স্বাবলম্বী, পূর্ণ-মনুষ্যত্ব-লাভার্থী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হ'তে চায়। যাঁরা স্বাভাবিক অভিব্যক্তির ধারা নিরীক্ষণ করছেন, তাঁরাও বলছেন কৃষকের এ আকাঙ্খা দুরাকাঙ্খা নয়, এ স্বপ্নের কথা নয়, কল্পনা-রাজ্যের কথা নয়, ইউটোপিয়ার (utopia) কথা নয়—বাস্তব-রাজ্যের একটা কঠিন সত্য।
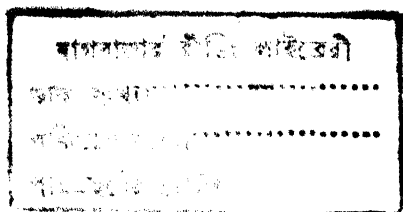
উপসংহার

ভবিষ্যতের কৃষক তা'র সর্ব্বান্তঃকরণ-বাঞ্ছিত এই অবস্থায় উপনীত হ'লে আবার সেই প্রাচীন কালে সরস্বতীতীরে বামদেব ঋষি দেবতার কাছে যে প্রার্থনা করেছিলেন—

মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো মধুমন্ নো ভবত্বন্তরীক্ষম্।
ক্ষেত্রস্য পতি র্মধুমান্ নো অস্তরিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম॥

শস্যসমূহ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, দ্যুলোক সমূহ, জল সমূহ ও অন্তরীক্ষ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, ক্ষেত্রপতি আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউন। আমরা অহিংসিত হইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিব।

শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্।
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুন মষ্ট্রা মুদিং গয়॥

বলীবর্দ্দসমূহ সুখে বহন করুক; মনুষ্যগণ সুখে কার্য্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক। প্রগ্রহসমূহ সুখে বদ্ধ হউক এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর।

—সে প্রার্থনা সফল হবে। আর আমাদের দেশ হবে—

যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধি॥

যথায় বিবিধ প্রকার আমোদ আহ্লাদ আনন্দ বিরাজ করিতেছে, যথায় অভিলাষী ব্যক্তির তাবৎ কামনাপূর্ণ হয়, তথায় আমাকে লইয়া অমর কর।

তখন বাঙলা আবার সোণার বাঙলা হবে; গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গোরু, ফুলফল-ভরা তরুলতা নিয়ে লক্ষ্মী ঘরে ঘরে বিরাজ করবেন।